সাজি।

শ্রীমতী রাণী জ্যোতিষ্মতী দেব প্রণীত।

(মালারচয়িত্রী)

১৩২৩।

প্রকাশক—
শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
১০৬।১ নং গ্রে ষ্ট্রীট্।
কলিকাতা।

প্রিণ্টার—
শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ।
কটন প্রেস।
৫৭ নং হ্যারিসন রোড।
কলিকাতা।

রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর

Victoria Press

রাণী জ্যোতির্ময়ী দেব

Victoria Press

পূর্ব্বাভাষ।

পরম প্রেমাস্পদ, সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত কুমার
প্রমোদকৃষ্ণ দেব বাহাদুর—

আপনি স্বভাবসিদ্ধ বিনয় ও সৌজন্যের সহিত আপনার জননীদেবী-প্রণীত "সাজি"র একটি ভূমিকা লিখিয়া দিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। অনুরোধের কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ, ইতিপূর্ব্বে আপনার জননীদেবী-প্রণীত "মালা" পাঠ করিয়া আমার হৃদয় তাঁহার প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধায় পূর্ণ হইয়াছিল। "সাজি"তে পূর্ব্ব গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছে।

যাঁহার পূজার জন্য "মালা" গ্রথিত হইয়াছিল, এই "সাজি"ও তাঁহারই উদ্দেশ্যে রচিত। যে দিন "প্রবল তরঙ্গময় নিয়তির নদী ব্যবধান" তিরোহিত হইবে, সে দিন—

"মানস কুসুম, ওহে প্রিয়তম,
ভরিয়া হৃদয়-সাজি,
নয়ন-আসারে, প্রীতি-প্রেম-ধারে
পূজিব তোমারে আজি।"

সেই পূজার দিনের জন্য "সাজি"-রচয়িত্রী ব্যাকুল। ব্যাকুল

হইবারই কথা। তেমন আরাধ্য বস্তু কয়জনের ভাগ্যে ঘটে ?—

"আর্ত্তের সেবা লক্ষ্য যাঁহার
তুচ্ছ বিভব সুখ।
উন্নত চরিত্র হৃদয় উদার
সতত হাস্য মুখ॥
স্নেহ-শিশিরেতে হইয়া সিক্ত
প্রণয় পুষ্প ফুটে।
হয়েছিল যাঁর হৃদয় মুক্ত
জ্ঞান-অরুণ উঠে॥
নির্ম্মল যাঁর উজ্জ্বল চিত্ত
কলুষবিহীন প্রাণে।
পরহিত ব্রতে ছিল যে নিত্য
সতত মত্ত দানে॥"

এমন "প্রেমময়" "বিশ্ব-প্রেমিকের" পূজায় বঞ্চিত হওয়া কি অল্প দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের কথা !

"মালা"য় এ দুঃখ সাগরোচ্ছ্বাসের ন্যায় উদ্বেল হইয়া ছুটিয়াছে। সদ্যোবিরহবিধুর হৃদয় প্রিয়তমকে আবার পাঞ্চ-ভৌতিক দেহে লাভ করিয়া পূজা করিবার জন্য আকুল আহ্বান করিয়াছিল। "সাজি"তে সে স্থূলের জন্য আকুলতার বেগ

অনেক প্রশমিত হইয়াছে ; অভ্যন্তরস্থ বাড়বানলের জ্বালা জ্বলিয়া উঠিয়াই আবার হৃদয়লীন হইয়াছে ; কারণ, দীর্ঘ সাধনাবলে স্বর্গে মর্ত্ত্যে অশরীরী সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে ; দূরত্বের ব্যবধান তিরোহিত হইয়া আত্মার সহিত আত্মার শুভ সম্মিলন সাধিত হইয়াছে। কেবল—

"শব সম দেহ মম রহিয়াছে এ ধরায়।
চলি গেছে প্রাণ যে গো সুদূর বিমানে হায়!"

বিরহে তন্ময়ত্বলাভ হেতু দুঃখেরও আর সে প্রবল দাহিকা শক্তি নাই—

"জগতের চিরসঙ্গী দুঃখ,
কেন তারে কর অনাদর ?
কেন ভীত সশঙ্কিত প্রাণ,
হেরি ঐ মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর ?
দুঃখ সুখ হবে সমভাব,
গিয়া সেই জীবনের পারে।
দুঃখে আর হবে না হেরিতে,
নিরখিয়া সে সুখ-আধারে ॥"

"মালা"য় নিরাশার আকুল সাগর-গর্জ্জন ! "সাজি"তে আশার গম্ভীর শঙ্খধ্বনি !

হিন্দুনারী—সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বরের অঙ্কলক্ষ্মীই হউন,

আর দরিদ্র গৃহস্থের সহধর্ম্মিণীই হউন—দুঃখের প্রচণ্ড অগ্নিশিখায় দগ্ধ হইয়াই গৌরববিমণ্ডিতা হইয়া উঠেন। তাই বুঝি কবিগুরু জনকনন্দিনীকে কেবলই দগ্ধ করিয়াছেন। রাণী জ্যোতির্ম্ময়ীর হৃদয়ও দগ্ধ হইয়াছে, কিন্তু ভস্মীভূত হয় নাই, প্রতপ্ত চামীকরের ন্যায় উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়াছে।

সতী "হৃদয়-দেবতা"র জন্য "সাজি" সাজাইয়া ভীতা হইয়াছেন, পাছে "নন্দনের পারিজাতভরা শত সাজি"র পার্শ্বে তাঁহার এই "সুসৌরভবিহীন সাজিটি" অনাদৃত পড়িয়া থাকে। তাঁহার এ আশঙ্কা অমূলক। "সাজি" "ক্ষুদ্র" হইলেও ইহাতে স্বর্গের সুষমা ও সৌরভ আছে; যাঁহার উদ্দেশ্যে রচিত তিনি ইহা গ্রহণ করিয়াছেন।

কলিকাতা
সাহিত্য-সভা-কার্য্যালয়।
জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩।

শুভাকাঙ্ক্ষী—
শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সূচী।

শুদ্ধিপত্র ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৭	৮	বিরহ	বিহগ
২৭	৮	নৈশ	শৈল
৪৬	১	রহিয়াছে	হরিয়াছ
৬০	১৫	অস্বুজ্জাপালিনী	অম্বুজ্জাপালিনী
৬৬	১৪	আবার	আমার
৮১	১৭	জাবন	জীবন
১০৯	৬	চরণের	মরণের
১২৫	১১	কর্ব	বলব
১২৬	১৮	লয়	রয়
১২৬	২০	রয়	লয়
১৫১	১১	সপ্ন	স্বপ্ন
১৬৪	১৩	নীরবে	নিরখে
১৯৭	১১	তমোময়	তমসায়
২৪৯	৬	প্রাণবধ	প্রাণধব
২৮৫	১২	বির্জ্জন	বিসর্জ্জন
২৯৮	৬	গীতরাগ	বীতরাগ
২৯৮	১৭	দুঃখ	সুখদুঃখ
২৯৯	৬	উদ্দম	উদ্দাম
৩০১	১	জ্বাল	জ্বালা
৩০১	২	প্রবল	প্রজ্বল
৩০৬	১৫	বসিয়াছি	ভরিয়াছি
৩০৬	১৬	ক্ষণতরে	চিরতরে
৩১২	১০	ডুবায়েছ	ভরিয়াছ,

সাজি।

উৎসর্গ।

নাথ !

মানস-উদ্যান হতে মম আহরিয়া নানা পুষ্পরাজি,
উৎসর্গ যে উদ্দেশে তোমার—এই মম সাধনার সাজি।
ছিন্ন করি হৃদি-বৃন্ত হতে প্রীতিভরা প্রেম-ফুল-দল—
বাছিয়াছি কণ্টক তাহার, ধৌত করি দিয়া আঁখি-জল।
বড় সাধ পূজিতে তোমারে ওহে মম হৃদয়-দেবতা !
প্রেমভরা এই সাজিটিতে ভরিয়াছি কত কাতরতা—
হৃদয়ের দারুণ উত্তাপে শুষ্কপ্রায় এই প্রেমফুল
সুসৌরভবিহীন, ইহাতে গুঞ্জরি না আসে অলিকুল।
মলিনতা রহিয়াছে যে গো সাজিটির ঘিরি চারি ধার—
তথাপিও এ সাজি লইয়া পূজিবারে বাসনা আমার।
নন্দনের পারিজাতভরা আছে তব পাশে সাজি শত—
ছুটিতেছে সুরভি তাহার—বিতরিছে পরিমল কত !
তবু এই ক্ষুদ্র সাজিটিরে লহ নাথ ! কৃপাকণা দানে।
তব করে লইবে আদরে এই মম বাসনা পরাণে।

সাজি

তুচ্ছ করি দূরে নাথ! দিওনাক ফেলে চরণে দলিয়া—
ছিন্ন হবে অনাদরে তব পড়িবে গো সকলি ঝরিয়া।
শোকতপ্ত অশ্রুধারা মিশাইয়া এই হৃদয়-কুসুম
পূজিবারে তোমারে সাদরে সাজায়েছি ওহে প্রিয়তম!
যবে শেষ হবে নিয়তির খেলা—তব কাছে যাব প্রাণময়!
লয়ে সাজি করে দিব প্রেমভরে গলে মালা করিয়া বিনয়!

কামনা।

ওহে গুণময় শ্যাম!
কেন হে নিদয় হয়ে মোরে হলে বাম?
সতত সোহাগভরে,
বামে লয়ে শ্রীরাধারে,
লিখেছ হে শিরোপরে রাধা রাধা নাম।
জ্যোতির্ম্ময়ী শ্রীশ্রীমতী,
বিতরিছে অঙ্গজ্যোতি,
লভি সে কিরণ-দ্যুতি রাধানাথ নাম॥

প্রেমভাবে প্রাণভরা,
প্রকৃতি সে পরাৎপরা,
নাহি জন্ম মৃত্যু জরা সকাম নিষ্কাম।
খেলিতে প্রেমের খেলা,
ব্রজধামে ওহে কালা!
ভুলাইলে ব্রজবালা ত্রিভঙ্গিমঠাম।
বিষম বিরহ-তাপে,
জ্বলে ছিলে সে উত্তাপে,
কেন তবে এ বিপাকে ফেল অবিরাম?
বিনয়ে কহি কাতরে,
রেখ নাথ! অভাগীরে,
তোমার চরণ-তলে ওহে গুণধাম!
জীবনের পর পারে,
মিলাইও প্রাণেশ্বরে,
দুঃখ জ্বালা যাবে দূরে পূরে মনস্কাম।

বন্দনা।

হে বিভু করুণাময়! হে কৃপানিধান!
কর প্রভু দুঃখিনীর দুঃখ-অবসান॥
দয়াময় নাম তব দীনবন্ধু হরি!
এ দীনা কাতরে ডাকে শুন কৃপা করি॥
আর কতদিন হায়! এই অভাগীরে।
ডুবাইয়া রাখিবেক দুঃখ-সিন্ধুনীরে?
এ দুঃখ-সমুদ্র হতে কর মোরে পার।
বহিতে না পারি আর জীবনের ভার॥
এ ছার জীবন আর কাহার কারণে।
রাখিয়াছ জগদীশ! কোন প্রয়োজনে?
দারুণ বৈধব্যানলে দহিছে হৃদয়।
জীবন হয়েছে হায়! অশান্তি-নিলয়॥
জ্বলন্ত চিতার সম জ্বলে দিবানিশি।
ঘিরিয়াছে জীবনেতে বিষাদ-তামসী॥
ছিঁড়িয়াছে জীবনের সুদৃঢ় বন্ধন।
ঘুচিয়াছে হৃদয়ের সুখ-অস্বাদন॥

শান্তি

ভরিয়াছে অন্তরের প্রতি স্তরে স্তরে।
বিষাদ-করুণগীতি জ্বলন্ত অক্ষরে॥
নিবিয়াছে জীবনের আলো সমুদয়।
পাষাণ জড়ের সম এ হৃদয় রয়॥
দীনবন্ধু! কৃপাসিন্ধু! গতি অগতির।
এ দুঃখ দূরিত প্রভু কর দুঃখিনীর॥
নির্দ্দিষ্ট এ নিয়তির নিয়মের শেষ।
কর কর অভাগীর ওহে পরমেশ!
সাধনায় তুষ্ট তুমি সেই ভরসায়।
চাহিতেছি কৃপাকণা বিতর আমায়॥
জগদীশ! পূরিবে কি বাসনা আমার?
আশালতা-মূলে বারি সিঞ্চি অনিবার॥
রহিয়াছি সেই আশে এ জীবন-পারে।
আবার মিলিত হব প্রিয় প্রাণেশ্বরে॥
রহিবারে নাহি পারি আর এ ধরায়।
আকর্ষণ-শক্তি কোন নাহি টানে হায়!
পৃথিবী সরিয়া যায় যেন পদতলে।
রবি শশী যেন হেরি দ্রুতবেগে চলে॥
জীবনের সাধ আর নাহিক আমার।
হরিয়াছ সকলি যে তুমি কৃপাধার!

সাজি

কৃপাকর কৃপাময়! কাতরা কন্যারে।
রেখনা এ অভাগীরে আর এ সংসারে ॥
মিলিত করহে মম প্রাণ-পতি সনে।
এ কামনা করি বিভু তোমার চরণে ॥

প্রতীক্ষা।

রচিয়া আসন হৃদে মন-ফুলহারে।
সুশোভিত করিয়াছি করিয়া যতন ॥
বেঁধেছি হৃদয়-বীণা সোহাগের তারে।
দেখ দেখি হয়েছে কি মনের মতন?

প্রেম-চন্দ্রালোকে হৃদি বিধৌত করিয়া
বসে আছি দিবানিশি বিরহ-বাসরে ॥
প্রণয়-চন্দন এই দেহেতে মাখিয়া।
প্রতীক্ষায় রহিয়াছি আকুল অন্তরে ॥

অতৃপ্ত পরাণে শত বাসনা-লহরী।
উঠিতেছে প্রতিক্ষণে মথিয়া হৃদয় ॥

দলিতেছে নিশি দিন হৃদয়-বল্লরী।
আকাঙ্ক্ষার শত ছবি বিভাসিত হয়॥

করে মম এ হৃদয় সতত অধীর।
দাও নাথ! মিটাইয়া প্রবল পিয়াসা॥
মুছে দাও আবেগের সুতীব্র মদির।
বিদূরিত কর এই মোহ প্রেমতৃষা॥

নাহি জানি কতদিনে শুষ্ক এই প্রাণে।
মুঞ্জরিবে পরিমলে হবে মনোরম।
প্রণয়-লতিকা পুনঃ ব্রততি বিতানে।
সম্মিলিত করিবেক ওহে প্রিয়তম!

তব আশে প্রতিক্ষণ কাটিছে আমার।
প্রতি নিশি যাপি আমি বিরহ-শয়নে॥
ঝরিতেছে নয়নেতে তপ্ত অশ্রুধার।
আকাঙ্ক্ষার বহি বোঝা এ ছার জীবনে॥

বেদনায় ক্ষীণ বক্ষ পড়িছে ভাঙ্গিয়া।
ভগ্ন হৃদি বেঁধে রাখি তব প্রতীক্ষায়॥
সুদীর্ঘ বিরহ-নিশি যায় যে কাটিয়া।
তবুও তোমার দেখা নাহি কেন হায়!

কর বা না কর দয়া অভাগী বলিয়া।
আজীবন রব আমি তোমার আশায়॥
উপেক্ষা লইব তব সোহাগ গণিয়া।
সতত রহিব আমি তব প্রতীক্ষায়॥

নিভৃত পূজা।

আমি, করিব গো পূজা নিভৃতে নীরবে
বাসিব তোমারে ভাল
মম, হৃদয়ের রাজা সদা হৃদে রবে
হৃদয় করিয়া আলো॥
আমি, সাধনা-সলিলে মিশাইয়ে প্রীতি
ঢালিব যে অনিবার।
মম, হৃদয়ের পূজা করুণ মিনতি
লহ লহ প্রাণাধার!
আমি, আকুল উচ্ছ্বাসে ডাকিব তোমারে
সকরুণ আবাহনে।
মম, কাছে থাক কিম্বা রহ দূরে দূরে
ভাবিব না কভু মনে॥

সাজি

তুমি, চাও বা না চাও বারেক ফিরিয়া
অযতনে অনাদরে।
আমি, চিরদিন তবু আমার বলিয়া
পূজিব হৃদয়ভরে॥
তুমি, কঠিন কোমল জানিব না মনে
ভাল যে বাসিব তবু।
শঠ, কি সরল কভু ভাবিয়া দেখিনে
পূজিব প্রাণের প্রভু!
আমি, জানি চিরদিন তুমি যে আমার
তোমার মূরতি লয়ে।
তুমি, ভরিয়া রয়েছ হৃদি-পারাবার
কূলে কূলে পূর্ণ হয়ে॥
আমি, হৃদয়-মন্দিরে নীরবে নিভৃতে
তোমার পূজার লাগি।
মম. হৃদয়-অর্গল খুলি গোপনেতে
সতত যে রহি জাগি॥
আমি, সাজাই প্রণয়-কুসুমের হারে
তোমার মূরতি খানি।
তুমি, দেবতা আমার, পূজিব তোমারে
এই যে বাসনা জানি॥

সাজি

মোর, প্রাণের তিয়াসা সাধ আকিঞ্চন
প্রাণপোরা ভালবাসা।
আমি, তোমারি উদ্দেশে করিয়া যতন
দিব গো করিয়া আশা॥
তুমি, আরাধ্য আমার অভীষ্ট দেবতা
আমি যে তোমারি হায়!
আমি, গোপনেতে কব হৃদয়ের ব্যাথা
যত আছে ভরা তায়॥
তুমি, উপাস্য আমার বঞ্ছিত রতন
তাপিত পরাণে সুধা।
আমি, পূজিয়া তোমারে জুড়াই জীবন
নিবারি প্রণয়-ক্ষুধা॥
তুমি, হৃদয়ে রয়েছ সদা নিরিবিলি
তোমারে পরাণ চায়।
আমি, তোমারি উদ্দেশে দিব গো অঞ্জলি
এ জীবন তব পায়॥
তুমি, লহ তুলে কিম্বা ফেলে দাও দূরে
কিছু ক্ষতি নাহি মানি।
সদা, আকুল উচ্ছ্বাসে প্রমত্ত অন্তরে
ছুটে এ হৃদয় খানি॥

আমি, তোমাতে মিশিয়া তোমার হইয়া
জুড়াব আকুল প্রাণ।
তুমি, নাই বা চাহিলে করুণা করিয়া
কাজ কি গো প্রতিদান ?
আমি, না চাহি জানাতে এ জ্বালা আমার
কিছু না বলিতে চাই।
মম, ব্যাকুলিত হিয়া হোক্ ছারখার
নিরাশা অনলে ছাই॥
আমি, নীরবেতে শুধু সহিব অন্তরে
নীরব আঁখির ধার।
এই, উন্মাদ অধীর পড়ে সদা ঝরে
না মানিয়া বাধা কার॥
আমি, নিরজনে বসি ফেলিব মুছিয়ে
জানিতে দিব না কভু।
মম, কি অভাব প্রাণে রাখি গো চাপিয়ে
হে মম প্রাণের প্রভু !
তুমি, দূরে থেকে যদি ভালবাস মোরে
কোন বাধা নাহি তায়।
যেন, শেষ দিনে নাথ ! মিলি পরস্পরে
এ দূরতা দূরে যায়॥

হৃদয়-মন্দিরে।

হৃদয়-মন্দির-দ্বারে আজি
বাজিতেছে কাহার বারতা ?
কি শোক-সঙ্গীত উঠে জাগি
গাহিতেছে কোন কাতরতা ?

বিষাদের অর্ঘ্যটি লইয়া
কাহার চরণে দিবে বলে।
মলিন সে কুসুম তুলিয়া
মিশাইয়া নয়নের জলে ॥

সদা বাটি আবেগ চন্দন
পূজিবারে কোন্ দেবতায় ?
হৃদি পদ্মে কাহার আসন
পাতিয়াছি কোন্ বা আশায় ?

অবিরল আকুল পরাণে
করিতেছে কার আবাহন ?
যার রূপ জাগে সদা প্রাণে
সেই দেবে ডাকি অনুক্ষণ ॥

সেই আশে রহিয়াছি বসি
সাজাইয়া পূজার সম্ভার।
প্রিয়তম নিকটেতে আসি
লইবেন এ পূজা আমার॥

নিশি দিন যাহার ধেয়ানে
নিমগন যাহারি চিন্তায়।
সেই দেবে পূজি প্রাণে প্রাণে
সেই রূপ জাগে এ হিয়ায়॥

হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে
অনুক্ষণ বসবাস যার।
সেই স্মৃতি লইয়া হৃদয়ে
করিতেছি সাধনা তাহার॥

নিরিবিলি পূজি দিবা নিশি
সেই মম অভীষ্ট দেবতা।
হৃদয়ের প্রতি স্তরে মিশি
জাগায় যে প্রাণে সজীবতা॥

রহি রহি শুনি অন্তস্তলে
আশ্বাসের সান্ত্বনা বচন।

যেন গো সে সদা মোরে বলে
পর পারে হইবে মিলন ॥

বিনিদ্র রজনী।

আর কত দিন বিনিদ্র রজনী
যাপিব বসিয়া একা ?
নীরব জগত স্তব্ধ নিশীথিনী
গগনেতে নাহি রাকা।

আর কত দিন এ নীরব নিশি
নীরবে হইবে ভোর ?
নিরাশা আঁধারে ঘিরে দশদিশি
নিতিই নয়নে মোর।

আর কতদিন হতাশ মনেতে
চাহিয়া রহিব জাগি ?
তৃষিত হৃদয় ভরা পিপাসাতে
সতত তোমার লাগি ॥

আর কত দিন এ বিরহ-বাসে
ঢালিব নয়ন লোর ?
আকুল অন্তরে রব তব আশে
হে মম হৃদয়চোর !

আর কতদিন হতাশ অন্তরে
জীবন ধরিব আমি ?
আকুল হইয়া খুঁজিগো তোমারে
কোথা আছ নাথ তুমি ?

খুঁজে এ নয়ন তারাগণ মাঝে
অথবা চাঁদেতে মিশি।
রহিয়াছ কিগো সুধাময় সাজে
হে মম হৃদয়-শশী !

লুকায়েছ বুঝি সুনীল অম্বরে
হরিয়া জোছনা-ধারা।
আঁধারেতে তাই ধরা ব্যাপ্ত করে
আঁধার জীবন সারা ॥

চাহিয়া চাহিয়া দিশাহারা হই
আকুল উচ্ছ্বাস প্রাণে ।

বিনিদ্র রজনী নীরবেতে রই
বসিয়া তোমারি ধ্যানে ॥

আর কত দিন এ ভগ্ন হৃদয়
বাঁধিব আশার তারে ?
সুদৃঢ় বন্ধনে মিলিব উভয়ে
মিলনের ফুল্লহারে।

আর কতদিন রবগো চাহিয়া
তোমার আশার পথ ?
করুণা বিতরি লওগো ডাকিয়া
যাব তব কাছে নাথ !

শূন্যতা।

বরষ বরষ হইল যে গত
তবু যে গো তুমি এলে না হায় !
শূন্যতা ভরিয়া প্রাণে অবিরত
আপনার বেগে বহিয়া যায় ॥

চারিদিকে চাহি এ পূর্ণ সংসারে
পূর্ণতা পূরিত সকল ঠাঁই।
শূন্য প্রাণ মম ভরা হাহাকারে
পূর্ণতম মম তোমারে চাই॥

ফলে ফুলে ধরা শোভে অনিবার
করিয়া পূরিত প্রকৃতি-হৃদয়।
রবি শশী ভাতে জ্যোতি আপনার
বিরহ-সঙ্গীতে ভরা সমুদয়॥

আসে যায় কত হেরি গো নয়নে
সকলি মিশায় সময়-সাগরে।
বসন্ত শরৎ প্রকৃতি-ভবনে
নিদাঘ জলদ যাতায়াত করে॥

ভাতিছে বিমল ঊষা পূর্ব্বাশায়
পূরব গগনে উঠে দিবাকর।
আসিতেছে ফিরে কেহ ফিরি যায়
সুনীল আকাশে শোভে শশধর॥

আসিতেছে ফিরে নিরন্তর হেরি
পূর্ণতা ভরিয়া হৃদয় ল'য়ে।

সাজি

অনন্ত কালের অদ্ভূত চাতুরী
প্রতারিত করে কি শঠ হ'য়ে !

আসিলে না যে গো এ শূন্য মন্দিরে
হে পূর্ণ প্রেমিক ! ওহে প্রেমময় !
তব প্রেমে পূর্ণ মম এ অন্তরে
তব স্মৃতি ভরা রহে এ হৃদয় ॥

আকুল উচ্ছ্বাসে সদা কলতানে
তোমার বিরহ-বারিধি-স্রোতে।
সুখের লহর বহিতেছে প্রাণে
প্রবল তরঙ্গ ভীষণাঘাতে ॥

করিতেছে চূর্ণ বিচূর্ণ হৃদয়
শূন্য এ জীবন ভাঙ্গিয়া যায়।
হ'য়ে দিশাহারা খুঁজি প্রাণময় !
তোমারি উদ্দেশে পরাণ ধায় ॥

———

লও নাথ !

জীবনের এ পার হইতে
লও নাথ ! সেই পরপারে।
এ ব্যর্থ জীবন কোনমতে
আর যে গো রহিবারে নারে ॥

আকুলিত এ জীবন মম
পিপাসিত বিনা সে করুণা।
তিরপিত হবে প্রিয়তম !
লভি তব সেই প্রেম-কণা ॥

আমি যে গো পথহারা হয়ে
ভ্রমিতেছি অন্ধের মতন।
জানি না যে কোন্ পথ দিয়ে
যাব আমি তোমার সদন ॥

কাছে রও কিম্বা আছ দূরে
এ আশীষ কর শিরোপর।
মিলি যেন তোমাতে সত্বরে
ওহে মম জীবন-ঈশ্বর !

অজানা অচেনা পথে পাছে
হেরি বিঘ্ন মনে বাসি ভয়।
প্রাণাধিক! লও তব কাছে
প্রাণ সদা ব্যাকুলিত হয়॥

ব্যর্থ এই ভাঙ্গা হৃদি খানি
বাঁধি রাখি তোমার আশায়।
সার্থক হইবে নাহি জানি
কবে প্রাণ হেরিয়া তোমায়॥

অন্ধ আমি বিহনে তোমার
হাত ধ'রে লবে নাকি তুলে?
বিনয়েতে বলি বার বার
রাখ নাথ! ও চরণ-মূলে॥

ঝরা ফুল।

কাননেতে ফুলকুল প্রস্ফুটিত হ'য়ে
বিতরে সুবাস।
আঁখিভরা সৌন্দর্য্য অতুল হৃদে ল'য়ে
পরাণেতে আশ॥

করে আত্ম-নিবেদন ফুল্ল হৃদিখানি
উদ্দেশে কাহার ?
সার্থকতা জীবনের গণে ধন্য মানি
আনন্দ অপার ॥
দেয় প্রেম উপহার কাহার চরণে
প্রাণে কি বাসনা।
উচ্ছ্বাসেতে সদা করে পুলকিত মনে
সুখের কল্পনা ॥
প্রাণভরা ভালবাসা তবে দেয় ঢালি তার
পরিমল দানে।
ভালবাসে আপনা হারায়ে চাহে কার
করুণার পানে ?
হৃদয়েতে শত অনুরাগ উঠে জাগি
নব নব নিতি।
প্রণয়ে আকুল হ'য়ে রহে কার লাগি
ল'য়ে কার স্মৃতি ?
সুষমায় মাতাইয়া ধরা ফুটে যবে
হ'য়ে বিকসিত।
নন্দনের শোভা ল'য়ে প্রকাশিত তবে
রহে উল্লাসিত ॥

নাহি জানে পড়িবে ঝরিয়া অকস্মাৎ
শুকাবে অকালে
নাহি রবে পরিমল তার শোভা যত
ফুরায় সমূলে ॥
নাহি হবে প্রস্ফুটিত সুমন্দ মলয়ে,
হইবে মলিন।
রবি-তাপে বিশুষ্ক জীবন হবে সয়ে
যন্ত্রণা কঠিন ॥
শুকায়েছে এ জীবন —নীরব হৃদয়
কাহার বিহনে ?
পড়িবে ঝরিয়া নীরবেতে দুঃখময়
কার অযতনে ?
প্রস্ফুটিত ছিল যেই প্রণয়ে পূরিত
পুলকিত প্রাণ।
বিষাদেতে আবরিত সেই রহে আনমিত
হ'য়ে ম্রিয়মান ॥
যাচে কার দরশন সুধা-সঞ্জীবনী
হইয়া আকুল ?
চাহে কারে মলয়-পরশ অনুমানি
এ হৃদয়-ফুল ?

বিরহেতে হইয়া তাপিত পড়িবে ঝরিয়া
মম এই প্রাণ।
চাহিবে না কেহ আর করুণা করিয়া
হবে অবসান॥
গিয়া মিলন-নগরে এ বিরহ-শেষে
নাথেরে হেরিয়া।
হৃদিফুল সে মিলন-সুধার পরশে
উঠিবে ফুটিয়া।

প্রতিধ্বনির প্রতি।

কে তুমি লো বিনোদিনি! মম অন্তস্তলে,
সতত রহিয়া ধনি করিতেছ খেলা?
প্রতিধ্বনি নাম তব বুঝিয়াছি বালা,
দুর্গম এ হৃদি মাঝে রহ গো বিরলে॥

নিরিবিলি এ হৃদয়ে রহ দিবানিশি,
জনরব ভাল বুঝি না লাগে তোমার?

হৃদয়-কন্দরে তাই করিছ বিহার,
হইয়াছে সুবদনি ! পরাণ উদাসী ?

দুর্গম গিরির মাঝে জনম লভিয়া,
বরমাল্য অর্পিয়াছ মহান্ গিরিরে।
গিরিবক্ষে রহ তাই হরিষ অন্তরে,
মন-সুখে ভ্রম সদা নাচিয়া হাসিয়া ॥

যদি কোন মানবের জীবন হতাশ
হইয়া, বসিয়া রহে নৈশ পাদমূলে।
উন্মুক্ত করয়ে নিজ হৃদয়-অর্গলে,
অমনি তাহারে তুমি কর উপহাস ॥

অথবা তাহার দুঃখে হইয়া দুঃখিনী,
সমস্বরে দুঃখ-গাথা গাহ অবিরত।
মিশায়ে পরের প্রাণে পরাণ সতত,
আকুল অন্তরে তথা রহ প্রতিধ্বনি ॥

ঈশ্বর-প্রেমেতে মত্ত হয়ে কোনজন,
ভ্রমে গিরি-পাদ দেশে সতত একাকী
তুমিই দোসর তার হও প্রিয়সখী,
প্রতিধ্বনি দানে তারে কর সম্ভাষণ ॥

প্রিয়জন-বিরহেতে হইয়া কাতর,
হইয়া ব্যাকুলচিত ভ্রমে গিরিস্থানে।
জুড়াইতে তাপদগ্ধ ব্যথিত পারাণে,
সখী ভাবে তারে তুমি দাওলো উত্তর॥

প্রেমাকুলা কোন বালা হেরিতে নাথেরে,
প্রাণেশ-মিলন আশে আসে গিরিতল।
চাতকিনী যাচে যথা জলদের জল,
প্রিয়তম দরশনে ভাসে সুখ-সরে॥

প্রণয়ীযুগলে করে প্রেম-আলাপন,
অন্তরালে থাকি তুমি কর প্রতিধ্বনি।
হইয়া চকিতাপ্রায় তব স্বর শুনি,
বিস্ময়ে প্রেমিকদ্বয় করে পলায়ন॥

একি রীতি হেরি তব? একি অভিনয়?
সকল মানব সহ কর পরিহাস।
সুখী দুঃখী সকলেরে কর উপহাস,
চপলতাভরা তব কোমল হৃদয়॥

রহ সদা নির্জ্জনেতে পর্ব্বতবাসিনী।
নিস্তব্ধতা প্রিয় তব জানিলো সুভগে!

সাজি

পূরিত পরাণ যার প্রেম-অনুরাগে,
তুমিই তাহার আসি হওলো সঙ্গিনী ॥

পাইয়া এ অভাগীর দুঃখের বারতা,
ত্যজি নিজ বাসস্থান এসেছ হেথায় ।
বিষাদ আঁধার ঘেরা মম এ হিয়ায়,
আসিয়াছ প্রিয় সখি ! লয়ে সমব্যাথা ॥

বিগত সে অতীতের সুখের কাহিনী,
দিবানিশি মম প্রাণে গাহ অবিরত ।
অন্তরের অন্তস্তলে বাজিতেছে কত,
তোমার করুণ স্বর বিষাদ-রাগিণী ॥

প্রতিক্ষণে প্রতিপলে করাও স্মরণ,
প্রাণেশের সুধাবাণী আমার শ্রবণে ।
হৃদয়ে রহিয়া সদা কহিছ গোপনে,
প্রাণেশের প্রীতিভরা প্রেম-আলাপন ॥

দুঃখ-অন্ধকারময় মম এ হৃদয়,
হরষের আলোকের নাহি সমাগম ।
নাহি তথা সুখ-লেশ নহে মনোরম,
স্থিরভাবে এ পরাণ নীরবেতে রয় ॥

পাষাণ সমান হৃদি হয়েছে এখন,
নিশ্চল কামনাহীন রহে জড়প্রায়।
বাসনাবর্জ্জিত এই কঠিন হিয়ায়,
যোগ্য স্থান ভাবি মনে কর বিচরণ॥

হৃদয়ের পূজা।

এস প্রাণসখা! দাও মোরে দেখা,
এস হে হৃদয় মাঝে।
মুখে মৃদু হাসি, করুণা প্রকাশি,
ললিত মোহন সাজে॥
করিয়া যতন, পেতেছি আসন,
আমার হৃদয় খানি।
পূজিব তোমারে, কোন্ উপচারে,
তব অনুরূপ জানি॥
মানস-কুসুম, ওহে প্রিয়তম,
ভরিয়া হৃদয়-সাজি।
নয়ন-আসারে, প্রীতি-প্রেম-ধারে,
পূজিব তোমারে আজি॥

সাজি

পূজিব তোমায়, ওহে প্রাণময় !
পরাব প্রণয়-মালা।
তাপিত এ মন, জুড়াবে তখন,
ঘুচিবে হৃদয়-জ্বালা ॥
তোমার প্রেমের, ধারা অমৃতের,
মাখাইব তব কায়।
তোমা ছাড়া আর জগত মাঝার
কিছু যে নাহিক হায় !
তোমার প্রণয়ে, রয়েছে ভরিয়ে,
আমার হৃদয় নাথ !
মানস-মুকুরে, রহে স্তরে স্তরে,
তব রূপ প্রতিভাত ॥
ভালবাসা তব, বেশে অভিনব,
মাতাইয়া মন প্রাণ।
কি মোহ মদিরা, ও প্রেমের ধারা,
তুলে গো মধুর তান ॥
বিভোরা বিবশা, প্রণয়ের নেশা,
আকুল উদ্‌ভ্রান্ত মন।
আবেশে হৃদয়, উচ্ছাসিত হয়,
তব প্রেমে অনুক্ষণ ॥

সাজি

তব প্রেমে ভোর, ওহে চিত্তচোর !
হরিয়াছ প্রাণ মম।
যত উপচার, সকলি তোমার,
জানত হে প্রিয়তম !
তব প্রেম-বারি, এ দেহে আমারি,
জাগায় শকতি প্রাণে।
তোমারি যে আমি, হে হৃদয়-স্বামী,
পূজি প্রেম-উপাদানে ॥
আকুল হইয়ে, রহি পথ চেয়ে,
তোমার আসার আশে।
উন্মত্ত এ মন, চাহে অনুক্ষণ,
যাইতে তোমার পাশে ॥
অশান্ত হৃদয়, শান্ত স্নিগ্ধময়,
হবে তব পরশনে।
জীবনের পারে, হেরিয়া তোমারে,
স্থান লব ও চরণে ॥

———

চিন্তা সঙ্গিনী।

এস চিন্তা! এস তুমি সঙ্গিনী আমার।
অকপটে তব কাছে খুলি মন-দ্বার॥
নাহি সঙ্গ সঙ্গিহারা, হয়েছি পাগলপারা,
নিঃসঙ্গ এ মরুভূমি জীবন আমার।
তব সহবাস-সঙ্গ চাহি অনিবার॥

চিন্তাপূর্ণ এ হৃদয় হে মর্ত্ত্য-বাসিনী।
তব যোগ্য বাসস্থান এই হৃদি খানি॥
দারুণ চিন্তার রাশি, মিশিয়াছে প্রাণে আসি,
নিরজনে আলাপন করিব সজনী।
তুমিই আমার প্রিয় হৃদিবিহারিণী॥

থাকিয়া হৃদয় মাঝে তুলিছ লহর।
ক্ষণে ক্ষণে উঠে তাই কাঁপিয়া অন্তর॥
নাহিক ক্ষীণতা হ্রাস, অভিনব পরকাশ,
প্রবল তোমার স্রোত বহে খরতর।
আধিপত্য কর প্রাণে দহ কলেবর॥

ত্যজিয়াছি সংসারের জন-কোলাহল।
তোমার প্রভাবভরা জীবন কেবল ॥
তুমিই রয়েছ ভরে, আর কিছু নাহি ঘেরে,
তোমাতেই সম্মিলিত রহি অবিরল।
চিন্তাই হয়েছে মম জীবন-সম্বল ॥

এস চিন্তা ! এস মম অতীত কাহিনী।
কহ সে সুখের কথা ললিত রাগিণী ॥
হৃদয়-পরতে মাখা, তোমার কিরণ-রেখা,
আজীবন মম প্রাণে রবে সুবদনী।
নাথের চিন্তায় রব দিবস রজনী ॥

তোমার প্রবল স্রোতে ভাসাইয়া কায়।
চলিব জীবন ব্যাপি আমি যে গো হায় ॥
নাহি বেলা নাহি কূল, এ চিন্তার সমতুল,
সতত ভাসিয়া রব এ চিন্তা-ধারায়।
চিন্তামগ্না রব আমি তাহারি আশায় ॥

সেই চিন্তা লয়ে হৃদে যাপিব জীবন।
পরপারে পাব সেই বাঞ্ছিত রতন ॥

বাঁধিয়া চিন্তার তারে, চিন্তিব সে চিত্তচোরে,
তাহারি চিন্তায় মগ্ন রব সর্ব্বক্ষণ।
এ চিন্তা পলাবে দূরে হইলে মিলন॥

প্রাণের পাখী।

কোথা সে প্রাণের পাখী পালাল পাগল করে।
রেখেছিনু যতনেতে মম এ হৃদি-পিঞ্জরে॥
হৃদি-বৃক্ষে দিয়ে বাসা, করেছিনু মনে আশা,
মিটাব প্রণয়-তৃষা প্রেম-বারি দিয়ে তারে।
প্রেমের শৃঙ্খলে যে গো বেঁধেছিনু চিরতরে॥

ভুলাইল কেবা তারে কোন মন্ত্রবলে?
কেমনে কাটিল প্রেম-বন্ধন-শৃঙ্খল?
সুমধুর প্রেমফল, সুবাসিত প্রেমজল,
দিয়াছিনু অবিরল তাহার চরণে ঢেলে।
তুচ্ছ করি দূরে ফেলি চলি গেল অবহেলে!

হৃদয়-পিঞ্জরে আমি সতত তাহায়।
রেখেছিনু সোহাগেতে নিভৃত ছায়ায়॥
কোন জ্বালা অশান্তির, নাহি ছিল সে পাখীর,
সতত তুষেছি তারে প্রেম-সাধনায়।
কেন সে উড়িয়া গেল কোন্ বাসনায়?

জীবন-লতা-বিতানে রহিয়া গোপনে।
ললিত কাকলী করি ভুলাইত মনে॥
উড়িত না নড়িত না, মোরে ভুলি রহিত না,
কোন ছল জানিত না ছিল নিরজনে।
ভাঙ্গিয়া পিঞ্জরখানি উড়িল কেমনে?

মুক্ত আকাশের তলে উড়িবার সাধ।
আর না সাধিল প্রীতি এই প্রেম-ফাঁদ॥
নির্ম্মল গগন-গায়, মিশাইয়া দিল কায়,
দুঃখময় এ ধরায় গণি পরমাদ।
পালাল প্রাণের পাখী দিয়ে অবসাদ॥

আবদ্ধ থাকিতে আর হৃদয়-কারায়।
না হইল সাধ তার না রহিল হায়!

চূর্ণ করি এ পিঞ্জরে, মিশাইল নভস্তরে,
স্বাধীন মলয় যথা ধীরে বয়ে যায়।
ধরার কলুষ বায়ু না রহে যথায় ॥

অনন্ত বিমানোপরে হইয়াছে বাসা।
নাহি মনে প্রেমরাগ প্রণয়ের তৃষা ॥
প্রেমের নিগড়ে মন, আবদ্ধ নহে এখন,
তুচ্ছ ভাবে এ ভুবন তুচ্ছ ভালবাসা।
মুক্ত সে গগন মাঝে রহিবারে আশা ॥

প্রেমের পিঞ্জরে সাধ নাহিক যে আর।
নন্দন কাননে স্থান হয়েছে তাহার ॥
সুমধুর সেই স্বরে, গগন পূরিত করে,
সে সুরবে মুখরিত স্থান অমরার।
বিমুগ্ধ অমরাবাসী কলকণ্ঠে তার ॥

খুঁজি আমি নিশিদিন উন্মনা হইয়ে।
আমার প্রাণের পাখী গিয়াছে উড়িয়ে ॥
সোহাগ-প্রণয়-হারে, বাঁধিতে নারিনু তারে,
উড়িল অকালে হায় শিকল কাটিয়ে।
জীবনের পরপারে লইব খুঁজিয়ে ॥

চক্রবাক-বধূ ।

ওগো চক্রবাকবধূ ! নদীর ও পারে ।
রহিয়াছে নাথ তব ছাড়িয়া তোমারে ॥
বিপরীত পরপারে তুমি কেন থাকি ।
কাটাও যামিনী সারা প্রাণনাথে ডাকি ?
যামিনীতে এ বিরহ বিধির বিধানে ।
মিলিবে প্রভাতে পুনঃ সুখের মিলনে ॥
সারাটি রজনী তুমি নাথের লাগিয়া ।
বিরহেতে যাপ নিশি কাতর হইয়া ॥
নাহি কি যাইতে পার লঙ্ঘিয়া এ নদী ?
কেন এ যাতনা প্রাণে সহ নিরবধি ?
হইয়াছে কেন এই দারুণ বিধান—
নিশিতে তোমারে ছাড়ি রহে অন্য স্থান ?
দুঃসহ বিরহ-জ্বালা হৃদয়ে তোমার ।
প্রতি রজনীতে দুঃখ দেয় অনিবার ॥
বিগত হইলে পুনঃ বিষাদ-শর্ব্বরী ।
ভাসিবে হরষনীরে প্রাণকান্তে হেরি ॥

সাজি

জীবনের পর পারে মম প্রাণাধার।
করিতেছে সতত যে প্রতীক্ষা আমার॥
আমি এ আকুল প্রাণে রহি এই পারে।
সতত যাইতে চাহি লঙ্ঘি পারাবারে॥
প্রবল তরঙ্গময় ভীষণ তুফান।
রহিয়াছে নিয়তির নদী ব্যবধান॥
নাহি পারি লঙ্ঘিবারে করি প্রাণপণ।
তীরে বসি কাটাইব এ সারা জীবন॥
প্রভাতিলে বিরহের এ কাল রজনী।
মিলন দিবসে পুনঃ হাসিবে ধরণী॥
বিরহের তাপময় দারুণ নিশায়।
জ্বলিবে না আর প্রাণ বিরহ-জ্বালায়॥
আলোকিত হবে এই আঁধার হৃদয়।
জীবনান্তে হেরিব সে মম প্রাণময়॥
দীর্ঘ এই দুঃখ-নিশি হায় কতদিনে।
প্রভাতিবে বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধানে॥
মধুর মিলনে তবে হইয়া মিলিত।
প্রেমালোকে প্রাণ মম হবে বিভাসিত॥
গিয়া সেই পর পার মিলনের স্থান।
রব যুগযুগান্তর করি অবস্থান॥

মরীচিকা।

দিবস রজনী কত ধীরে ধীরে চলি যায়।
মরীচিকা কুহেলিকা মাখিয়া হৃদয় হায়॥
বহিতেছি জীবনেতে কত বোঝা নিরাশার।
কভু কুহকিনী আশা প্রকাশে প্রভাব তার॥
কি জানি যে কোন্ পথে চলেছি আপন মনে।
উন্মত্ত অধীর হয়ে ভাবি আশা-প্রলোভনে॥
কি জানি কি আশে সদা ধাইতেছে প্রাণ মোর।
হৃদয়েতে মরীচিকা নয়নে তামসী ঘোর॥
মিটিল না মন-সাধ দহে বহ্নি আকাঙ্ক্ষার।
আকুল উদ্‌ভ্রান্ত প্রাণে ছুটিতেছি অনিবার॥
জানি না যে কিবা আশে এখন বসিয়া রই।
কিবা যাদুমন্ত্র-বলে এ যাতনা প্রাণে সই॥
পাগলিনী মত ধাই ছুটে কল্পনার কোলে।
আশা মরীচিকা মোরে তুষে যে মধুর বোলে॥
সুধাইনু কাতরেতে কহ মাগো অভাগীরে।
কোথায় পাইব বল মম প্রিয় প্রাণেশ্বরে?

সাজি

ত্যজিব কি ছার প্রাণ ধরিতে না পারি আর।
নিরাশা-অনলে হৃদি হইতেছে ছারখার ॥
আকাঙ্ক্ষার শতবহ্নি জ্বলিতেছে জ্বালাময়।
আশার সহস্র ছবি গোপনে হৃদয়ে রয় ॥
প্রশমিতে নাহি পারি হৃদয়-যাতনা মোর।
নিবারিত নাহি হয় মম এ নয়ন-লোর ॥
কহ মাগো পূরিবে কি এ মম হৃদয়-আশ ?
অথবা এ চির দুঃখে করিব গো বসবাস ॥
আঁধারে ভ্রমিব আমি বহি এ জীবন ভার।
হতাশ্বাস জীবনেতে করিব কি হাহাকার ॥
কহিল আশ্বাস বাণী মরীচিকা আশা মোরে—
"আশার নিবৃত্তি আছে জীবনের পর পারে ॥
নিশ্চিতের বাস যথা নাহি অনিশ্চিত আশ।
অনিশ্চিত চাহে যেবা ঘটে তার হা হুতাশ ॥
মোহেতে মজিয়া হায় বেড়াওনা ছুটে ছুটে।
আঁধার এ দীর্ঘ পথে মরিবে কণ্টক ফুটে ॥
প্রতীক্ষায় রহ বসি যাপ দিন গণনায়।
কাটাও জীবন তব সেই প্রিয় সাধনায় ॥
আছে দুঃখ শেষে সুখ এই জানি চিরদিন।
নিরাশায় সুখ স্মৃতি, হয় নিশি শেষে দিন ॥

নদীতে তরঙ্গ বহে রহে হৃদয়ে উদাস।
সঙ্গীতে পরাণ ভরা তাহে স্নেহের বাতাস॥
উথলি বাহিয়া যায় যবে দুঃখের লহর।
সুখস্রোত বাধা আসি দেয় দেখা তদুপর॥
দুঃখের নিশ্বাস আছে হাসি রহে হরষের।
অনাদর অপমান কত সোহাগ স্নেহের॥
বিরহের দুঃখ বিঁধে প্রাণে কণ্টক সমান।
মিলন-সুধার স্রোতে পুনঃ হয় ভাসমান॥
নীরবতা রহে ঘিরে যে গো সুদূর প্রবাস।
সাহারার মরু আছে, কাননে ফুল বিকাশ॥
জলন্ত শ্মশান আছে, আছে সুকোমল প্রাণ।
শোকের সঙ্গীত উঠে প্রাণে গাহে বিহঙ্গ যে গান॥
রবি শশী তারা রহে হেরি নীলাকাশ ঘেরা।
অমার আঁধার শেষে পুনঃ জোছনার ধারা॥
হতাশ্বাস দীর্ঘশ্বাস প্রাণে ভীষণ নিরাশা।
প্রীতি প্রেম ভালবাসা রহে ভবিষ্যৎ আশা॥
আছে নিদ্রা জাগরণ সুপ্তি বিস্মৃতি স্বপন।
অনন্ত আকাশ মাঝে প্রাণ করে বিচরণ॥
কভু নিরাশার আঘাতেতে প্রাণ বিদলিত।
মুক্ত সে গগনতলে হয় আশা অঙ্কুরিত॥

সাধনায় সিদ্ধ হয় জানি মনের বাসনা।
স্থিরচিত্তে সদা কর সেই দেবের সাধনা॥
পাইবে সে পর পারে অভীষ্ট দেবতা।"
নিরবিল আশা, পুনঃ ব্যাপে প্রাণে নীরবতা॥

হৃদয় হইতে গেছে।

হৃদয় হইতে গেছে প্রণয়ের নেশা ঘোর।
কেন নাহি যায় চলে প্রাণের পিপাসা মোর ?
যাক্ যাক্ দূরে যাক্ প্রেম-সুখ-সাধ-আশ।
ঘিরুক প্রাণেতে মম বিষাদের উপহাস॥
নিরাশার অনলেতে হৃদয় হউক ছাই।
জলন্ত চিতার যে গো হৃদয়ে হয়েছে ঠাঁই॥
শ্মশানের বিভীষিকা আয়রে প্রাণেতে আয়।
নীরবের নিঝুমতা যেন রহে ভরা তায়॥
ডাকুক সে শিবাদল মণ্ডলী করিয়া সব।
বিস্মৃতি আসুক প্রাণে নাহি রহে অনুভব॥

দূরে যারে যত ছিল প্রকৃতির আয়োজন।
জীবন্তে মৃতের সম হউক মম জীবন ॥
শকুনী গৃধিনীগণ উড়ুক ঘিরি আমায়।
শ্মশানের চিতা ভস্ম মাখাইয়া দিয়া গায় ॥
সঞ্জীবনী মন্ত্র সম আয়রে শুভ মরণ।
সুকোমল পদ্মহস্ত করি অঙ্গে সঞ্চালন ॥
মৃত্যুতে জীবন লভি চলি যাব সেই স্থান।
প্রাণের দেবতা মম করে যথা অবস্থান ॥
ধরণী জননী মাগো! আমারে দেহ বিদায়।
নিয়তি-নিগড়ে আর বেঁধনা মা তনয়ায় ॥
হে প্রকৃতি খুলে নে মা এ দৃঢ় শৃঙ্খল তোর।
বাঁধিবারে আর নাহি পারিবে এ মায়া-ডোর ॥
ছেড়ে দে মা অভাগীরে মন-সাধে উড়ে যাই।
আশ্রয় তরুতে গিয়া বাসা বাঁধিবারে চাই ॥
কি হবে রাখিয়া আর আমারে জগৎ মাঝ।
অভাগীর এই প্রাণে নাহি আর কিছু কাজ ॥
দ্বিধা হও বসুন্ধরে! তব ক্রোড়ে দাও স্থান।
কোন্ কাজ হবে আর আমা হতে সমাধান?
শুভ্র এ জগত মাঝে লয়ে এ কালীমা-ভার।
বহিতে না পারি মাগো! রহিতে না পারি আর ॥

খুলে দাও পিঞ্জরের আবদ্ধ এ লৌহ-দ্বার।
যাইবারে সাধ মনে জীবনের পর পার ॥
শব সম দেহ মম রহিয়াছে এ ধরায়।
চলি গেছে প্রাণ যে গো সুদূর বিমানে হায় ॥
যাইতে বাসনা মনে বাঞ্ছনীয় সে নগর।
হৃদয়-দেবতা মম বেঁধেছেন যেথা ঘর ॥
উজলি অমর-পুরী স্নিগ্ধ সেই রূপ ভায়।
মুখরিত হয় সদা সেই গুণ গরিমায় ॥
রয়েছেন অপেক্ষায় আমা লাগি প্রাণেশ্বর।
গিয়া সেই সুখধামে মিলন হবে সত্বর ॥

এসহে প্রভু।

নাথ, কোথা আছ হে ডাকিছে দাসী তব
এস হে প্রভু হৃদি মাঝারে
আহা, কেন দূরে দূরে রয়েছ প্রাণধব
রাখিয়া একাকী আমারে ॥

আমি, ডাকিতেছি নাথ হয়ে উন্মাদিনী
ব্যাকুল হইয়া কাতরে।
কত, খুঁজিতেছি আমি দিবস রজনী
আকুল নয়নে তোমারে ॥
ওহে, তোমাছাড়া আর কিছু যে চাহি না
আমি এ অসীম সংসারে।
তুমি, সাড়া কি দিবে না ফিরে কি চাবে না
পাষাণে বেঁধেছ অন্তরে?
সখা, চিরসাথী তুমি জীবনে মরণে
জীবনের মরু-প্রান্তরে।
কিবা, আশার কল্পনা নিরাশা ছলনে
নন্দনে, জগত মাঝারে ॥
হায়, পথ যে চিনি না, কিছু যে জানি না
নিকটেতে কিবা সুদূরে।
মোরে, দিও স্থান পদে করিয়া করুণা
পর পারে তব দাসীরে ॥

কে তুমি গো ওই ?

কে তুমি গো ওই নীরবে আসিয়া,
রয়েছ আমার হৃদয় ব্যাপিয়া,
চিনেছি তোমারে নিদয় বঁধূয়া,
লুকোচুরি খেলা গোপনে।

ক্ষণে দেখা দাও হৃদয়েতে আসি,
আঁখি পালটিলে পালাও যে হাসি,
অন্তরেতে মম রহ দিবানিশি,
দেখিতে না পাই নয়নে ॥

সতত রয়েছ হৃদয়-নিলয়ে,
পাতিয়া আসন রাজিছ হৃদয়ে,
তব রূপ মম মানসে ছড়ায়ে,
শোভিছ হৃদয়-দর্পণে।

ধরা দাও যেগো খেলিতে আসিয়া,
ধরা দিই নিজে ধরিতে যাইয়া,
আপনার ফাঁদে আপনি পড়িয়া,
রহি যে সে প্রেম-বন্ধনে ॥

আশার কুহকে ভুলি অনিবার,
আশা গাহে গান শ্রবনে আমার,
কুহকিনী আশা কহে বার বার,
পাইবে হৃদয়-রতনে।

হৃদয়েতে তব মোহন মূরতি,
প্রতিভাত যে গো হয় দিবারাতি,
মানসমন্দিরে পূজি প্রাণপতি,
সতত তোমারে যতনে ॥

গোপনেতে কিবা হয়ে প্রকাশিত,
আধিপত্য প্রাণে কর অবিরত,
তোমারি প্রণয়ে এ প্রাণ পূরিত,
ভুলিব তোমারে কেমনে ?

নিশিদিন আমি হৃদয়-আগারে,
সুপ্তি জাগরণে কিম্বা হাহাকারে,
হেরি প্রিয়তম মানস-মাঝারে,
তোমারে শয়নে স্বপনে ॥

রহিয়াছ মন ওহে চিত্তচোর,
তুমিই সকলি এ জীবনে মোর.
তোমারি সাধনে রহিব যে ভোর,
জীবনে অথবা মরণে।

অমর-নগরে রহিয়াছ তুমি,
তুচ্ছ করি নাথ এই মর্ত্ত্যভূমি,
মিলিব তথায় হে প্রাণের স্বামী,
মধুর সে চিরমিলনে॥

এস অশ্রুরাশি।

এস এস নয়নেতে এস অশ্রুরাশি।
আমার সঙ্গিনী তুমি কত ভালবাসি॥
আরাধ্য দেবেরে মম পূজা করিবারে।
তোমাসম উপচার নাহিক সংসারে॥
শুভ্র বাস পরিয়াছি পবিত্র জানিয়া।
বলয় কঙ্কন দূরে দিয়াছি ফেলিয়া॥

চিকুরবিহীন শির পূত ভাবি মনে।
করি এ বৈধব্য ব্রত সদা প্রাণপণে॥
সকল হইতে পূত তুমি অশ্রুবারি।
সাধনার শ্রেষ্ঠ দ্রব্য তোরে মনে করি॥
করিয়াছি পূজা আমি মম প্রাণাধারে।
হৃদয়ের প্রীতি-পদ্মদল উপহারে॥
গাঁথিয়াছি ফুলহার প্রণয়-কুসুমে।
সাজায়েছি মনোমত মম প্রিয়তমে॥
পূজিতে আরাধ্য দেবে করিয়া যতন।
করেছিনু হৃদয়ের কুসুম চয়ন॥
প্রীতি প্রেম ভালবাসা অনন্ত উচ্ছ্বাস।
চরণে দিয়াছি ঢেলে কত রাশ রাশ॥
অনুরাগ সোহাগের প্রীতি সম্ভাষণ।
করিয়াছি দিবানিশি কত আয়োজন॥
কামনা বাসনা কত লয়ে উপচার।
পরিপূর্ণ হৃদয়ের প্রেম-পারাবার॥
প্রণয়ের উচ্ছ্বাসের সহস্র লহর।
প্লাবিত যে করিয়াছি নাথে নিরন্তর॥
ঢালিয়াছি অবিরত প্রণয়ের বারি।
অদম্য হৃদয়-বেগ রোধিবারে নারি॥

মধ্যে তার তীক্ষ্ণধার প্রবল কামনা।
ছিল সুখ সাধ কত সুখের কল্পনা॥
বাসনার শত বহ্নি শত আশা-রেখা।
জ্বলন্ত অক্ষরে যেগো ছিল তাহে লেখা॥
সাধনার যোগ্য বস্তু নহে সে সকল।
পবিত্র এ পূতবারি তুমি অশ্রুজল॥
নীরবে তোমারে লয়ে সতত যে হায়!
মানস-মন্দিরে পূজি হৃদি-দেবতায়॥
উদ্দেশে এখন আমি করিব পূজন।
অশ্রুজলে ধৌত করি নাথের চরণ॥
হয়েছে হৃদয় মম বাসনাবিহীন।
কালের করাল গর্ভে হয়েছে বিলীন॥
যতদিন রবে এই জীবন আমার।
তুমিই আমার চিরপ্রিয় অশ্রুধার॥

প্রেমাঞ্জলি ।

শুষ্কহৃদে শূন্যপ্রাণে আর অশ্রুজলে ।
নীরবে তোমার পূজা করিগো বিরলে ॥
কিন্তু এই শূন্যতায় পূজা ভাল নয় ।
প্রেমের আকর তুমি ওহে প্রেমময় ॥
প্রিয়তম প্রেমাঞ্জলি দিব ও চরণে ।
সোহাগ-চন্দন তাহে মাখায়ে যতনে ॥
তোমা বিনা আর কারে দিব প্রাণাধার !
তোমারি প্রণয় তুমি লহ উপহার ॥
পূজা লইবারে যথা আসেন ঈশ্বর ।
সেই মত নিকটেতে আসি প্রাণেশ্বর !
লহ এই প্রেমাঞ্জলি মূর্ত্তিমান্ হয়ে ।
উজ্জ্বল পবিত্র তুমি সৌম্যরূপ লয়ে ॥
নাহি সাধ পূজিবারে জগত-ঈশ্বর ।
তোমারে পূজিব আমি যুগযুগান্তর ॥
প্রাণেশ্বর প্রাণাধিক্ হৃদয়ের রাজা ।
লহ মম প্রেমাঞ্জলি এই প্রেম-পূজা ॥

সাজি

এই যে এসেছ হৃদে ডাকিতে এখনি।
প্রেমভরা প্রাণ তব জানি গুণমণি ॥
ডাকিলে এ অভাগিনী রহিবে কোথায় ?
চিরদিন তুষ্ট তুমি মম সাধনায় ॥
সেই যে ভরসা আছে এ জীবনে মোর।
ভিজাবে হৃদয় তব এ নয়ন-লোর ॥
হে বিভু জগতপতি জানি না তোমারে।
পূজিব হৃদয়ে মম প্রিয় প্রাণেশ্বরে ॥
প্রেমভরা সেই আঁখি সেই প্রেমানন।
এই যে হৃদয়ে আমি করি দরশন ॥
বাসনা নাহিক মম পূজিতে বিভুরে।
সতত তোমার পূজা করি প্রাণভরে ॥
এস নাথ সব ত্যজি এস প্রিয়তম !
পূজিব তোমায় আমি ইষ্টদেব মম ॥
ত্রুটি যাহা হয়ে গেছে বিগত পূজায়।
এখন সে ক্ষোভ আর রাখিব না হায় ॥
আজীবন ও মূরতি আঁকিয়া মানসে।
প্রেমের কুসুম-মালা দিব গলদেশে ॥
হৃদয়-উত্থান মম কভু না শুকাবে।
পূজিতে তোমারে সদা ফুটিয়া রহিবে ॥

তুলিব আবেগভরে ভরিয়া অঞ্জলি।
করিব সাধনা আমি দিব প্রেমাঞ্জলি॥
হৃদয়-সমুদ্র হতে প্রীতি-বারি লয়ে।
ঢালিব প্রণয়-মূলে স্থিরচিত্ত হয়ে॥
দিবানিশি পূজা করি মম প্রাণপতি।
আরাধ্য দেবতা সেই জীবনের গতি॥
ইহাতে তোমার স্থান নাহি দয়াময়।
তোমার প্রণয়ে ভরা নহে এ হৃদয়॥
হৃদিপদ্মে সমাসীন না করি তোমারে।
নাহি দিই প্রেমাঞ্জলি অনুরাগভরে॥
না ভাবি তোমারে কভু করি একাগ্রতা।
তোমার সেবায় মন নহে অনুরতা॥
এ মূর্ত্তি অন্তর করি হৃদয় হইতে।
হে বিভো! তোমারে আমি না পারি পূজিতে॥
না পারি ভাবিতে কভু তোমার চরণ।
অধিকৃত করি নাথ হৃদি সিংহাসন॥
অনুক্ষণ অধিষ্ঠিত প্রাণেশ তথায়।
আলোকিত হৃদি মম সে উজ্জ্বল ভায়॥
হে নাথ! অনাথ-নাথ ক্ষম অভাগীরে।
স্থিরচিত্তে পারিব না তোমা ভজিবারে॥

যত দিন দেহে মম রহিবেক প্রাণ।
কিম্বা এ জীবন-লীলা হবে অবসান॥
প্রেমাঞ্জলি লয়ে করে প্রদানিব তায়।
আমার হৃদয় সদা যে দেবতা চায়॥

নিরাশা।

নিরাশা! দহিছ বটে মম অন্তস্তল।
দিবানিশি ও অনলে হায় অবিরল॥
প্রেমের এ স্বর্ণময় সুপবিত্র স্থানে।
দহিতে বাসনা সত্য আমার পরাণে॥
কিন্তু তাহা পারিবে না করিতে অঙ্গার
হৈম মূর্ত্তি বিরাজিত তাহে অনিবার॥
করিও না ভ্রমবশে কভু তুমি মনে।
করিবে এ হৃদি ভস্ম তব শিখাগুনে॥
দহিয়া এ চিত্ত মোর করিবে শ্মশান।
সে উজ্জ্বল হৈম মূর্ত্তি করিবেক ম্লান॥

জান না কি অনলেতে সুবর্ণের প্রভা।
বিশুদ্ধ হইয়া হয় শতগুণ শোভা॥
দূর কর্ রে নিরাশা দূর কর্ ভ্রম।
নিরাশা-অনলে ছাই নাহি হবে মম॥
আশা রসায়নে হয়ে মার্জ্জিত হৃদয়।
প্রণয় সুবর্ণ রশ্মি করে আলোময়॥
সুবর্ণমণ্ডিত এই মানস-আসন।
হৈমময় প্রেমমূর্ত্তি তাহে সুশোভন॥
প্রণয়ের রশ্মি হেথা ভাতে অনুক্ষণ।
প্রেম স্বর্ণ উপাদানে হয় বিরচন॥
দেখ কি অঙ্কিত রহে সুবর্ণ অক্ষরে।
সুবর্ণ এ খনি মাঝে প্রতি স্তরেস্তরে॥
হেথা কি দহিতে তুমি পারিবে নিরাশা।
উজ্জ্বল আলোকে হেরি, ভবিষ্যৎ আশা॥
জ্বালায়েছ হৃদয়েতে বহ্নি নিরাশার।
আশারে দহিতে চাহ করি ছারখার॥
সফল না হবে তব মনের বাসনা।
অঙ্গারে করিতে পূর্ণ হৃদয় পার না॥
যথায় পবিত্র মূর্ত্তি রহে বিরাজিত।
কি সাধ্য করিতে তাহা ভস্মে পরিণত॥

বিশুদ্ধ হইয়া এই অনল পরশে।
উজ্জ্বল সুবর্ণ ভাতি মম এ মানসে ॥
সুবিস্তৃত রহিবেক স্বর্ণ-সিংহাসন।
আরাধিতে সেই মম বাঞ্ছিত রতন ॥
দিবানিশি নিরাশার অনল পরশে।
পবিত্র সে স্নিগ্ধ জ্যোতি সতত বিকাশে ॥
প্রণয়ের লীলাভূমি স্বর্ণবিমণ্ডিত।
প্রেমময় প্রিয়তম তাহে অধিষ্ঠিত ॥
আজীবন মম হৃদে হ'য়ে অধিষ্ঠান।
স্বর্ণ-রেখা প্রেম-রশ্মি করিয়া প্রদান ॥
আশার অঙ্কুর হৃদে হয় অঙ্কুরিত।
পরপারে নাথ সহ হইব মিলিত ॥

কোথায় ?

গিয়াছ কোথায়, মম প্রাণময়,
পাব না কি হায় তোমারে আর ?
দেহান্তে কি পাব, ওহে প্রাণধব,
সেই আশে রব হে প্রাণাধার !

বাসনা একান্ত, হইলে দেহান্ত,
ওহে প্রাণকান্ত তোমার সহ।
বিরহ দূরিত, করিয়া মিলিত,
হব উপনীত ডাকিয়া লহ ॥
সুধাইব কায়, কে কবে আমায়,
নাহি জানি হায় কি করি আমি।
কি করিলে পুন, পাব সে রতন,
সাধনার ধন প্রাণের স্বামী ॥
বল বল মোরে, সুধাই তোমারে,
এ জীবন-পারে লইবে ডাকি।
করি ছল আর, ওহে প্রাণাধার,
পরপারে আর দিও না ফাঁকি ॥
সেই উচ্চ স্থানে, সুদূর বিমানে,
মোর কথা প্রাণে না রহে আর।
মম স্মৃতি ছায়া, এই প্রীতি মায়া,
স্মরি প্রিয় জায়া প্রণয় তার ॥
নহে কিগো মন, হয় উচাটন,
বিরহ-বেদন জ্ঞান না হয়।
এত ভালবাসা, এত প্রেম-আশা,
সে হৃদয়ে বাসা আর না লয় ॥

সাজি

করিয়া চাতুরী, গেছ ত্বরা করি,
মর্ত্ত্য পরিহরি অমর-ধাম।
না হ'তে সময়, চলি গেছ হায়,
ভুলিয়া আমায় হইয়া বাম॥
করি অযতন, হবে বিস্মরণ,
হৃদয়ে কখন সবে না মম।
এত অনাদরে, কেন রাখ দূরে,
ভুলিয়াছ মোরে হে প্রিয়তম!
কত অনুনয়, করি গো বিনয়,
যাইবারে হায় তোমার পাশে।
ব্যাকুলিত প্রাণ, শুনিতে আহ্বান,
এখনও মান ঘনায়ে আসে॥
শুন প্রাণ-প্রভু, না ডাকিলে কভু,
যাইব না তবু দুঃখিনী বলি।
না সহে অন্তর, তব অনাদর,
দুঃখ স্তরে স্তর রহে কেবলি॥
আদর সোহাগে, কত অনুরাগে
প্রণয়ের রাগে ভরিয়া প্রাণ।
প্রেমের উচ্ছ্বাস, হইবে বিকাশ,
উঠিবে হৃদয়ে মধুর তান॥

যদি কৃপা করে, নাহি ডাক মোরে,
রব দূরে দূরে সতত আমি।
দূরেতে রহিয়া, তোমারে স্মরিয়া,
তোমারে ভজিয়া প্রাণের স্বামী॥
তোমারি কামনা, তোমারি বাসনা,
তোমারি ভাবনা করেছি সার।
তোমারি সাধনা, তোমারি ভজনা,
যাইতে চাহি না মরণ-পার॥
পাব কি না পাব, কোথায় বা যাব,
এ প্রণয় তব কেমনে ত্যজি।
ও প্রেম মদিরা, করেছে অধীরা,
রহিয়াছি সারা জীবন মজি॥
যদি নাহি পাই, দেহান্ত না চাই,
কেন বা হারাই এ প্রেম-সুখ।
তোমারে স্মরিয়ে, জগত ভুলিয়ে,
পাশরি হৃদয়ে সকল দুঃখ॥
তব প্রেম-আশ, তোমার আবাস,
তব বসবাস হৃদয়ে মম।
ক্রমে দিন দিন, হইব বিলীন,
ভাবি নিশিদিন হে প্রিয়তম!

তোমারি এ দেহ, তোমারি বিরহ,
ত্যজিতে আমার নাহিক সাধ।
তুমি অকাতরে, ত্যজিয়াছ মোরে,
সাধি চিরতরে দারুণ বাদ ॥
রব চিরদিন, হ'য়ে সমাসীন,
তব প্রেমাজিন পাতিয়া বসি।
রত তব ধ্যানে, রব নিশি দিনে,
রব প্রাণে প্রাণে তোমাতে মিশি ॥
তোমারি চিন্তায়, বহিব এ কায়,
করিব তোমার ভাবনা সার।
তোমারি বিরহ, সহি অহরহ,
বহিব দুঃসহ জীবন-ভার ॥

প্রাণের বোঝা।

বিশাল জগতে কি গো নাহি জুড়াবার স্থান।
যথায় ছুটিয়া যাই জ্বলে এ তাপিত প্রাণ ॥
যেখানে রাখিতে চাই স্তবধ জীবন মোর।
ঘিরে আসি দশদিশি বিষাদ আঁধার ঘোর ॥

সাজি

নিবিড় নীরব এই শূন্যতাভরা হৃদয়।
নাহি রাখিবার ঠাঁই এই পূর্ণ বিশ্বময়॥
বন্দী সম আছে দেহে তুচ্ছ এ ছার জীবন।
অপরাধী রহে যথা লুক্কায়িত অনুক্ষণ॥
বিশাল জগত মাঝে নাহি জুড়াবার ঠাঁই।
লইবে প্রাণের বোঝা হেন জন নাহি পাই॥
বহিতেছি দিবানিশি দুঃখ-বোঝা অনিবার।
সুখ-দুঃখ-সমভাগী নাহি যে জগতে আর॥
জ্বলিতেছি অনুক্ষণ ভীষণ অনলে হায়।
সুশীতল এই জ্বালা নাহি হবে এ ধরায়॥
মরুভূমি এ জীবন ধুধু করে চারি ধার।
আকুল উদ্‌ভ্রান্ত প্রাণে ছুটিতেছি অনিবার॥
কোন তরুছায়া-তলে বিশ্রাম লভিতে চাই।
কাহার আশ্বাস বাণী শুনিলে জুড়ায়ে যাই॥
কোথা সে আশ্রয় তরু ঘনশ্যাম সুশীতল।
স্নিগ্ধ নিরমল উচ্চ শ্রান্তিহরা ছায়াতল॥
কালের কুঠারাঘাতে ছিন্নভিন্ন তরুবর।
বিরহ-আতপ-তাপে দহে প্রাণ নিরন্তর॥
তৃষিত এ শুষ্ক হৃদি আকুলিত পিপাসায়।
সুমিষ্ট সে স্বাদু নীর পান আশে প্রাণ ধায়॥

সাজি

উন্মত্ত অধীর প্রাণে যাপিতেছি নিশিদিন।
অনিশ্চিত এ জীবন-গতি হয় সীমাহীন॥
এই বিশ্ব রম্য দৃশ্য সৃজিত যে বিধাতার।
তাঁহার গঠিত হৃদে কেন এত হাহাকার?
কেন এত আকুলতা তাহাতে ভরিয়া রয়।
প্রকৃতির উপাদান কেন বা হইল লয়॥
আগেকার সঙ্গী যত করিয়াছে পলায়ন।
এ আঁধার কারাগারে নাহি কিছু প্রয়োজন॥
হরষের লীলাভূমি ছিল যবে এ হৃদয়।
রহিত সকলে যে গো প্রীতি-প্রফুল্লিতময়॥
ভুলিয়া গিয়াছে তারা আমার হৃদয় ঘর।
রহিয়া হেথায় যারা সুখী হোত নিরন্তর॥
বিতাড়িত করিতাম রোষভরে যাহাদের।
ত্যজিত না মোরে কভু ছিল সঙ্গী জীবনের॥
অসুজ্ঞাপালিনী হয়ে ছিল সম কিঙ্করির।
যোগাইত উপাদান যত কিছু প্রকৃতির॥
গিয়াছে সকলে চলি একাকিনী রাখি মোরে।
চাপায়েছে দুঃখ-বোঝা এই অভাগীর শিরে॥
শ্রান্ত ক্লান্ত পরিশ্রান্ত অবসন্ন দেহভার।
বহিতে নাহিক শক্তি ধরিতে জীবন আর॥

কোথায় জুড়াব প্রাণ মনে সুধু ভাবি তাই।
নামাব প্রাণের বোঝা খুঁজিতেছি সেই ঠাঁই ॥
জীবনের পরপারে আছে সে নির্দ্দিষ্ট স্থান।
নামাব এ দুঃখ-বোঝা হবে ক্লেশ অবসান ॥
প্রসারিয়া দুই ভূজ লইবে এ দুঃখভার।
সে ভূজবন্ধনে শ্রান্তি ঘুচিবে সব আমার ॥
পরিশ্রান্ত হৃদয়ের ঘুচিবেক অবসাদ।
সুখেতে রহিব তবে নাহি রবে পরমাদ ॥
ছুটিতেছে অবিরাম সেই অভিমুখে মন।
এ জগতে স্থান মম নাহি যে আর এখন ॥
নাহি হেথা সুধাবার আমার দুঃখের কথা।
নাহি হেথা শুনিবার বিষাদ এ দুঃখ-গাথা ॥
নাহি স্থান জুড়াবার দারুণ এ দুখানল।
নাহি পিপাসার বারি সুশীতল নিরমল ॥
না শুনিবে কোন জন করুণ রাগিণী মোর।
না আছে আলোক হেথা সতত আঁধার ঘোর ॥
কে বুঝিবে কত রয় হৃদয়ে দারুণ ব্যথা।
পাশরিব দুঃখ জ্বালা উপনীত হয়ে তথা ॥
লঘু হবে এই বোঝা নাহি রবে দুঃখ-লেশ।
রহিব হরিষ মনে গিয়া সে মিলন-দেশ ॥

সাজি

না ভ্রমিব আর কভু উন্মত্ত অধীর মনে।
সম্মিলিত রব তথা আমার বাঞ্ছিত ধনে ॥
ওহে বিভু দয়াময় কর দুঃখ অবসান।
জীবনের দুঃখ-লীলা কর কভু সমাধান ॥
বিশাল জগতে মম নাহি স্থান রহিবার।
রহিয়াছে সুখ-সৌধ জীবনের পরপার ॥
ত্বরা করি খুলে দাও নিয়তির এ নিগড়।
তথায় লইয়া চল বিনাশিয়া দেহজড় ॥
মিলাইয়া দেহ মোরে মম সেই প্রাণাধার।
এই ভিক্ষা ও চরণে করিতেছি অনিবার ॥
আর কিছু নাহি চাই ওহে বিভু দয়াময়।
চাহি সেই প্রিয়তমে সতত করি বিনয় ॥
লহ সেই জীবনের উদ্দেশ্য চরম স্থল।
নামায়ে প্রাণের বোঝা রব সুখে অবিরল ॥
রহিব একান্ত মনে কোটি যুগযুগান্তর।
আবার রচিব তথা মিলন সুখের ঘর ॥

———

বিরহ-নিশি ।

উঠিয়া বসিয়া, পথ নিরখিয়া,
চমকি চমকি চাই ।
বিগত রজনী, হইল সজনী,
বঁধুয়া আসিল নাই ॥
হয়ে উৎকণ্ঠিতা, বিরহব্যথিতা,
নিশি করি জাগরণ ।
নিশি অবশেষে, আবেগ অলসে,
নাহি এল সেই জন ॥
কোথায় সজনি, কোথা গুণমণি,
আমার হৃদয়চোর ?
আমারে ছলিয়া, গেল পলাইয়া,
সকলি হরিয়া মোর ॥
করিয়া যতন, করিনু চয়ন,
হৃদয় কুসুম সম ।
গাঁথিনু যে মালা, নয়ন উজলা,
সুচিকণ মনোরম ॥

সাজি

শুকাইল মালা, বাড়িল যে জ্বালা,
পোহাল বিরহ-নিশি।
সে অস্ত সাগর, ডুবে শশধর,
উষার আলোকে মিশি ॥
ছিল গো যামিনী, চন্দ্রমাশালিনী,
জ্বালাইতে অভাগীরে।
রজত ধারায়, ভাসায়ে ধরায়,
লুকাইল ধীরে ধীরে ॥
কি সুন্দর রাতি, কি জোছনা ভাতি,
উছলিল কূলে কূলে।
ভাঙ্গা মেঘগুলি, নানা ঢেউ তুলি,
চলেছিল দুলে দুলে ॥
গগনেতে শশী, হাসি মৃদু হাসি,
করে মোরে উপহাস।
বৃথায় জীবন, ধরিলে এখন,
কিছার জীবন-আশ ॥
সজল নয়ন, হৃদয় স্পন্দন,
অবিরত হয় মম।
শিরে হানি কর, কাঁপি থর থর,
না আসিল প্রিয়তম ॥

ফেলিলাম খুলি, ভূষণ সকলি,
ত্যজিনু বলয় দূরে।
আসিল বিরহ, দুর্জ্জয় দুঃসহ,
আমার হৃদয়পুরে॥
ছিঁড়িল সে মালা, যাহা সারাবেলা,
জীবনের ছিল গাঁথা।
ফেলিনু দলিয়া, প্রীতি প্রেম মায়া,
কত যে আশার কথা॥
উদিল অরুণ, ঢুলাইয়া ঘন,
বহিল প্রভাত-বায়।
আছি যার আশে, এ ছার আবাসে,
সে জন এল না হায়!
কোথা সেই নিধি, খুঁজি নিরবধি,
আমার কণ্ঠের হার।
দেহের জীবন, হৃদয়-রতন,
চাহি তারে অনিবার॥
এ বিরহবাসে, পরাণ উদাসে,
না পারি বাঁধিতে মন।
খুঁজিতে তাহারে, বিশ্ব চরাচরে,
ছুটিতেছে অনুক্ষণ॥

বিরহ-নিশিতে,   মম এ হৃদেতে,
পেয়েছিগো যত ব্যথা।
গিয়া তার পাশে,   মিলন-আবাসে,
সুখেতে রহিব তথা॥

কেন উঠে শশধর ?

আবার গগনে পুনঃ কেন উঠে শশধর ?
তারামালাসুশোভিত কেন রহে নীলাম্বর ?
কেন গো সুধাংশু হাসি, ছড়ায় সুধার রাশি,
কেন এ সুধার ধারা ঢালিতেছে নিরন্তর।
কেন অভাগিনী-হৃদে হানে এ দরুণ শর ?।

বিমল রজত ভাতি অমল ধবল কায়।
নির্ম্ম[illegible] অম্বর মাঝে শশধর শোভা পায়॥
ম[illegible]ণ মধুরিমা, মধুময় ও চন্দ্রিমা,
উগারি গরল যেন ঢালি দেয় এ হিয়ায়।
আবার হৃদয় কেন এই চাঁদে নাহি চায় ?

সাজি

কেন বা উদিল চাঁদ সুনীলিম গগনে।
কি লাগি কিরণ তার বিতরিছে ভুবনে ॥
ভাসে ধরা জোছনায়, দাঁড়াইয়া আঙ্গিনায়,
চাহি যে উদাসভাবে আকুলিত নয়নে।
আমার হৃদয়-শশী সে উজ্জ্বলবরণে ॥

কাঁদাইয়া অভাগীরে সুধাকর হাসিছে।
ধরণীর অন্ধকার এ আলোকে নাশিছে ॥
স্বচ্ছ সরসীর জলে, উজলে কিরণ ঢেলে,
জলে স্থলে নভঃ-তলে সকলেরে তুষিছে।
অভাগীর প্রাণে সুধু আঁধারেতে ঘিরিছে ॥

চাহি না হেরিতে আর হে গগনবিহারী!
রহ তুমি লুকাইয়া করিও না চাতুরী ॥
রাখ মুখ লুকাইয়ে, কেন গো অনল দিয়ে,
জ্বালাইছ নানা রূপে এ হৃদয় আমারি।
আকুল পরাণ মম তোমারে যে নিহারি ॥

ওই নীলাম্বর মাঝে উদিতে গো যখন।
বিলাতে তোমার সুধা সুমধুর কিরণ ॥

হেরিতাম নাথ সহ, হইত রূপজ মোহ,
করে কর সন্মিলিত করি আমি তখন।
তিরপিত হইত যে আমার এ জীবন ॥

এখন তোমারে হেরি মনাগুনে জ্বলি।
অতল জলধি তলে যাও তুমি চলি।
ডুবে যাও চারু চাঁদ, মন মজাবার ফাঁদ,
পেতনা অম্বর মাঝে বিনয়েতে বলি।
গোপনেতে লুকাইয়া রহ নিরিবিলি ॥

ছিলে তুমি সুধাময় নিকটে আমার।
এখন হয়েছ মাত্র কালকূট সার ॥
নাথের মূরতি লয়ে, তোমাসহ মিলাইয়ে,
মন তুলি লয়ে আমি আঁকি অনিবার।
উজ্জ্বল পবিত্র সৌম্য মূরতি তাহার ॥

হেরি স্নিগ্ধ সুললিত সে লাবণ্য দ্যুতি।
মলিন যে প্রভাহীন তোমার মূরতি ॥
না হয় তুলনা তার, অনুপম সে প্রভার,
নাহি হেরি ত্রিজগতে তার প্রতিকৃতি।
হৃদয়-অম্বরে আমি হেরি যারে নিতি ॥

আবার হাসিও তুমি সুনীল অম্বরে।
অভাগীর শেষ দিনে হরিয অন্তরে॥
তোমার কিরণরাশি, হৃদয়ে মাখিব হাসি,
মিলাইবে এই জ্যোতি সে চরণোপরে।
মিলন-মন্দিরে গিয়া অমর-নগরে॥

পরশমণি।

হৃদয়-জলধি মথিয়া ধাতার
মিলিয়াছিল কি রত্ন।
নারিনু রাখিতে সে নিধি আমার
আমি জানিনে তাহার যত্ন॥
পেয়েছিনু আমি বালিকা যখন
সেই যে পরশমণি।
হল আলোকিত স্পর্শে সে রতন
মম এ হৃদয় খনি॥

সাকি

কত যুগান্তের শত সাধনার
সে উজ্জ্বল মণি গলেতে পরি।
মিটিল না মম সাধ বাসনার
নিদারুণ বিধি লইল হরি॥

দেবতাদুর্লভ অমরবাঞ্ছিত
জিনিয়া কৌস্তুভ তাহার দ্যুতি।
সে জ্যোতি পরশে জ্যোতি আলোকিত
হল বিভাসিত তাহার জ্যোতি॥

পরশিলে লৌহ সে পরশমণি
প্রকাশে মহিমা কিরণ তার।
তেমতি লভিয়া সেই গুণমণি
হইল জীবন সফল—সার॥

বুঝি বা বুঝিনি তাহার মহিমা
হারাইনু বুঝি তাই।
প্রকাশিব কিসে তাহার গরিমা
খুঁজিয়া না তাহা পাই॥

সে মণি পরশে আলোকের রাশি
দিয়াছিল ঢালি প্রাণে।
উজ্জ্বল প্রভায় উজলিয়া দিশি
বিতরি কিরণ দানে॥

সে রত্ন পরশে আলোক-প্রবাহ
বহিল মরমে কত।
উজলিত হল মন প্রাণ দেহ
ভাতিল আলোক শত ॥
সার্থক জীবন সে পুণ্য পরশে
হয়েছিল ধন্য জীবন মোর।
শোভেছিল সেই মণি শিরোদেশে
হরেনিল কাল নিদয় চোর ॥
অযতনে বুঝি আমি অভাগিনী
হারায়েছি সেই নিধি।
খুঁজিতেছি যে গো দিবস যামিনী
মিলাও সে ধন বিধি !

মাধবীলতা।

সহকারে শোভিতেছ অয়ি লতে সতী।
আশ্রয় করিয়া আছ তরুবর পতি ॥
সুদৃঢ় প্রণয়ডোরে পতিরে সুন্দরী।
বেঁকে বেঁকে বাঁধিয়াছ অতি যত্ন করি ॥
যতক্ষণ দেহে তব থাকয়ে জীবন।
হরিষে পতির পাশে রহ ততক্ষণ ॥
ও মাধবী তব প্রেম অসীম অপার।
সে প্রেমে বাঁধিয়া রাখ কান্ত আপনার ॥
আহা মরি কিবা শোভা দেখিতে সুন্দর।
পতি-বুকে দেহ ভার রাখ নিরন্তর ॥
সদাই প্রফুল্ল মনে রহ বিনোদিনী।
পতিরে ছাড়িতে কভু নাহি চাহ ধনী ॥
দৈবাধীন কার্য্য বিনা কি আছে সংসারে।
পতির আশ্রয় হতে বঞ্চিলে তোমারে ॥
নাহি রহ ক্ষণমাত্র পড় লুটাইয়ে।
নাথেরে ত্যজিয়া মর কাতর হইয়ে ॥

কুসুম লতিকা মরি কমনীয় কায়।
সহকারে বেষ্টনিয়া আর শোভা হয়॥
সুমন্দ পবনভরে হেলিয়া দুলিয়া।
পতি সনে কত কথা কহ লো হাসিয়া॥
বিরহ বিচ্ছেদ জ্বালা কভু নাহি হয়।
জনমের মত তুমি লয়েছ আশ্রয়॥
না জান কলহ কভু মান অভিমান।
সন্তোষে পূরিত তব প্রেমভরা প্রাণ॥
সহকার পতি তব যদি রোষভরে।
কখন তোমারে লতা নিক্ষেপয়ে দূরে॥
পুনরায় তুমি তারে কর লো বেষ্টন।
হাসিমুখে প্রাণনাথে দাও আলিঙ্গন॥
প্রেমের প্রতিমা তুমি প্রণয়ের রাণী।
রমণীকুলের লতা তুমি শিরোমণি॥
রবিতাপে শুষ্ক হয়ে কোমল শরীর।
নীরব নিষ্পন্দ হয় পরাণ বাহির॥
তথাপিও নাহি ছাড় পতিরে তোমার।
বেষ্টিতা হইয়া তবু রহ অনিবার॥
বলেতে তোমারে টানি করে উৎপাটন।
সহকার হতে ছিন্ন মাধবী তখন॥

সাক্ষি

দৈব প্রতিকুল হলে কেবা রোধ করে।
বিষম কালেতে যদি গ্রাসে তরুবরে ॥
ভয়ঙ্কর ভীমরূপ প্রচণ্ড পবন।
বিনাশি তরুরে করে জীবন হরণ ॥
তুমিও পতির সনে ও মাধবীলতা।
ভূতলে পতিতা হও হইয়া আহতা ॥
অকাতরে তুচ্ছ করি নিজের জীবন।
পতি সনে নিজ প্রাণ কর বিসর্জ্জন ॥
সহমরণের প্রথা ভারতে যে ছিল।
তোমারে হেরিয়া তাহা প্রতীতি জন্মিল ॥
ধন্য লো মাধবীলতা ধন্য তুমি সতী।
একমনে সযতনে সেব প্রাণপতি ॥
শুন গো মাধবীলতা কহিনু তোমারে।
শিখাও ও রীতি ভব রমণীগণেরে ॥
ধিক্ ধিক্ নারীকুলে জনম যাহার।
না করে অনুগমন পতি দেবতার ॥
বিচ্ছিন্ন হইয়া নিজ প্রাণপতি সনে।
কেন বা সে রহে আর এ ছার ভুবনে ?
আশ্রয় তরুর সহ করি উৎপাটিতা ॥
কুটীল করাল কাল করিয়া দলিতা ॥

নিক্ষেপয়ে মরুভূমে আশ্রিতা লতারে।
কালের কুঠারাঘাতে কাটি তরুবরে॥
লয়ে যায় নন্দনেতে সুশৌরভ আশে।
সুশীতল ছায়া তরু পারিজাত পাশে॥
সেই ছায়াতলে কেন না যাও ছুটিয়া।
জুড়াবে তাপিত প্রাণ আশ্রয় লভিয়া॥
প্রিয়তম তরুবরে করি আলিঙ্গন।
সুশীতল কর এই তাপিত জীবন॥
পতিব্রতা সতীরাণী মাধবী সুন্দরী।
তোমায় এ প্রেম যেন অনুরূপ করি॥
বিধবা রমণীগণ শিখি এই নীতি।
আশ্রয় লইতে যায়, নিজ প্রাণপতি॥
অকাতরে তুচ্ছ করি নিজের জীবন।
তোমার এ পতিব্রতা-পূত আচরণ॥
জীবনে করুক সার এই মহা ব্রত।
বিচ্ছিন্ন হইয়া হায় স্বামী মনোমত॥
নাহি রয় ক্ষণকাল জীবিত ধরায়।
মিলাইয়া দেয় প্রাণ সে তরু-ছায়ায়॥
করিবে বিশ্রাম চির সেই ছায়াতলে।
মিলাবে পরাণ নিজ পতি-পাদমূলে॥

আলিঙ্গিয়া রবে সদা জীবনে মরণে।
এ মরতপুরে কিবা অমর-ভবনে॥
তব সম প্রেমব্রত করি উদযাপন।
অনন্তে মিলিয়া হোক অনন্তমিলন॥

ভারত-নারী।

হিন্দুনারী জানে সতীত্ব কি ধন।
হিন্দুনারী জানে কি ধন স্বামী॥
সতীত্ব রাখিতে করে প্রাণপণ।
সতীর আদর্শ ভারতভূমি॥

ছিলেন সাবিত্রী ভারত-ললনা।
রমণীর মণি আদর্শ সতী॥
ধর্ম্মরাজে তিনি করিয়া ছলনা।
ফিরি পাইলেন আপন পতি॥

নলের ললনা দেখ দময়ন্তী।
স্বামীহারা হয়ে বিজন বনে॥

উজ্জ্বল আলোকপূত বৈজয়ন্তী।
সতীত্ব-অনলে বধে ব্যাধগণে ॥

সীতা সতী যবে স্বামীর সহিত।
ছায়ার মতন ছিলেন সাথে ॥
কোন দুঃখে প্রাণ না হত দুঃখিত।
যত্নে সেবিতেন আপন নাথে ॥

হর-মনোরমা কৈলাসবাসিনী।
উপনীত হয়ে পিতৃ-ভবন ॥
পিতামুখে নিজ পতি-নিন্দা শুনি।
ত্যজিলেন সতী নিজ জীবন ॥

সংযুক্তা পদ্মিনী স্বামীর কারণে।
পশিয়াছিলেন অনল মাঝে ॥
কত শত সতী তাঁহাদের সনে।
অকাতরে সবে জীবন ত্যজে ॥

মৃত নখিন্দরে লইয়া বেহুলা।
ভাসিয়াছিলেন সাগর-জলে ॥
সপ্ত-সাগরেতে ভাসাইয়া ভেলা।
বসিয়া পতির চরণ-তলে ॥

চিন্তা সতী-গুণ করিলে স্মরণ।
বিস্ময়ের সীমা রহে না আর॥
সর্ব্বদীপ্তিমানে করিয়া বন্দন।
সাধিলেন নিজ অভীষ্ট তাঁর॥

করিলেন মাদ্রী চিতা আরোহণ।
পাশরিয়া নিজ আপত্য স্নেহ॥
পতি-দেবতার বিগত জীবন।
হেরিয়া ত্যজেন আপন দেহ॥

অন্ধরাজ-রাণী গান্ধার-কুমারী।
চিরান্ধ হেরিয়া আপন পতি॥
নয়নযুগল সতত আবরি।
ঘন আবরণে রাখিত সতী॥

খনা লীলাবতী আর কত সতী।
জন্মিয়াছিলেন ভারতভূমে॥
রহিয়াছে আজ তাঁহাদের কীর্ত্তি।
সুপ্রভাত হয় তাঁদের নামে॥

ছিল যুগে যুগে ভারত-রমণী।
পতিদেবতার সেবার দাসী॥

জীবন ত্যজিলে পতি গুণমণি।
স্বামী সহ প্রাণ দিত যে হাসি॥

ভারত-রমণী ছিল যে পূজিত।
ছিল যে সতীর আদর্শস্থল॥
সতীর মহিমা শিরেতে শোভিত।
ভরা সে হৃদয়ে সতীত্ব-বল॥

ভারত-রমণী পূত মন্দাকিনী।
সাগর উদ্দেশে সতত ধায়॥
বহে দ্রুতবেগে স্রোত প্রবাহিনী।
মিলিতে আপন পতির পায়॥

ভারত-কামিনী আরাধ্য সবার।
এই মত আর সতী কি আছে?
ভারত-রমণী সতীত্ব-আধার।
ছায়া সম রহে স্বামীর পাছে॥

ভারত-মহিলা স্বামীর লাগিয়ে।
সহিতে যে পারে সকল দুঃখ॥
পতির বদন নয়নে হেরিয়ে।
উপজয়ে প্রাণে অতুল সুখ॥

সাজি

পতি বিনা আর ভারত-ললনা।
কিছুই জানে না হৃদয় মাঝে ॥
পতি-পদে রাখে একান্ত বাসনা।
হৃদয়ে পতির মূরতি রাজে ॥

সে চিরসঙ্গিনী জীবনে মরণে।
পতি চিরসাথী প্রাণের প্রভু ॥
এ মরতে কিবা অমর-ভবনে।
পতি-পদ আশা ছাড়েনা কভু ॥

প্রীতি, প্রেম, আশা, স্নেহ, ভালবাসা।
সমর্পণ করি পতির করে ॥
বিরস বিরাগ লাঞ্ছনা নিরাশা।
লয় যে সকলি হৃদয়োপরে ॥

পতিরে তুষিতে করে নানামত।
বসন ভূষণে অঙ্গের সাজ ॥
পতিরে তুষিতে যতন সতত।
পতি-সেবা তার জীবন-কাজ ॥

জীবন ত্যজিলে পতি গুণধাম।
ধরাধামে আর রহে না সতী ॥

অনুকূল বিধি নাহি হয় বাম।
রহে পতি সহ অমরাবতী॥

এস সবে মিলি বিধবা রমণী।
চল যাই সবে পতির পাশে॥
প্রজ্বলিত চিতা করগো এখনি।
এখন রহেছ কি সুখ আশে?

কেন গো শঙ্কিত কি ভয় মরণে?
সতত হৃদয়ে অনল জ্বলে॥
জীবন আহুতি ওগো যতনে।
কালের আবর্ত্ত অতল তলে॥

হয়োনা কম্পিত ধর বল হৃদে।
কর শুভযাত্রা স্বামীর কাছে॥
স্বামীর মূরতি স্মরি আঁখি মুদে।
স্মরি সে বাসনা যা মনে আছে॥

চলে তীর্থযাত্রী স্মরিয়া ঈশ্বরে।
বাধা বিঘ্ন যদি পথেতে হয়।
জীবন ত্যজিয়া হেরি বিশ্বেশ্বরে।
বিশ্বপতি পদে সে হয় লয়॥

সাজ্জি

পবিত্র সঙ্কল্প কর দৃঢ় চিতে।
অভীষ্ট দেবতা করি স্মরণ ॥
কোন বিঘ্ন বাধা না হবে হেরিতে।
অবহেলে চল স্বামী-সদন ॥

সহমরণের প্রথা যে দেশেতে।
ছিল প্রচলিত গৌরবে গাঁথা ॥
সে সকল রীতি নাহি কি মনেতে?
সে কীর্ত্তিকাহিনী অতীত-কথা?

সেই দেশে মোরা জনম লভিয়া।
হারাইয়া স্বামী রয়েছি হায়!
করে সবে ঘৃণা বিধবা বলিয়া।
কেন বা বিধবা বাঁচিতে চায়?

যে দেশেতে করে নির্ভয় অন্তরে।
চিরস্মরণীয় জহর-ব্রত।
সেই দেশে বিধি পাঠায়ে মোদেরে।
ভয়াকুলা ভীতা করেন এত!

ধর হৃদে বল নব শক্তি প্রাণে।
হটিওনা পাছে ত্রাসেতে হায়!

চল ছুটে চল পতিদেব-পানে।
লভিবারে স্থান পতির পায়॥

কোথা যাও?

কোথা যাও দ্রুতগতি অয়ি সুরধুনী!
সাগর উদ্দেশে সদা যাহ তরঙ্গিণী—
ললিত লহরী ভঙ্গে,
চলিয়াছ কত রঙ্গে,
কেহ নাহি আছে সঙ্গে পাষাণ-নন্দিনী!
কার সাধ্য রোধে গতি হে পতিগামিনী॥

করি কুলু কুলু ধ্বনি দুকূল ভরিয়া।
চলিছ আপন মনে হেলিয়া দুলিয়া॥
যেন পুষ্পরাশি লয়ে,
সতত যাহ চলিয়ে,
কম শুভ্র রূপরাশি তীরে ছড়াইয়া।
পূত মন্দাকিনী চল গরবে বহিয়া॥

সাজি

বিনাশিয়া জগতের শোক-তাপরাশি।
চলেছ পতির পাশে আনন্দেতে ভাসি ॥
মিলিতে সাগর-জলে,
চলিয়াছ কুতূহলে,
তরাইয়া পাতকীরে পাপ যত নাশি :
পাষাণ-দুহিতা হাস সুবিমল হাসি ॥

জগতের জীবে দাও তব ক্রোড়ে স্থান।
সুখ দুঃখ পাপ তাপ মান অভিমান ॥
নিজ হৃদি পাতি লও,
দুঃখ জ্বালা সব সও,
সতত নীরবে রও স্থির শান্ত প্রাণ।
নাহি মনে আছে তব ভেদাভেদ জ্ঞান ॥

অমল ধবল রূপ পূত মন্দাকিনী।
কল্ কল্ রবে সদা বহ কল্লোলিনী ॥
জনপদ কত শত,
বিনাশিছ অবিরত,
জনশূন্য স্থান কর সমৃদ্ধিশালিনী।
ঘুচাও যে অতীতের গৌরব-কাহিনী ॥

বুঝিবারে নারে কেহ মহিমা তোমার।
কত শত যুগব্যাপি বহ অনিয়ার ॥
চূর্ণ করি বেলাভূমি,
লহরী-লীলায় তুমি,
হও পতি-অনুগামী—কর অভিসার।
মিলিতে সে প্রাণনাথে প্রেমপারাবার ॥

জানত গো কত জ্বালা পতিরে ছাড়িয়া।
পতিতপাবনা পূতা পাষাণ-তনয়া ॥
দাও স্থান অভাগারে,
তোমার শীতল নীরে,
চল সে জীবন-পারে ত্বরিতে লইয়া।
বিশাল হৃদয়ে লহ আমারে বহিয়া ॥

জ্বলিতেছি দিবানিশি বিরহ-অনলে।
তাই স্থান চাহি মাগো সুশীতল কোলে ॥
ওমা জ্বালানিবারিণী,
তাপিত-তাপনাশিনী,
মিশাও এ অভাগীরে পতি-পদতলে।
দুঃখিনী বলিয়া মোরে দিওনাক ফেলে ॥

রমণী হইয়া জান রমণীর প্রাণ।
কর গো মা দুঃখিনীর দুঃখ অবসান॥
স্রোত-মুখে ভাসাইয়া,
লহ এই তুচ্ছ কায়া,
দেহ মোরে মিলাইয়া পতিপদে স্থান।
রমণী হইয়া রাখ রমণীর মান॥

কুসুমচয়ন।

আমি, কত সাধে করি কুসুমচয়ন
দিতে তাঁরে উপহার।
আহা, কাঁটাগুলি বাছি করিয়া যতন
গাঁথি তাহে ফুল-হার॥
কত, আদর সোহাগে সারাদিন বসি
রচি মনোমত মালা।
সে যে, প্রেম-অনুরাগে আসিবেক হাসি
জুড়াব হৃদয়-জ্বালা॥

তারি, আশা-পথ চাহি বহি যায় দিন
মনোসাধ মনে রয়।
হায়, এ বিরহ-তাপে হইয়া মলিন
কুসুম মুদিত হয়॥
ওগো, একমনে আমি চাহি সারাবেলা
তাহারি আশার পথ।
আমি, অধীর পরাণে গাঁথি ফুলমালা
আনমনে অবিরত॥
মোর, সাধের মালাটি করেতে লইয়া
পথ পানে চেয়ে রই।
সে যে, আসিবে এখনি আকুল হইয়া
নাহি জানে আমা বই॥
কত, তুলেছি গোলাপ মল্লিকা মালতী
সুসৌরভ গন্ধরাজ।
কিবা, শোভায় অতুল বেলা যাঁথি যুঁথি
পারিজাত পায় লাজ॥
শত, সুষমায় ভরা বকুলের রাশি
করিয়াছি আহরণ।
তাহে, ছুটে পরিমল ভরে যায় দিশি
পরিবে যে সেইজন॥

সাজি

মম, সাধের কুসুম শুকাইল হায়
কই সে এল না ফিরে।
ওই, সাঁজের তারাটি আকাশের গায়
উঠিল যে ধীরে ধীরে॥
আমি, সচকিতচিতে চাহি পথ পানে
দিন যে চলিয়া যায়।
আহা, নিরাশা-পবন বহি যায় প্রাণে
কুসুম দলিয়া হায়॥
কত, সাধ করে আমি বসিনু গাঁথিতে
সুচিকণ ফুলহার।
এই, প্রভাতের গাঁথা কুসুমরাশিতে
মাখাইয়া অশ্রুধার॥
আমি, আকুল হইয়া চাহি চমকিয়া
তাহারি আসার আশে।
করে, দুরু দুরু হিয়া উঠি যে কাঁপিয়া
ভরে দিক হতাশ্বাসে॥
এল, ঘনাইয়া যেগো আঁধার রজনী
শুকাইল ফুলদল।
মম, নয়ন-আসারে ত্যজিল ধরণী
উত্তপ্ত সে অশ্রুজল॥

পড়ে, ধরণীর বুকে ঝরিয়া নীরবে
অভিষিক্ত কুসুমেরে।
করি, ঝরে অবিরত কভু না শুকাবে
রহিবে জীবন ভরে॥
প্রতি, প্রভাতেতে যে গো শিশিরের সহ
ঝরিবে এ অশ্রুরাশি।
আমি, মিশায়ে কুসুমে রাখি অহরহঃ
লয়ে এ বিষাদ হাসি॥
সারা, জীবন ধরিয়া বসিয়া গাঁথিব
আমার মানস ফুলে।
শেষে, হইয়া আকুল কুড়ায়ে লইব
দিব সে চরণ-মূলে॥

———

মধুনিশি।

দেখিয়াছি যেন এমনি সময়
এমনি মধুর নিশীথে।
বয়েছিল মৃদু মধুর মলয়
চেয়েছিল প্রাণ মিশিতে॥
সে মধুর নিশি এমনি উজ্জ্বল
এমনি উজ্জ্বল ধরণী।
এমনি উজ্জ্বল ছিল নভস্থল
উজলি সে মধু রজনী॥
আকুল হইয়া তার প্রাণে যেন
মিশিয়াছিল এ পরাণ।
ছিল আকুলতা তারও প্রাণে হেন
প্রণয়-পিপাসা মিশান॥
সে মধুযামিনী ছিল মধুভরা
পরিপূর্ণ ছিল প্রকৃতি।
মধুময়ী যেগো ছিল বসুন্ধরা
লভিনু হৃদয়ে কি প্রীতি॥

লাবণ্য তাহার যেন সে নিশীথে
উজলে জোছনা হরিষে।
প্রতি অঙ্গ তার ভরা মাধুরিতে
অমৃতের ধারা বরিষে॥

এমনি বুঝি সে ছিল গো মধুর
এমনি মধুর হৃদয়ে।
তাহার অন্তর ছিল ভরপুর
মধুর সোহাগ প্রণয়ে॥

বুঝি তারি তরে ফুটেছিল ফুল
চারি পাশে তার ঘেরিয়া।
হেসেছিল চাঁদ হইয়া আকুল
তাহারি আনন হেরিয়া॥

সেও বুঝি ছিল হয়ে বিকশিত
কুসুমের মত হরষে।
হৃদয় কোরক হল মুকুলিত
প্রণয় পীযুষ সরসে॥

তারি তরে যেন ব্যাকুল সমীর
পড়িল লুটিয়া চরণে।
তারি তরে যেন পাখীরা অধীর
গাহিল আকুল পরাণে॥

সাজি

আপনার মনে লাবণ্য বিকাশি
ছিল সে যখন বসিয়া।
নভঃ-বাতায়নে সুমধুর হাসি
গিয়েছিল চাঁদ চুমিয়া॥
পরশিল চাঁদ সর্ব্ব অঙ্গ তার
উন্মুক্ত সৌন্দর্য্য লালসে।
পরশিয়া সেই সুধার আধার
বিমোহিত হল আলসে॥
প্রতি তরু লতা জঙ্গম স্থাবর
তাহারি সৌন্দর্য্যে ঢাকিয়া।
গহন কানন বিশ্ব চরাচর
ছিল যে সৌন্দর্য্য মাখিয়া॥
তাহারি সৌন্দর্য্যে হইয়া মগন
চেয়েছিনু বুঝি তাহারে।
সে সৌন্দর্য্য হেরি হয়ে অচেতন
ডুবেছিনু রূপ-পাথারে॥
হারায়ে আপনা হইয়া অধীর
সে প্রেম মদিরা পিয়িনু।
পরিমল পানে পাগল সমীর
সেইমত যে গো হইনু॥

ভরিনু হৃদয়ে সে প্রণয় মধু
ধরিনু তাহারে হৃদয়ে।
সে মধুর রূপ রহিয়াছে শুধু
নয়ন আমার ভরিয়ে॥
সে নিশিতে যেন এমনি করিয়া
প্রেমবারি ঝরে নয়নে।
গিয়াছিল তার হৃদয় গলিয়া
বিনিময় হল জীবনে॥
খুলি অকপটে হৃদয় দুয়ার
আবদ্ধ করিল আমারে।
সে প্রেম-কারায় রহি অনিবার
ভাবিতেছি বসি তাহারে॥
আজও তেমনি হাসিতেছে চাঁদ
রহিয়া গগন-আসনে।
সে মধু নিশীথে পেতেছিল ফাঁদ
ধরিতে বুঝি বা এজনে॥
আজও তেমনি হেরিতেছি নিশি
উজল তাহার রূপেতে।
তারি পরিমলে ভরিতেছে দিশি
তাহারি মধুর স্মৃতিতে॥

এই মধুনিশি আসিবে আবার
আবার সুধাংশু হাসিবে।
সেই স্মৃতি হবে পাথেয় আমার
সে চরণে প্রাণ মিশিবে॥

কালরাত্রি।

জীবনের কাল রাত্রি নাহি কি প্রভাত হবে?
অনন্ত পথের যাত্রী বল গো হইব কবে?
কাটিতেছে অনিদ্রায় অনন্ত এ বিভাবরী।
নিরাশার দীর্ঘ শ্বাসে যাপি এ দুঃখ-শর্ব্বরী॥
গভীর তমসাছন্ন অনন্ত এ নিশি হায়!
নাহি হয় সমুজ্জ্বল সুখের আলোক ভায়॥
সেই দীর্ঘ পথে কবে হইব বা অগ্রসর?
কাল নিশি প্রদানিছে বিভীষিকা ভয়ঙ্কর।
জীবন-প্রভাত আশে চেয়ে রহি সদা কাল।
অনন্ত এ কাল নিশি ভীতিপূর্ণ কি ভয়াল!

নিভিয়াছে আশাদীপ নাহি সে জ্বলিবে আর।
বিষাদ তামসী নিশি রহিয়াছে অন্ধকার॥
মরণের উপকূলে কবে হব উপনীত।
সুদীর্ঘ এ দুঃখ-নিশি কবে হবে সমাহিত॥
প্রভাতিবে কালরাত্রি নিয়তি হইলে শেষ।
সে সুখ-প্রভাতে আর না বহিবে দুঃখ-লেশ॥
কবে বা করিব যাত্রা এ দীর্ঘ জীবন-পথে।
পাথেয় লইয়া কিছু আহরিয়া কোনমতে॥
অনন্ত নেপথ্য মাঝে কে ডাকিছে এস বলে।
মিশিবারে বিস্মৃতির কালের অতল তলে॥
একাকী যাইব চলে এ দুঃখ-রজনী-প্রাতে।
পথে কি হবে না দেখা সেই চিরসঙ্গী-সাথে?
শুনি যেন দূর হতে আসে প্রীতি-আবাহন।
জাগাইয়া দেয় প্রাণে কি সঙ্গীত উদ্বোধন!
কর কর আয়োজন থেক না নিশ্চিন্ত আর।
শুনি এ আশ্বাসবাণী হৃদয়েতে অনিবার॥
শুনিয়া আহ্বান-ধ্বনি উল্লাসে পরাণ ধায়।
আকুল উদ্‌ভ্রান্ত মন আর না রহিতে চায়॥
উদাস উন্মত্ত প্রাণ করে সুধু যাই যাই।
দীর্ঘ এ জীবন-পথ সদা উত্তরিতে চাই॥

আজি

এমন নিশ্চেষ্ট চিতে বসিয়া না রব আর।
চাহিয়া চাহিয়া সুধু না ফেলিব অশ্রুধার॥
দারুণ চাতক-ব্রতে কত কাল রব হায়!
প্রভাতের সেই আশা জাগিতেছে এ হিয়ায়॥
মধুর বাজিছে বাঁশী সুদূর বিমানে ওই।
কে ডাকে যাইতে তথা কেন বা বসিয়ে রই॥
আঁধারে ধরণী ঘেরা চলিতে না পথ পাই।
জীবন-প্রভাতে উঠি চলি যাব সেই ঠাঁই॥
পথে দেখা পাব সেই মনোমত সঙ্গীটির।
চলিব সে দীর্ঘ পথে ভুলি দুঃখ রজনীর॥
পৃথিবীর কলুষিত উত্তপ্ত এ সমীরণ।
না করিবে আর মোর উত্তাপিত এ জীবন॥
সুশীতল সুমধুর বহিবে প্রভাতী বায়।
জীবন-প্রভাতে কবে চলিব সুখেতে হায়॥
প্রভাতী সমীর সেবি পাব প্রাণে নব বল।
দীর্ঘ এ যামিনী যাপি উত্তরিব সেই স্থল॥

পূর্ণিমা।

জগৎ সংসার আজি সুশোভিত কি শোভায়!
হাসে নিশি দশদিশি বিমল রজত ভায়॥
আজি এ পূর্ণিমা নিশি,
গগনে হাসিছে শশী,
জোছনায় ভাসাভাসি জগৎ প্লাবিয়া যায়।
প্রেমের উৎসব যেন হইতেছে এ ধরায়॥

আজি চাঁদ পরিপূর্ণ পরিণয়-উৎসবে!
আসিয়াছে তাই বুঝি এ প্রণয়-আহবে॥
প্রেমের উৎসাহে যেন,
মাতিয়াছে মন হেন,
হইয়াছে নিমগন কেবা তারে সুধাবে?
এমনি কি সুখে শশী চির দিন হাসিবে?

কুসুম কানন হাসে লতা কুঞ্জ সকলি।
বহিছে প্রেমের স্রোত জগতেতে উছলি॥
মার্জ্জিত রজত-কায়া,
নাহি বিষাদের ছায়া,

যেন মরীচিকা মায়া, ছড়াইছে কেবলি।
লভি সে কিরণ সুধা আসে প্রাণে আবলি ॥

আজি নিশি পূরণিমা প্রকাশিছে ভুবনে।
মনোহর মধুরতা মধুনিশি গগনে ॥
তরণী দিয়াছে খুলে,
চলে তরি দুলে দুলে,
আরোহী মধুর গলে, উচ্ছ্বসিত পরাণে।
ভরে দিক্ গাহে পিক্ সেই স্বর শ্রবণে ॥

আজি এ পূর্ণিমা নিশি সকলেতে হাসিছে।
শোকাশ্রু ঝরিছে কোথা কেহ সুখে ভাসিছে ॥
কাহার বদনে হাসি,
কার বা বিষাদরাশি,
নানা সাজে মেশামিশি আলোছায়া মিশিছে।
মধুর পূর্ণিমা নিশি বুঝি মধু ঢালিছে ॥

কে সুধাবে শশধরে নিরিবিলি গোপনে।
রবে কি এ সুখ তব এই সুখ-মিলনে ॥
বদনে ফুটিয়া হাসি,
চিরতরে রবে ভাসি,

আঁধার তামসী নিশি, আসিবে না জীবনে।
দুঃখের কালিমা রেখা না পড়িবে নয়নে॥

প্রস্ফুটিত পূর্ণচন্দ্র প্রীতিপূর্ণ পৃথিবী।
পড়িতেছে প্রেমধারা পরিপূর্ণ জাহ্নবী॥
প্রণয় জোয়ার স্রোতে,
বহিতেছে হরষেতে,
প্রবল তরঙ্গাঘাতে বেলাভূমি আহবি।
চলিতেছে স্রোতস্বিনী স্রোতধারা প্রসবি॥

রবে কিগো চির দিন এ সুখের কল্লোল।
উথলি উঠিবে নাচি লভি সুখ-হিল্লোল॥
অসীম বারিধিরাশি,
কালে তাহা যায় নাশি,
বিস্তৃত বালুকারাশি রহে যেন পল্লল।
সুকায় সে স্রোত-ধারা কাল-চক্র চঞ্চল॥

প্রাণের পিপাসা।

এস গো অন্তরে প্রাণের পিয়াসা,
এস এ তৃষিত মরমে।
প্রাণভরা এই প্রণয়ের তৃষা,
লুকায়ে রাখিব সরমে॥
রাখিব তোমারে হৃদয় বিজনে,
জানিতে দিব না কাহারে।
সোহাগে সাদরে রাখিব গোপনে,
আমার হৃদয় মাঝারে॥
শুকায়েছে প্রাণ আর সে শুকাক্,
তব ও মূরতি দরশে।
ফাটিতেছে হৃদি আর ফেটে যাক্
তোমার দাহিকা পরশে॥
মরুর সমান বিশুষ্ক এ হৃদি,
প্রবল পিয়াসা পরাণে।
তোমারে লইয়া বিরলেতে কাঁদি,
হৃদয় প্রবোধ না মানে॥

জ্বলিতেছে সদা মম তুষানল,
সতত যে মরি গুমূরে।
আঁখি বারি নারে করিতে শীতল,
ঝরে নিশি দিন শুধু রে॥
নিরাশা আসিছে আশায় মিশিতে,
মেশামিশি হয় হৃদয়ে।
আলোকে আঁধার আসে যে ঘিরিতে,
ঘাত ও সংঘাত উভয়ে॥
থাক থাক মম তৃষিত এ বুকে,
যেও না আমারে ত্যজিয়া।
তোমারে লইয়া রহিব পুলকে,
এ পিপাসা প্রাণে রাখিয়া॥
আমি চিরদিন রাখিব তোমারে,
করিব তোমার সাধনা।
দারুণ পিপাসা রবে চিরতরে,
ত্রিরপিত কভু হবে না॥
না মিটিল আশ প্রাণের তিয়াস,
সতত হৃদয়ে রাখিব।
না মিটিল তৃষা আশায় নিরাশ,
এ পিপাসা সুধু চাহিব॥

তৃষিত হইয়া রব চিরদিন,
সে মিলন-বারি আশাতে।
এই তৃষা যেন নাহি হয় ক্ষীণ,
মিশিয়া রহে গো আমাতে ॥

চাহিবে যা তুমি।

চাহিবে যা তুমি প্রিয়তম!
দিব আমি সকলি তোমারে।
হৃদয়ের উপাদান মম,
সাজাইয়া বিবিধ আকারে ॥
ভালবাস তুমি যেই হাসি,
ফুটিবে তা আমার বদনে।
উচ্ছ্বসিত আনন্দের রাশি,
প্রকাশিবে মম এ নয়নে ॥
প্রবাহিত হবে তোমা পানে,
হৃদয়ের অদম্য উচ্ছ্বাস।

যত আশা জাগে মোর প্রাণে,
তব পদে দিব রাশ রাশ ॥
প্রাণভরা ভালবাসা দিব,
চাহিব না কিছু প্রতিদান।
বিনয়েতে তোমারে সাধিব,
না করিব মান অভিমান ॥
ভালবাস তুমি যেই জ্যোতি,
উদ্ভাসিত হবে সে কিরণ।
প্রদানিব সকলি গো নিতি,
তুষিবারে তোমার যে মন ॥
অনিমিষে চাব তোমাপানে,
হারাইয়া অস্তিত্ব আপন।
মিশাইয়া দিব প্রাণে প্রাণে,
তুমি আমি হব একমন ॥
প্রাণে মম জাগিছে যে তৃষা,
হবে তাহা সুখের লহরী।
জীবনের অতৃপ্ত এ আশা,
কূলে কূলে উঠিবেক ভরি ॥
তুমি চাও যেমন হৃদয়,
সকলি তোমারে দিব আমি।

সাজি

স্থসজ্জিত সতত যে রয়,
তোমালাগি হে প্রাণের স্বামী ॥
অভিমানে নাহি হব মত্ত,
কব কথা প্রীতির প্রসঙ্গে।
হৃদয়ে যা হতেছে আবর্ত্ত,
মিশাইবে প্রেমের তরঙ্গে ॥
চাঁদের কৌমুদী রাশি লয়ে,
মাখাইব জীবনে আমার।
মলিনতা ফেলিয়া মুছিয়ে,
তব পদে দিব উপহার ॥
হবে মম শুষ্ক হৃদি-ভূমি,
বসন্তের চির-সমাগম।
ফুল্ল প্রাণে বিরাজিবে তুমি,
হে স্থন্দর ! ওহে মনোরম !
দুঃখগীতি না উঠিবে প্রাণে,
শোক-গাথা রহিবে না আর।
বাজিবে গো সে পঞ্চম তানে,
শুনাইব প্রেমের ঝঙ্কার ॥
যাহা চাহ ওহে মম প্রিয় !
দিব আমি তোমারে সকলি।

কটু তিক্ত জীবন, অমিয়
করি দিব তোমারে কেবলি ॥
পারিজাত সুসৌরভ লয়ে,
মাখাইব মম এ হিয়ায়।
পরিমলে যাইবে ভরিয়ে,
দুঃখ তাপ না রহিবে তায় ॥
তাপদগ্ধ এই মম প্রাণ,
করিব গো সুধার আধার।
এ জীবন হবে সমাধান,
যাহা কিছু সকলি তোমার ॥

—০—

নীরব ধরণী।

নিবিয়াছে কোলাহল, নীরব ধরণীতল,
ম্লান শশী আকাশের গায়।
তারকা বিষণ্ণচিতে, সুদূর আকাশ হতে,
উঁকি মারি পলাইয়া যায় ॥

সাজি

নিস্তব্ধ নিশীথ-কোলে,   প্রকৃতি পড়িছে ঢলে,
সুষুপ্ত সে আবেশ আলসে।
মধুর বাঁশীর তানে,   কে গায় উদাস প্রাণে,
করুণার লহরী বিকাশে॥
সমীরণ ধীরে ধীরে,   আসে যায় ঘুরে ফিরে,
ক্ষীণগতি বিষাদের হাসি।
বিভোর পাগল মনে,   মাতিয়া কুসুম সনে,
না ছড়ায় সে হরষরাশি॥
কত ফুল নীরবেতে,   ম্লান হয়ে বিষাদেতে,
বৃন্ত হতে পড়িছে ঝরিয়া।
তরুলতা বনরাজি,   মলিন বসনে আজি,
রাখিয়াছে সকলি ঢাকিয়া॥
যেন সে মলিন মুখে,   অধোমুখে মনোদুঃখে,
ম্লান হাসি হাসে ক্ষীণতম।
মলিন চন্দ্রমা হাসি,   মলিন কুসুমরাশি,
নাহি যেন শোভা মনোরম॥
চকোরিণী সুধা আশে,   ভ্রমিছে চন্দ্রমা পাশে,
পিয়িবারে সুধার কিরণ।
মলিন চন্দ্রিকা দ্যুতি,   নাহি সে উজ্জ্বল জ্যোতি,
হইল যে নিরাশ জীবন॥

কোথায় দু এক পাখী, বিষাদ করুণা মাখি,
নিজ মনে গাহিতেছে গান।
আলস্যে ঘুমের ঘোরে, আধ ফোটো ফোটো স্বরে,
ছাড়িতেছে আধ খানি তান॥
পাপিয়ার পিউতান, আকুল করে না প্রাণ,
যেন বিশ্ব যোগে নিমগন।
মহান্ বিশ্বের গান, যেন ব্যাপ্ত ধরাখান,
ঝিঁ ঝিঁ রব করে ঝিল্লিগণ॥
যেন সে বিজন মাঝে, কাহার বাঁশরী বাজে,
গাহিতেছে যেন প্রাণ খুলে।
বিষাদে মলিন হয়ে, জোছনা পড়েছে শুয়ে,
প্রকৃতির সুপ্রশান্ত কোলে॥
ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘ গুলি, বায়ু কোলে দুলি দুলি,
চলিতেছে বিজন আকাশে।
ধাইছে উধাও হয়ে, কি দুঃখ হৃদয়ে লয়ে,
নহে স্থির এ অম্বর-বাসে॥
আজি এ নীরব নিশি, প্রাণে প্রাণে মেশামিশি,
বাঁধা বাঁধি হৃদয়ে হৃদয়ে।
যে দিকে ফিরাই আঁখি, স্তম্ভিত যে হই দেখি,
চরাচর প্রেমে মগ্ন হয়ে॥

আজি

নিস্তব্ধ এ নিশাকালে, এ নীরব অন্তস্তলে,
উঠিতেছে দুঃখের লহরী।
প্রাণে ভরা কত আশা, বুকে ভরা ভালবাসা,
অনুরাগে রহে হৃদি ভরি॥
একে একে হয়ে গত, গিয়াছে জনমমত,
বিষাদেতে ভরিয়াছে সব।
যেন সাড়া শব্দহীন, রহিয়াছে নিশি দিন,
চিরতরে নিঝুম নীরব॥
চেতন কি অচেতন, অনুভব নাহি কোন,
দহে প্রাণ বিষম জ্বালায়।
অধরে মলিন হাসি, হৃদয়ে বিষাদরাশি,
মলিনতা প্রাণে ভরা হায়॥
হেরি এ দুঃখিনী-ক্লেশ, প্রকৃতি মলিন বেশ,
মলিন যে চন্দ্রমার ভাতি।
মলিন অম্বর মাঝে, তারাদল ম্লান সাজে,
ম্লান হয় জ্যোৎস্নামর রাতি॥
নিদ্রার কোমল কোলে, বিরাম লভিব বলে,
আসিলাম সুষুপ্তি আশায়।
সুরম্য এ হর্ম্ম্য-তলে, নিরাশার শিখা জ্বলে,
হেরি নিদ্রা দূরে চলি যায়॥

স্থপ্তিমগ্না বস্থন্ধরা, কাটাই রজনী সারা,
কোন স্মৃতি ব্যাপিয়া হৃদয়।
তন্দ্রালস নহে আঁখি, কাহার মুরতি দেখি,
ব্যাপৃত এ সারা বিশ্বময়॥
যখন বিদায় লয়ে, দুঃখজ্বালা তেয়াগিয়ে,
লব স্থপ্তি চরণের কোলে।
শ্রান্ত এ হৃদয় মম, লভি শান্তি অবিরাম,
মিশিবেক সে চরণতলে॥
হৃদে লয়ে সেই স্মৃতি, লভিব বিশ্রাম নিতি,
মৃত্যু ছায়া করিবে শীতল।
মহাসাগরের গান, শুনি স্নিগ্ধ হবে প্রাণ,
বেলাভূমি অতি নিরমল।
শয়ন করিব স্থখে, ধরণীর স্নিগ্ধ বুকে,
পাব শান্তি মরণ পরশে।
স্থখে সেই শান্তিধামে, পাইব সে প্রিয়তমে,
হব স্থখী চির নিদ্রাবশে।

সাধ হয় যেগো।

সাধ হয় যেগো সুদূর বিমানে, করিবারে বিচরণ।
উন্মত্ত এ মন প্রবোধ না মানে, ধাইতেছে অনুক্ষণ ॥
সমীরণে কব মরম বেদনা এ দুঃখ লাঘব হবে।
রুদ্ধ মম এ হৃদয় যাতনা অনন্তে মিশিয়া রবে ॥
হৃদয়ের জ্বালা জুড়াবে আমার তিরপিত হবে প্রাণ।
অনন্ত আকাশ হইয়া উদার ভ্রমিবারে দিবে স্থান ॥
হবে অবসান এই দুঃখ মোর বেড়াইব নভঃমাঝে।
হেরি তৃপ্ত হবে নয়নযুগল কাহার মূরতি রাজে ॥
কি উজ্জ্বল ভাতি প্রকাশে কাহার সুমধুর প্রেম কার।
কার প্রেমে মগ্ন হৃদয় আমার চাহি কারে অনিবার ॥
মুক্ত সে গগনে ভ্রমিব সদাই ভাসাইয়া দিব কায়।
সতত যে মন করে যাই যাই মিশিতে শূন্যের ছায় ॥
যাব চুপে চুপে অতি ধীরে ধীরে সাঁঝের তারাটি কাছে।
বেড়াইব আমি তাহারে যে ঘিরে ফিরিতে গো হয় পাছে
প্রতি সাঁঝে আমি রহিব চাহিয়া উত্তপ্ত এ ধরাপানে। *
নিরিবিলি সদা বেড়াব ঘুরিয়া নীল শূন্য ব্যবধানে ॥

দেখিব তথায় খুঁজিয়া গো আমি, সে মোর কোথায় রহে।
হৃদয়-দেবতা কোথা প্রিয় স্বামী, এত কি যাতনা সহে॥
কি পাষাণ দিয়ে বাঁধিয়াছে বুক সুধাইব আমি তারে।
সুখে আছে কিম্বা হইতেছে দুঃখ, ছিঁড়ি এ প্রণয়-হারে॥
মুছি আঁখি বারি কহিব তাহারে, ভুলেছ কি মোরে নাথ।
অনন্ত বিমানে লইয়া তোমারে ভ্রমিব তোমার সাথ॥
চিরসাথী তুমি জীবনে মরণে তোমারে না ছাড়ি কভু।
রাখ নাথ মোরে তব ও চরণে হে মম প্রাণের প্রভু॥
চিরদাসী আমি সেবিকা তোমার তুমি যে আরাধ্য মম।
তোমাসহ মিশি রব অনিবার এ বাসনা প্রিয়তম॥
অনাদরে মোরে দূরে রাখে যদি দাসী বোধে করে ঘৃণা।
তবু তার নাম গাবে নিরবধি মম এ হৃদয় বীণা॥
সেই গুণ গানে হইয়া বিভোর অনন্তে হব বিলীন।
এ দারুণ জ্বালা নাহি রবে মোর না হব তাহে মলিন॥
মুছিয়া মুছিয়া সদা আঁখি বারি গণিতে না পারি দিন।
নিরখিয়ে হায় আশা-পথ তারি আশা দীপ হয় ক্ষীণ॥
আর যেগো আমি নারি রহিবারে রুদ্ধ এ জগৎ মাঝে।
সদা মম প্রাণ বিমানে বিচরে তারাগণ সহ সাঁঝে॥
এ জীবন-ভার না পারি বহিতে শূন্যে ছড়াইতে চাই।
হৃদয়ের জ্বালা আর যে সহিতে প্রাণে মম সাধ নাই॥

সাজি

আমি সুখে শূন্য মাঝে রব সদা লয়ে এই শূন্য প্রাণ।
প্রকৃতির সুখ দুঃখে নাহি বিচলিত হব সমজ্ঞান॥
সদা মোরে অলক্ষ্যে ফিরাবে হায় কোন মহা আকর্ষণ।
কি কুহকমন্ত্র-বলে যথা যন্ত্র চলে করি বিচরণ॥
শুনি কোথা হতে কার ডাক ওই বাজিতেছে মোর কাণে।
অনন্তে মিশিয়া মম যাক্ এ হৃদয় অনন্তেরি পানে॥
তাপদগ্ধ জ্বালাময় হৃদি তিরপিত হবে এ জীবন।
হৃদয়ের অন্তস্তল ভেদি উঠে যাহা করুণ রোদন॥
নীল শূন্যে যাবে মিশাইয়ে মুক্ত সেই ক্ষিপ্ত বায়ুস্বরে।
ভ্রমে যথা আকুল হইয়ে সমীরণ সদা হাহা করে॥
রুদ্ধ এই দেহ কারা মাঝে রহিতে না চাহে আর প্রাণ।
শৃঙ্খলিত অপরাধী সাজে এ দিন না হয় অবসান॥
বিশুদ্ধ সে নিরমল বায়ু বিদূরিবে হৃদয় অনলে।
সুদীর্ঘ এ দুঃখময় আয়ু ত্যজি যাব সেই নভঃস্থলে॥
হরষেতে বিচরিব আমি নিত্য ওই সহ সমীরণ;
নিরখিয়া মম প্রিয়স্বামী দুঃখ জ্বালা হব বিস্মরণ॥
একান্তেতে মিলিয়া উভয়ে প্রাণে প্রাণ করি সংমিলিত।
অনন্তে অনন্ত সুখে রয়ে এই তাপ হবে বিদূরিত॥
নিবারিব যত প্রাণে জ্বালা পরশিয়া সুধার আধারে।
পরাইব প্রণয়ের মালা, মম সেই প্রিয় প্রাণাধারে॥

ঢালিব এ অশ্রুধারা মোর আরাধিত সে চরণোপর।
সে মিলনে হইয়া বিভোর রব যেগো যুগযুগান্তর ॥
অনন্ত সে সুদূর বিমানে রহে মম আরাধ্য দেবতা।
নিয়তির গতি অবসানে রব গিয়া কোটিকল্প তথা ॥

পথ হতে।

যেতে যেতে পথ হতে ফিরিয়া ফিরিয়া চাই।
যদি গো পথেতে তার দেখা পাই কি না পাই ॥
আকুলিত প্রাণ মম জানি না কোথায় ধায়।
তৃষিত নয়নযুগ কারে বা হেরিতে চায় ॥
করি কারে অন্বেষণ প্রসারিয়া বাহু মোর।
সম্মুখে না পারি যেতে রোধিছে নয়ন লোর ॥
উৎকর্ণ হইয়া সদা শুনি প্রতিধ্বনি কার।
স্মৃতিপটে প্রতিকৃতি বিরাজিত রহে যার ॥
অবশ চরণ ভার চলিতে যে চাহে মন।
প্রতি পাদক্ষেপে টানে যেন তার আকর্ষণ ॥

সাজি

প্রতিকূলে যেতে হলে প্রাণে বড় ব্যাথা পাই।
ধীরে ধীরে ফিরে ফিরে চাহিতেছি সুধু তাই ॥
পথে বাধা বিঘ্ন শত রহিয়াছে ব্যবধান।
অনুকূল পথে চলি নাহি তিলমাত্র স্থান ॥
নিয়তির এ নিগড় বন্ধন করিয়া মোরে।
রাখিবে বা কতদিন এই তুচ্ছ দেহ জড়ে ॥
বিষাদ-তমসাচ্ছন্ন আঁধার যে এ হৃদয়।
আঁধারে ব্যাপৃত ধরা হেরিতেছি সমুদয় ॥
ফিরাতে কালের গতি বল সাধ্য আছে কার।
নির্দ্দিষ্ট এ পথে তাই ঘুরিতেছি অনিবার ॥
ভাঙ্গিয়াছে আশাযষ্টী না পারি চলিতে হায়।
নিবিয়াছে আশাদীপ সম্মুখে বিষাদ ছায় ॥
কোন সূত্রে ঝুলিতেছে এ ভার জীবন মম।
যথা তন্তু লতাজালে ক্ষুদ্র এ মাকড় সম ॥
রোধিয়া রাখিতে নারি আর এ জীবন-ভার।
কোথা হতে টানিতেছে প্রাণে আকর্ষণ কার ॥
অলক্ষ্যে তাহার পাছে ছুটিব যে নিশিদিন।
ঈপ্সিত সে পদপ্রান্তে কবে বা হব বিলীন ॥
বিফল সাধের ছায়া পথেতে ঘিরিয়া রয়।
নিরাশার ধূমে ভরা আলোক হয়েছে লয় ॥

আকুল পথিক আমি পথহারা ভ্রান্তমন।
এদিক্ ওদিক্ করি করি কারে অন্বেষণ॥
ফুরায়েছে ধূলাখেলা ভাঙ্গিয়াছে সুখহাট।
চুকিয়াছে বেচাকেনা ঢেকেছে দোকান পাট॥
এসেছিনু কিনিবারে সুখ, সাধ, আশা, প্রীতি।
ফিরিলাম ভরি প্রাণে বিষাদ-করুণ-গীতি॥
ভেবেছিনু লয়ে যাব অঞ্চল ভরিয়া আশায়।
লইলাম রাশি রাশি কুড়াইয়া নিরাশায়॥
বেশাতি হইল শেষ হারায়েছি সঙ্গী মোর।
যা ছিল সকলি ভাল কাড়িয়া লয়েছে চোর॥
বিনিময়ে দিল মোরে দুঃখের পশরা শিরে।
লয়ে এ দুঃখের বোঝা চলি তাই ধীরে ধীরে॥
আকুল ব্যাকুল হয়ে নিরবধি ছুটি তাই।
মিলিতে পথের মাঝে সুধু সেই সঙ্গী চাই॥
বেলাবেলি এইবার হইব গো অগ্রসর।
রজনী আসিছে ঘিরি ধরি রূপ ভয়ঙ্কর॥
এই দীর্ঘ পথ হায় কবে হবে অবসান।
গিয়া সে নির্দ্দিষ্ট স্থলে পাব সেই পদে স্থান॥

প্রেমপারাবার।

উথলিয়া উঠে কেন হৃদে প্রেমপারাবার।
ভাঙ্গিয়া মানস-কূলে করিতেছে চূরমার॥
ভীষণ গভীর নাদে তরঙ্গ করে গর্জ্জন।
আতঙ্কে আকুল হিয়া ভয়ে কেঁপে উঠে মন॥
অনন্ত বারিধি এই অন্ত বুঝি নাহি হায়।
কভু বা আপন মনে ধীরে ধীরে বহি যায়॥
কখন ঝটিকা বহে কভু মৃদু সমীরণ।
দিবানিশি করে মম প্রেমসিন্ধু আন্দোলন॥
একে একে ঢেউ গুলি হৃদয়-বেলার পাশে।
তাহার সে স্মৃতিধারা সদা প্রাণে ভেসে আসে॥
তারি মুখ তারি কথা তারি প্রেম তারি নাম।
তাহারি প্রণয়স্রোত বহে প্রাণে অবিরাম॥
তাহার সোহাগ প্রীতি সেই স্নেহ ভালবাসা।
নয়নে সে রূপ ভাসে শ্রবণেতে সেই ভাষা॥
হৃদয়সাগর মাঝে তারি চিন্তা ভেসে আসে।
নিরাশা বালুকা চরে সকলি যেতেছে মিশে॥

সে প্রেম পাবক শিখা দহে যে বাড়বানল।
হৃদয়সমুদ্র মাঝে জ্বলিতেছে অবিরল ॥
প্রবল তরঙ্গ ভরা রহে এ হৃদয় খান্।
তারি মাঝে বদ্ধ রহে অশান্ত আকুল প্রাণ ॥
উঠিছে তুফান কত নানা রূপে নিশি দিন।
আঘাতি হৃদয় বেলা করিতেছে তটহীন ॥
ধৈরজ বালুকারাশি স্রোত ধারে ভেসে যায়।
সুধু সেই রূপ-শিখা জ্বলিছে নীরবে হায় ॥
বহুক প্রাণেতে মম অবিরত এ লহর।
জ্বলুক হৃদয়ে মোর সেই রূপ নিরন্তর ॥
তাহারি প্রণয় স্রোতে ভাসুক আমার প্রাণ।
সেই প্রেমতটে বসি করি তার গুণগান ॥
উত্তাল তরঙ্গময় এই প্রেমপারাবার।
জীবনের পরপারে মিশিবে চরণে তার ॥

এস এস।

এস এস প্রিয়তম ! এস হে হৃদয়ে রাখি।
এস হে হৃদয়ে মম কাতরে কতই ডাকি ॥
এস এস ভালবাসা,
এস সুখ-সাধ-আশা,
করোনা আর নিরাশা দিওনাক আর ফাঁকি
অভাগীর এই ডাক শ্রবণে পশেনা নাকি ॥
এস নাথ ! হৃদাসন পাতিয়া রেখেছি হায়।
সাজায়েছি নানাবিধ উপাদান দিয়া তায় ॥
তোমারি প্রণয় দিয়া,
বিধৌত করেছি হিয়া,
তব প্রেম সুধা নিয়া মাখায়েছি এ হিয়ায়।
পূরিত হৃদয় মম তব প্রেম-জ্যোতি ভায় ॥
হৃদয় নিকুঞ্জে মম এস এস প্রাণেশ্বর !
বাজিবে মধুর তানে হৃদি বীণা নিরন্তর ॥
প্রেমে ভরি দিব ডালা,
গলেতে প্রণয়মালা,
জুড়াব হৃদয়-জ্বালা জুড়াবে মম অন্তর।
প্রণয়-চন্দনে চর্চ্চি কমনীয় কলেবর ॥

বাজায়ে রাগিণী তব এসহে ললিত রূপ।
এ হৃদয়-সিংহাসনে বিরাজ হৃদয়ভূপ॥
বস প্রেমছত্র-তলে,
অভিষেক আঁখিজলে,
পূজিব মানসফুলে দিব পূজা অনুরূপ।
হৃদয়-উদ্যানে আছে কত আশা স্তূপ স্তূপ॥
কিম্বা নিরিবিলি এস এ মনোমন্দিরে মোর।
সুপ্তিমগন ধরা হবে যে আঁধার ঘোর॥
নাহি জন-কোলাহল,
ভরা পাপ হলাহল,
নিস্তব্ধ ধরণীতল নিশি হয় হয় ভোর।
সে সময়ে আসিবে কি ওহে মম চিত্তচোর॥
এস হে হৃদয়-নিধি হৃদয়ে এস আমার।
হৃদয়ের পূজা মম লহ আসি প্রাণাধার॥
নীরব ধরণীতলে,
হৃদয়ের অন্তস্তলে,
বিরলে নয়নজলে করি পূজা অনিবার।
রাখিয়াছি সাজাইয়া স্তরে স্তরে উপচার॥
কেন বা বিষাদ-গীতি অবিরত গাহে প্রাণ।
কেন বা ললিত সুরে হৃদয়ে না উঠে তান॥

সাজি

এস হে মধুর হাসি,
পরাণে বাজুক বাঁশী,
এস কাছে গুণরাশি হোক দুঃখ অবসান।
মৃদুল সুরভি শ্বাসে ভরুক এ হৃদিখান ॥
শুষ্ক হৃদি কুঞ্জবন মুঞ্জরিবে পুনরায়।
তব অঙ্গ পরিমলে বহিবে মধুর বায় ॥
বিষাদ আঁধার ছায়া,
ঘিরিয়া না রবে কায়া,
প্রণয় কিরণ দিয়া বিনাশিব দুঃখ ছায়।
মন ভৃঙ্গ গুঞ্জরিবে মত্ত মনে সদা তায় ॥
এস হে হৃদয়-শশী হৃদয় গগনে মম !
তোমা বিনা অমানিশি হইয়াছে প্রিয়তম ॥
জোছনা প্রণয়-ধারে,
নিবারি নয়নাসারে,
শোভিত উদ্যান হায় হয়েছে সাহারা সম।
এস প্রেমময় সাজি নবরাগে মনোরম ॥
এস গো বিনয়ে ডাকি বাসনা ব্যাকুল প্রাণে।
অবোধ অধীর মন প্রবোধ যে নাহি মানে ॥
দেখ নাথ ! দেখ চেয়ে,
তোমার সে স্মৃতি লয়ে,

সতত রহি বসিয়ে বিভোর তোমারি ধ্যানে।
হৃদি তন্ত্রী বাজিতেছে সদা তব গুণগানে ॥
কামনা কল্পনা কত উঠে মনে শতবার।
জানি না জানি না আমি কিযে ভাবি অনিবার ॥
শুভ কি অশুভ হোক্,
তব স্মৃতি ভরা রোক্,
তোমার বিরহ শোক ঘিরে থাক চারিধার।
পাইব কি এ জীবনে কিম্বা সেই পরপার ॥
এস এই শূন্য প্রাণে ওহে পূর্ণ প্রেমময়।
তব শুভ আগমনে হবে সুখ চন্দ্রোদয় ॥
চাহি তব মুখ পানে,
যা দিবে সহিব প্রাণে,
ঝঞ্ঝা মৃদু সমীরণে অটল রবে হৃদয়।
ভাঙ্গুক অটুট রোক্ নাহি তারে করি ভয় ॥
কি জানি কি মন্ত্র শক্তি তব প্রেমে ভরা হায়।
অলক্ষিতে আরাধিতে সদা এ পরাণ চায় ॥
কি কুহক মন্ত্র বলে,
ভুলায়েছ মোরে ছলে,
ভাসিতেছি অশ্রুজলে, দহে প্রাণ যাতনায়।
গেছে সব চিরতরে হৃদি ঘেরা তমসায় ॥

সাজি

এস এ তৃষিত প্রাণে স্নিগ্ধ বারি নিরমল,
তাপিত এ ক্ষুব্ধ চিত হইবে যে সুশীতল ॥
তব প্রেমামৃত পানে,
তাপিত এ দগ্ধ প্রাণে,
কর কৃপাকণা দানে স্নিগ্ধ এই অন্তস্থল।
অনল পরীক্ষা কেন লইতেছ অবিরল ॥
এস হে হৃদয়ে মম হে হৃদয়-দেবতা।
কহিব তোমার কাছে এ দুঃখের বারতা ॥
নীরব নিভৃত নিশি,
সুপ্ত রবে দশদিশি,
না রবে আলোক রাশি নাহি রবে জনতা।
তোমারে হেরিলে নাথ দূরে যাবে ব্যগ্রতা ॥

নূতন ত নয়।

জগতের দুঃখ তাপ যত ইহা কিছু নূতন ত নয়।
তবে কেন দুঃখেরে হেরিয়া আতঙ্কেতে কাঁপিছে হৃদয় ?
নিরখিয়া দুঃখের মূরতি শিহরিয়া কেন উঠে মন ?
করে যবে প্রবল বেগেতে দুঃখ আসি গাঢ় আলিঙ্গন ॥

কাঁদিতেছ অভাবে যাহার সেকি কভু কাঁদে তোমা তরে ?
অশ্রুজলে দিবানিশি ভাস তার অশ্রু কভু কিগো ঝরে ?
বেদনায় শতধা হৃদয় হইতেছে যাহার কারণ।
পাষাণে সে গঠিয়াছে হৃদি পাষাণেতে বাঁধিয়াছে মন ॥
সংসারের দুঃখ তাপ জ্বালা ইহা কিছু না পর্শে তাহায়।
তবে কেন দুঃখ আলিঙ্গিতে সদা প্রাণ করে হায় হায় ॥
দুঃখভরা এই বসুন্ধরা সুখ লেশ ইহাতে যে নাই।
চাহে মন দুঃখেরে ত্যজিতে সুখ আশে কেন সদা ধাই ?
হেরি এই সুখ-মরীচিকা কেন মন হয় বিচলিত।
নিশির স্বপন সম হেরি আসে যায় ভ্রমে অবিরত ॥
অনিশ্চিত যে দ্রব্য জগতে তার লাগি কেন কাঁদে প্রাণ।
দৃঢ় শক্তি ধরি হৃদয়েতে দাও দুঃখে সমাদরে স্থান ॥
মুছে ফেল আঁখি জল ডুবি রহ দুঃখের সাগরে।
ধরণীর সুখ সাধ আশা কর দূর চিরদিন তরে ॥
অতি ক্ষুদ্র এই যে পৃথিবী, ক্ষুদ্র যত বাসনা হৃদয়ে।
অভিনব বেশে ওঠে নিতি নানা রাগে সুরঞ্জিত হয়ে ॥
অতি তুচ্ছ কুহেলিকাময় এই যে গো ক্ষুদ্র এ পরাণ।
নাহি তাহে নিঃস্বার্থ বিরাগ, গলে বাঁধা স্বার্থের পাষাণ ॥
নাহি হেথা অচ্ছেদ্য প্রণয় নাহি রয় ভালবাসা বাসি।
নয়নেতে তপ্ত অশ্রুজল হৃদয়েতে বিষাদের রাশি ॥

সাজি

নাহি হেথা বিমল আনন্দ সমুজ্জ্বল নহে সুখ ভায়।
দুঃখপূর্ণ রমণী-হৃদয় দুঃখের যে বসবাস তায় ॥
সুখের অরুণ ছটা তাহে নাহি করে কিরণ যে দান।
এ আঁধারে ঘিরেছে যে হৃদি তার লাগি কেন ম্রিয়মান ॥
জগতের ধূলিকণা সম এ জগতে হইয়া বিলয়।
মিশাইবে অণু পরমাণু জলবিম্ব জলে হবে লয় ॥
মিশাইবে এই সুখ-স্মৃতি বিস্মৃতির অতল সাগরে।
হইবে না কিছু মনে আর হয় যাহা দিন দুই তরে ॥
দাও মন কঠিন পরীক্ষা কর সাথী ধৈর্য্যেরে এখন।
পরীক্ষার স্থান এ জগতে দুঃখে নাহি বিচলিত মন ॥
জগতের চিরসঙ্গী দুঃখ কেন তারে কর অনাদর।
কেন ভীত শশঙ্কিত প্রাণ হেরি ওই মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর ॥
দুঃখ সুখ হবে সমভাব গিয়া সেই জীবনের পারে।
দুঃখে আর না হবে হেরিতে নিরখিয়া সে সুখ-আধারে ॥

কত কথা।

কত কথা উঠ্‌ছে সদা মনে
ভাব্‌ছি তোমায় বলি
কত গাথাই গাঁথি নিরজনে
সাজাই নিরিবিলি ॥

প্রাণের কথা বল্‌ব তোমায়
সরম রাখি দূরে।
গোপনেতে রয়েছে যে গো হায়
মম এ হৃদয়পুরে ॥

কভু ভাবি স্বপন সম একি—
স্বপন আমার সব।
কর্‌ব কি সব রাখ্‌ব কিছু বাকি
নাই যে অনুভব ॥

কতই আশা উদয় এ প্রাণে
কত বা সাধ জাগে।
ভালবাসা আসি গোপন স্থানে
রহিতে ঠাঁই মাগে ॥

সাজি

শুন্‌বে যেগো তুমি এই গীতি
সময় মত এসে।
ঘুচ্‌বে আমার সরম ভীতি
বল্‌ব তখন হেসে॥

আস্‌বে তুমি ভালবাসায়
ব্যাকুল হৃদি হয়ে।
আকুল প্রাণের দারুণ তৃষায়
তৃষিতচিত লয়ে॥

চিরদিনের গোপন্ কথা যে
আমার হৃদে রয়।
আজ্‌কে পাব সমব্যথা এ
জানায়ে সমুদয়॥

উঠে মনে প্রেমের ঢেউ সহ
কতই ভালবাসা।
নিরিবিলি বইছে অহরহ
কর্‌ছে যাওয়া আসা॥

আবেগভরা প্রাণের আশাটি
প্রাণের মাঝে লয়।
সরম আসি মরম কথাটি
সদাই চাপি রয়॥

সাজি

গোপন কথার অসীম পারাবার
আমার হিয়া খানি।
আজকে আমি কব সবিস্তার
সরম নাহি মানি॥
হৃদয়-দ্বার খুল্‌ব আমি আজি
প্রাণের আশাগুলি।
ফেল্‌ব দূরে সকল সরম লাজ
কণ্টক মত তুলি॥
কথার কথা আজ্‌কে শুধু নয়
আসল কথা কব।
আস্‌বে তুমি ওহে প্রেমময়!
বসত গৃহে তব॥
চিরদিনের এই যে বাসস্থান
আমার হৃদি মাঝে।
আর যে হেথা নাইক অভিমান
ভরা রোষের সাজে॥
নীরবেতে ফুট্‌ছে প্রাণে কত
বাসনার যে ফুল।
গোপনেতে উঠ্‌ছে প্রাণে শত
তরঙ্গসঙ্কুল॥

সাজি

সময় মত আস্‌বে তুমি হেথা
ডাক্‌বে সোহাগভরে।
রুদ্ধ আছে যত মনের ব্যথা
বল্‌ব গলে ধরে॥
মরম মম নিত্য কত শিখে
কতই করুণ গান।
তপ্ত শোণিত হৃদয় মাঝে লিখে
নিত্য নব তান॥
একে একে দিন যে চলি যায়
অন্ত যে না পাই।
সুখের স্মৃতি গাঁথা আছে তায়
দুটি আঁখির ঠাঁই॥
হিয়ার মাঝে কাহার প্রণয় স্মৃতি
ব্যাপ্ত হৃদয় মম।
ভরা প্রাণে কাহার প্রেমের গীতি
মধুর মনোরম॥
হৃদয় তন্ত্রী সদাই উঠে বাজি
কাহার গুণগানে।
কাহার লাগি মত্ত হৃদয় আজি
প্রবোধ নাহি মানে॥

পুনঃ বা কবে আসিবে সেই ক্ষণ
রহিব সুধু চাহি।
সুখসাগরে করি সন্তরণ
উঠিব অবগাহি ॥
অনিমিষে দেখ্‌ব নয়নভরে
পলক নাহি ফেলি।
মুদ্‌বনা আর এ জনম তরে
থাক্‌ব আঁখি মেলি ॥
মধুর স্বর বাজ্‌বে আমার কাণে
হব পাগল্‌পারা।
মিশিয়ে যাবে তখন প্রাণে প্রাণে
হইব আত্মহারা ॥
কইব কথা প্রাণে যত আছে
ভাঙ্গি সরম-বাঁধ।
অলক্ষ্যে তার ফির্‌ব পাছে পাছে
মিটায়ে মনের সাধ ॥
দুঃখিনীর এই দুঃখের ভাষা সব
নাইক অভিধান।
গোপনেতে তোমার কাছে কব
ত্যজিয়ে অভিমান ॥

তুচ্ছ বোধে যদি না শুন তুমি
আবেগভরা ভাষা।
সোহাগ-বলে জান্‌ব প্রাণের স্বামী
নাইক কিছু আশা॥

ভুলেছ কি ?

সেই সুখ-স্মৃতি ভুলেছ কি হায়,
স্বরগের সুখ ছিল এ ধরায়,
দুঃখ জ্বালা তাপ না ছিল হিয়ায়,
সুখের বুঝিগো ছিল না অবধি।
মানস-নিকুঞ্জে তুমি পিকবর,
প্রণয়ে বিভোর হয়ে নিরন্তর,
ছড়াইতে কত সুমধুর স্বর,
প্রেমকুঞ্জে তার হয়েছে সমাধি॥
সে অতীত কথা ভুলিব কি করে,
সদা জাগে মম মানস-মন্দিরে,
ধীরে বহে তাহা মৃদুল সমীরে,
ছুটে পরিমল সদা মন্দ মন্দ।

নিতে প্রতিশোধ দুঃখ আসে হেথা,
জাগাইয়া দেয় সে দিনের কথা,
বাড়ায় দ্বিগুণ হৃদয়ের ব্যথা,
দুঃখে পরিণত অতীত আনন্দ ॥
বহে প্রেম-স্রোত উচ্ছ্বসিত হয়ে,
পুনঃ সে তরঙ্গ মিলায় হৃদয়ে,
কভু বা সে সুপ্ত কখন জাগিয়ে,
সেই স্মৃতি সদা ভাবিব যে মনে।
হে চিরবাঞ্ছিত মম প্রাণকান্ত !
মঞ্জুল হৃদয়ে হে চিরবসন্ত,
এ জীবন কুঞ্জে নাহি যার অন্ত,
রবে আবির্ভাব জীবনে মরণে ॥
উল্লসিতময় বরষা যে তুমি,
কূলে কূলে পূর্ণ হৃদি তটভূমি,
তব স্মৃতি সদা আদরেতে চুমি,
তিরপিত হয় মম এ হৃদয়।
ভরে প্রাণ তব মন্দ মধুছন্দে,
তব সুসৌরভ কেতকীর গন্ধে,
অমৃত সে ভাষ নানা ছন্দে বন্ধে,
অমৃত মদিরা তোমার প্রণয় ॥

আধ নিমিলিত প্রেমে ঢল ঢল,
লাজ-আনমিত সতত চঞ্চল,
লাবণ্যপূরিত নয়নযুগল,
প্রেমময় সেই সুচারু বদন।
ঘন পল্লব গন্ধ পরাগে,
দিক মুখরিত গান্ধার রাগে,
চির বিকসিত ফুল্ল সোহাগে,
তব অনুরাগে উদ্দিপ্ত জীবন।
হৃদিকুঞ্জে জাগো দখিনা বাতাসে,
জাগিছ নির্ম্মল উজ্জ্বল আকাশে,
জাগো মধুময় কৌমুদীর শ্বাসে,
জাগো নব ভাবে প্রাণেতে মম।
কিম্বা সেই স্মৃতি হৃদয়নিকুঞ্জে,
আছে সুপ্ত বেশে ভরা পুঞ্জে পুঞ্জে,
মন মধুকর নাহি আর গুঞ্জে,
সে মধু ঝঙ্কার গরল সম॥
ভীত সঙ্কুচিত এ ক্ষুব্ধ পরাণে,
ব্যথিত দলিত মম এই প্রাণে,
পঞ্চম রাগেতে কি ললিত তানে,
বাজাও হৃদয়ে প্রেমের বাঁশী।

শীকরসেবিত শীতল বাতাসে,
প্রভাত-তপনে —সান্ধ্য আকাশে,
নিশীথ শয়নে জাগ মোর পাশে,
ছড়াইয়া দাও সুধার রাশি ॥
নিতি নব সাজে আসি দেখা দাও,
বসন্ত-বরষা পরাণে জাগাও,
শরৎ-হেমন্তে হৃদয় মাতাও,
উদ্দিপ্ত করিয়া বাসনা শত।
হয়েছে সমাধি চিরতরে যার,
কামনা কল্পনা সাধ লালসার,
কেন বা জাগাও প্রাণে অনিবার,
সুপ্ত যে হয়েছে জনমমত ॥
ভুলিয়াছ তুমি সেই সুখ-স্মৃতি,
নাহিক স্মরণ সে প্রণয় প্রীতি,
বিস্মৃতিরে স্থান কেন প্রাণপতি,
দিয়াছ তোমার হৃদয় মাঝে।
সেই সুখ-দিন অতীত কাহিনী,
সে মিলন সুখ সে মধু যামিনী,
তব স্নেহ-বাণী ললিত রাগিণী,
সতত আমার শ্রবণে বাজে ॥

তব প্রণয়ের নির্ঝরের ধারা,
ঢালি মোর হৃদে কর মাতোয়ারা,
তোমার প্রেমেতে প্রাণ যে গো ভরা,
তাপিত এ হৃদি হবে সুশীতল।
তোমার মূরতি আঁকিয়া মানসে,
তব স্মৃতি লয়ে যাব তব আশে,
বিস্মৃতি চাহিব গিয়া তব পাশে,
দিও নাথ! মোরে ও চরণে স্থল॥

সাধনা।

কত, জনম জনম যুগযুগান্তর,
করেছি তোমার সাধনা।
তব, সেবায় নিরত কোটি কল্পান্তর,
লভিতে তোমার করুণা॥
তুমি, অভীষ্ট আমার হৃদয়-দেবতা,
তব পদে রাখি কামনা।
আমি, পূজিব তোমারে করি একাগ্রতা,
করিব তোমার ভজনা॥

মম, মানস-মন্দিরে হৃদয়-আসনে,
তব স্থান রহে বিছানা।
ওগো, আসিয়া নীরবে সতত গোপনে,
পূরাও আমার বাসনা ॥
হায়, কোন যুগ হতে তুমি যে আমার,
নাহি কিছু তার ঠিকানা।
আহা, প্রতি পলে পলে করে অনিবার
সত্ব তোমার ঘোষণা ॥
আমি, জীবনে মরণে চিরদাসী তব,
তুমি কিগো তাহা জান না।
এবে, তোমারি আশায় চিরদিন রব,
পাশরিয়া দুঃখ যাতনা ॥
হায়, ভুলেছি জগৎ তোমারে হেরিয়া,
ভুলিয়াছি নিজ ভাবনা।
সদা, তব রূপ ধ্যানে বিভোর হইয়া,
পাশরিয়া রহি আপনা ॥
তব, প্রণয়-অমৃত প্রাণে ঢাল মম,
সুধা ধবলিত জোছনা।
মম, জুড়াবে অন্তর ওহে প্রিয়তম!
এ পিপাসা প্রাণে রবে না ॥

সাজি

তুমি, রেখেছিলে হায় সে উচ্চ হৃদয়ে,
ক্ষুদ্র এ হৃদয় মিশানা।
কেন, অকারণে তাহা দিলে গো ভাঙ্গিয়ে,
করিয়া আমারে বঞ্চনা ?
আমি, কত যুগ ব্যাপি করেছি নীরবে,
তোমারি মূরতি রচনা।
হায়, যতদিন আমি রহিব এ ভবে,
সে রূপ করিব ভজনা॥
তুমি, জেন সদা মনে ওহে প্রাণাধার!
তোমারি সেবিকা এ জনা।
এই, বিশ্বের মাঝারে কিম্বা পরপারে,
করিও না মোরে ছলনা॥
আহা, করিও স্মরণ সেই শেষ দিনে,
যবে এ ত্যজিব সীমানা।
মোর, এই নিবেদন রাখিও গো মনে,
অভাগিনী বলে ভুলনা।

———

পূর্ণতা।

পর-দুঃখে দুঃখী যাহার জীবন,
সরল যাহার প্রাণ।
ঝরিত যাহার প্রেম-প্রস্রবণ,
মৃদুরবে কলতান॥
হৃদয় যাহার ভরা মমতায়,
পর-দুঃখে মনী গলে।
নিয়োজিত প্রাণ হিত সাধনায়,
জাগে প্রাণ নব বলে॥
উথলিত যার মুক্ত কণ্ঠেতে,
করুণ রাগিণী কত।
বহিত যাহার রক্তেতে রক্তেতে,
পরহিত সেবাব্রত॥
আর্ত্তের সেবা লক্ষ্য যাহার,
তুচ্ছ বিভব-সুখ।
উন্নতচরিত্র হৃদয় উদার,
সতত হাস্য মুখ॥

সাজি

স্নেহ শিশিরেতে হইয়া সিক্ত,

প্রণয় পুষ্প ফুটে।

হয়েছিল যার হৃদয় মুক্ত,

জ্ঞান অরুণ উঠে ॥

প্রেম-রাগে ভরা যাহার পরাণ,

প্রভাত আলোকে ঝলে।

মধ্যাহ্ন গগনে দীপ্তি জ্যোতিষ্মান্,

প্রকাশে ধরণী তলে ॥

সান্ধ্য গগনে মৃদু সমীরণ,

বহিত যাহার প্রাণ।

জ্যোৎস্না নিশীথে সুধা বরিষণ,

তৃষিতে করুণা দান ॥

নিদাঘ যাহার রুদ্র তেজেতে,

প্রকাশে জগৎ মাঝে।

বরষা যাহার কুঞ্জ কুটীরেতে,

সাজিত পূর্ণ সাজে ॥

শরৎ-যামিনী মিলন-রাগিণী,

গাহিত ললিত তানে।

হেমন্তেতে ভরা যেমন ধরণী,

স্নেহভরা তার প্রাণে ॥

শীত সম যেই বিলাসবৰ্জ্জিত,
পূত পবিত্র চিতে।
কুটীল কল্পনা ছিল বিরহিত,
ভরা প্রাণ মাধুরীতে॥
বসন্ত যাহারে নিশিদিন ধরে
যৌবন রাগ মাগে।
প্রকৃতির যত শ্রেষ্ঠ উপচারে,
সজ্জিত সমভাগে॥
বিনয় নম্রতা সৌন্দর্য্য মহত্ব,
মিলেছিল নাম সহ।
দাম্ভিকতাপূর্ণ নহে হৃদি মত্ত,
ধৈর্য্যশীল অহরহ॥
বাণী যাহার বিজয় গর্ব্ব,
প্রকাশে জগৎ মাঝে।
সাহিত্য-কাননে ফুটেছিল যেই,
ফুল্ল কুসুম সাজে॥
কমলার সেই ছিল প্রিয় পুত্র,
পূর্ণ আশীষ শিরে।
লয়েছিল কত সৌভাগ্যের সূত্র,
ভাসেনি দারিদ্র্য-নীরে॥

সাজি

নির্ম্মল যার উজ্জ্বল চিত্ত,
কলুষবিহীন প্রাণে।
পরহিত-ব্রতে ছিল যে নিত্য,
সতত মত্ত দানে॥
সকলি তাহার ছিল যে সুন্দর,
সৌম্য মূরতিখানি।
স্নিগ্ধ প্রকৃতি—স্নিগ্ধ অন্তর,
শান্তি-আগার জানি॥
শান্তিপ্রিয় সেই প্রিয় শান্তি-স্থলে.
হয়েছে তাহার স্থান।
অভাগিনী জ্বলি অশান্তি-অনলে,
নাহি হয় নিবারণ॥
ওহে প্রেমময়!—হে বিশ্বপ্রেমিক!
করুণা কটাক্ষে চাহ।
চাহিনা যে নাথ! ইহার অধিক
চরণেতে স্থান দেহ॥

বিচিত্রতা।

একি প্রাণে অপরূপ ভাব,
বিপরীত বৈচিত্র্য জীবনে।
মিলনের সুখ অনুভব,
যে বিরহ তোমার বিহনে॥
মধুর করিলে প্রাণ তুমি,
দুঃখ তাপ বিদূরিয়ে তায়।
মিলনের চিরবাসভূমি,
হইয়াছে আমার হিয়ায়॥
চরণে লুটায়ে পড়া মম,
সে যে হল গৌরব আমার।
বিষকুম্ভ হল সুধাসম,
অমৃতের পূর্ণ পারাবার॥
হীনতা শ্লাঘা জ্ঞান কত,
এত সুখ পরাধীনতায়।
একে একে মিশে দুঃখ যত,
সুবিমল সুখের ধারায়॥

সাজি

বেদনায় সুখ অনুভব,

কাম্য হল শরের বিঁধন।

বিষাদ আঁধারে ঘেরা সব,

মনে হয় চাঁদের কিরণ ॥

করিয়াছি তোমারে অর্পণ

এ যুদ্ধের কবচ কৃপাণ।

তব পাশে বন্দী অনুক্ষণ,

পরাজয়ে রণ অবসান ॥

সর্ব্বস্ব যে দিয়াছি সঁপিয়া,

একেবারে রিক্ত নিঃস্ব হয়ে।

স্বার্থ সুখে বলিদান দিয়া,

লঘু হই গুরু ভার বয়ে ॥

নন্দন কানন হল মোর,

দুঃখময় এই কারাগার।

অনাদর এ তাচ্ছল্য ঘোর,

এ বৈচিত্র্যে মানি পুরস্কার ॥

সুখ সুধা করিলে গরল,

দুঃখে তুমি করিলে গো মধু।

সুখ-স্মৃতি এ চিন্তা অনল,

তোমার বিরহে প্রাণবঁধু ॥

কবে সেই জীবনের পারে,
এ বৈচিত্র্য না রবে তথায়।
মিশিবেক আলোক আঁধারে,
মিশাইবে জ্যোতি তব পায়॥

বাল্য স্মৃতি।

মনে পড়ে মনে পড়ে আজ,
বাল্যকাল মধুর স্বপন।
নাহি ছিল কপটতা লাজ,
দুঃখভরা ছিল কি এ মন॥
পিতৃগৃহে পিতামাতা-কোলে,
বাড়িলাম কতই আদরে।
দুলিতাম যথা পুষ্পদোলে,
মৃদু মৃদু স্নেহের সমীরে॥
আদরেতে বক্ষনীড় মাঝে,
রাখিতেন সদা লুকাইয়া।
আচ্ছাদিত যেন বর্ম্ম সাজে,
স্নেহময় আবরণ দিয়া॥

সাজি

ভোরে উঠি বসি বাতায়নে,
  হেরিতাম উদিত তপন।
নাহি ছিল কোন দুঃখ মনে,
  কোথা হায় সে দিন এখন !
জাগিতাম না জাগিতে রবি,
  না ছড়াতে তাহার কিরণ।
দীপ্তিময় ছিল যে গো সবি,
  সুমার্জ্জিত উজ্জ্বল হীরণ ॥
যাইতাম জননী নিকটে,
  আদরেতে ডাকিতেন মাতা ;
কহিতাম আমি অকপটে,
  ভাঙ্গা ভাঙ্গা কত কি যে কথা ॥
স্নেহময় জনকের কোলে,
  লইতাম আনন্দে আশ্রয়।
জানিতাম এ ধরণীতলে,
  সেই স্থান নিরাপদ রয় ॥
মনে পড়ে সেই সুখ-দিন,
  মনে পড়ে পিতার ভবন।
সুখ-সরে জীবন নলিন্,
  ভাসিত যে সদা সর্ব্বক্ষণ ॥

জনকের স্নেহধারা সেই,
শুকাবেনা জীবনে আমার।
এখনও দগ্ধ প্রাণে এই,
অলক্ষ্যেতে ঝরে অনিবার॥
মনে পড়ে সেই বাল্যকালে,
প্রস্ফুটিত ছিলাম গো ফুল।
শৃঙ্খলিত সে স্নেহ-শৃঙ্খলে,
সে স্নেহের নাহি ছিল তুল॥
বেড়াতাম হাসিয়া খেলিয়া,
দুঃখ নাহি ছিল অনুভব।
পিতৃগৃহে ছিলাম ফুটিয়া,
প্রস্ফুটিত হেরিতাম সব॥
মনে পড়ে মনে পড়ে হায়.
কত লঘু ছিল যে হৃদয়।
গুরুভারে ব্যথিত না হয়,
নাহি তাহে কণ্টকতাময়॥
ভাসিতাম পাখীর মতন,
ভেদি স্বচ্ছ অনিলের স্তর।
যেন শূন্যে করি বিচরণ,
শূন্যে যেন মম বাসঘর॥

সংসারের দুঃখ তাপ জ্বালা,
তাহা কিছু না স্পর্শে আমারে।
আদরেতে আদরিণী বালা,
যাপিতাম পিতার আগারে॥
ভাবি মনে জাহ্নবীর নীর,
সুদীর্ঘ সে তরু অগণন।
হেরিতাম তুলি উচ্চ শির,
পরশিছে গগন কেমন॥
ভ্রমিতাম সদা পিতা সহ,
ছিলাম যে নয়নের মণি।
হইয়াছে জীবন দুঃসহ,
হইয়াছি এ চিরদুঃখিনী॥
ধনে মানে সমুজ্জ্বল গেহ,
ভরা দিক যশের সৌরভে।
লভিতাম কি পিতার স্নেহ,
পূর্ণ প্রাণ স্নেহের গৌরবে॥
নাহি ছিল সন্তান পিতার,
পুত্র স্নেহে পালিতেন মোরে।
পুত্রস্থান করি অধিকার,
ছিলাম যে আনন্দ অন্তরে॥

বাসিত যে সবে মোরে ভাল,
কতবা সোহাগ সমাদর।
ছিলাম যে ভবনের আলো,
নাহি জানি কিবা অনাদর॥
কোথা পিতা কোথায় এখন,
কোলে কর দুঃখিনী কন্যায়।
সেই স্নেহ করিয়া স্মরণ,
রাখ পিতা মোরে তব পায়॥
ত্যজিয়াছে এ জগৎ মোরে,
ভুলিয়াছে আমারে যে সবে।
স্থান দাও তব অঙ্কোপরে,
তব কোলে যাইব নীরবে॥

উপদেশ।

অতল জলধি-গর্ভে মুকুতার সম।
রহে যদি কিছু হায় আমার জীবনে॥
উজ্জ্বল বরণে তাহা রহিয়াছে মম।
দুঃখের বারিধি-তলে মম এই মনে॥

সাজি

নহে এই অন্ধকার জীবনে আমার।
কি আলোকে এ আঁধারে করি বিচরণ॥
তব উপদেশ জাগে হৃদে অনিবার।
কভু না হইও দুঃখে বিচলিত মন॥
সুখের আলোকে কভু আলোকিত হয়ে।
বিলাসের সহচরী হইওনা মাতঃ॥
দুঃখেরে লইও সদা যতনে বরিয়ে।
কর্ত্তব্যের পানে দৃষ্টি রাখিও সতত॥
কভু না ভুলিও হেরি অনিত্য সংসার।
সর্ব্বদা কর্ত্তব্য পথে করিও ভ্রমণ।
দৃঢ়তা সংযম করে জীবনেতে সার॥
পরিয়া এই সংসারে সুদৃঢ় বন্ধন।
গঠিত হয়েছে মম এ ক্ষুদ্র হৃদয়॥
তোমার কঠিন শিক্ষা বজ্র উপাদানে।
এ দারুণ দুঃখে তাই প্রাণ দেহে রয়।
চাহিয়া সতত রহি কর্ত্তব্যের পানে॥
পিতাগো সান্ত্বনা দেয় এখনো আমারে।
তাপিতে অমৃতধারা মোর প্রাণে ঢালে॥
তব উপদেশ বাণী সদা রক্ষা করে।
মোহ অন্ধকার নাশি জ্ঞান দীপ জ্বালে॥

এখন ভুলিয়ে পথ হইলে অধীর।
উন্মত্ত এ মন হয় দুঃখের তাড়নে॥
তোমার অমৃত ভাষা মন করে স্থির।
খুলে দেয় জীবনের মোহ আবরণে॥
নয়নেতে নাহি হেরি কুহেলিকাময়।
উন্মিলিত কর মম জ্ঞানের নয়ন॥
এই যে জগতে কিছু চিরস্থায়ী নয়।
চির দিন রহে শুধু কর্ত্তব্য পালন॥
প্রোথিয়াছি হৃদে দৃঢ় বিশ্বাসের মূল।
করিয়াছি দৃঢ় মন সঙ্কল্প সাধনে॥
এই পথ যেন পিতা নাহি হয় ভুল।
রাখি সেই উপদেশ সর্ব্বদা স্মরণে॥
তোমার চরণ সদা স্মরণ করিয়া।
চলি যেন তোমারি সে নির্দ্দিষ্টের পথে॥
কর্ত্তব্য-শৃঙ্খলে প্রাণ সতত বাঁধিয়া।
উত্তরিব দুঃখপূর্ণ বসুন্ধরা হতে॥

মিশাইও।

শূন্য করেছ যদি মম এ হৃদয়াগার।
পূর্ণ কর তব প্রেমে এস হে করুণাধার॥
এ অপূর্ণ হৃদি মাঝে, এস এস পূর্ণ সাজে,
তাপিতে শীতল কর ঢালি তব প্রেমধার॥
তব প্রেম বিনা প্রাণ যেন ভূমি সাহারার।

এ বিশুষ্ক হৃদি ভূমে এস হয়ে সহকার॥
তোমার আশ্রয়ে স্থান হবে এই লতিকার।
আশ্রয়বিহীনা হয়ে, পড়িয়াছে লুটাইয়ে,
কালের কুঠারাঘাতে ছেদিয়াছে সেই তার।
তাই তব পদে স্থান চাহিতেছে অনিবার॥

জগৎ সংসার মাঝে নাহি স্থান রহিবার।
নিদাঘে তৃষিত যথা বারি বিনা হাহাকার॥
এস হে জলদ সম, এস পূর্ণ প্রিয়তম,
তাপিত জীবনে সিঞ্চি তব প্রেমামৃত সার।
মিশাইও শান্তি নীরে স্বামী পদে পরপার॥

তুমি হে জগৎপতি গতি এই অবলার।
দেহ ভক্তি কর মুক্তি সহেনা যন্ত্রনা আর॥
এই রুদ্ধ দেহ জড়ে, বাঁধি নিয়তি-নিগড়ে,
রাখিবেহে কত কাল বহায়ে এ দুঃখভার॥
অসার সংসার মাঝে তুমি সকলের সার।

অচিন্ত্য অব্যয় তুমি চিন্তনীয় মূলাধার॥
নিত্য বস্তু সদা স্থিতি হৃদয়ে কর আমার।
কর দূর মরীচিকা, তুমি হে উজ্জ্বল রাকা,
বিনাশি এ তমঃরাশি দূর কর অন্ধকার।
বিদূরিত কর প্রভু কামনা বাসনা ছার॥

স্বপ্ন।

গভীর রজনী যবে জগৎ নীরব হয়।
কে তুমি গো দয়াময়ী নেমে এস এ ধরায়॥
সজল করুণ আঁখি, মুছে দাও বুকে রাখি,
দুঃখিনীর দুঃখ দেখি দুঃখী তব ও হৃদয়॥
বিমানে বিচর লয়ে অথবা এ বিশ্বময়।

স্মৃতি

মহান্ জগৎ এই প্রকৃতি উদার প্রাণ ॥
দেখাইতে নাহি পারে ভবিষ্যৎ চিত্রখান।
অনাগত চিত্রটিরে, আঁকি দাও ধীরে ধীরে,
সুসুপ্ত হৃদয় মাঝে রেখাগুলি দাও টান।
আশার মোহন ছবি নানা রঙ্গে শোভমান ॥

ভাঙ্গি কোন মন্ত্রবলে অতীতের রুদ্ধদ্বার।
চুপে চুপে আসি কর হৃদয়েতে অধিকার ॥
গত সুখ সাধ গুলি, লয়ে সুনিপুণ তুলি,
হৃদয়ে অঙ্কিত কর নানা সাজে অনিবার।
বিমুগ্ধ মানস মম হেরিয়া সুষমা তার ॥

খুলে লও বিষাদের ঘন দৃঢ় আবরণ।
কর কি কুহকজালে হৃদিখানি আচ্ছাদন ॥
তিমির রজনী পটে, আধার মানস তটে,
তব সমুজ্জ্বল রেখা কর এ প্রাণে অঙ্কন।
জীবনের দুঃখ তাপ দূরে করে পলায়ন ॥

যতনে দেখাও নানা চিত্রপট মনোহর।
অতীতের সুখ-স্মৃতি স্তূপে স্তূপে স্তরে স্তর ॥

বিগত সুখের কথা, ভবিষ্যৎ আশালতা,
কল্পনা নীরেতে কর মুঞ্জরিত নিরন্তর।
বর্ত্তমান দুঃখ যত করি দাও স্থানান্তর ॥

ঘুমাইলে শ্রান্ত ধরা শ্রান্তিহরা ও স্বপন।
আশার নবীন রাগ কর আসি উদ্দীপন ॥
হৃদয় বীণার তানে, কি সঙ্গীত গাহে প্রাণে,
বাজে এ তাপিত মনে মধুর সুর তখন।
কোমলে মিশিয়া রহে কঠিন মম জীবন ॥

কত সুখ জাগে প্রাণে হায় স্বপন আবেসে।
মুদিলে নয়নযুগ নিদ্রার স্নেহ পরশে ॥
মনে পড়ে কত হাসি, কত ভালবাসাবাসি,
দুঃখভরা এ হৃদয় সুখ-স্রোতে যায় ভেসে।
স্বপন লইয়া যায় আশার মিলন দেশে ॥

বিশুষ্ক কুসুম।

আর কিবা ফুল আছে এ মানসে,
কেন বা যতনে করি আহরণ।
কেন ছুটে যাই কামনার পাশে,
না পারি বাসনা করিতে দমন॥

নাহিক ফুটন্ত গোলাপ সেফালি,
বেলা যাথি যুঁথি নাহিক পাই।
নাহি গন্ধরাজ মালতী চামেলি,
সুসৌরভ যে গো কিছুই নাই॥

নাহিক চম্পক সুগন্ধ বকুল,
না হেরি কামিনী কুসুম ভার।
আপন উচ্ছ্বাসে আপনি আকুল,
নাহি পরিমল সুরভি তার॥

ছুটিনু ধাইয়া সাজি করে লয়ে,
মানস-উদ্যানে আবেগভরে।
ফিরিলাম শেষে হতাশ্বাস হয়ে,
শুকায়ে গিয়াছে জনম তরে॥

তবু যে গো আমি এনেছি তুলিয়া,
বিশুষ্ক মলিন কুসুমরাজি।
তব ও পরশে উঠিবে ফুটিয়া,
আমার সাধের সাজান সাজি॥

নীরবেতে ফুটে নীরবেতে ঝরে,
সুসৌরভ তার কেহ না পায়।
আপনার মনে আকুল অন্তরে,
কাহার করুণা-কণিকা চায়॥

প্রস্ফুটিত ফুলে কি কাজ আমার,
গিয়াছে শুকায়ে সৌরভ-মধু।
মানস-উদ্যানে জ্বলে অনিবার,
নিরাশা অনল করিয়া ধুধু॥

তাপদগ্ধ এই মানস-কুসুমে,
ভরিব আমার সাজিটি হায়।
যত তাপ মোর রহে এ মরমে,
দিব আমি ওগো ভরিয়া তায়॥

বাসনা।

মরণের কালে করিয়া যতন,
কণ্টকের শয্যা করিতে রচন,
নাহি পশে যেন রবির কিরণ,
নিরবিল সেই নিভৃত নির্জ্জনে।

ঘন ঘোর যেন রহে অন্ধকার,
বিষাদেতে মোরে ঘিরি চারিধার,
আলোকের রেখা না হয় সঞ্চার.
চির আঁধারেতে রাখিও যতনে॥

মৃত্যুক্লিষ্ট পাংশু মলিন বদনে,
যেন বিষাদের ঘন আবরণে,
পরিশ্রান্ত এই অশান্তি-জীবনে,
আবরিত করি দিও গো মোরে।

যেন বহে মম দুঃখের নিশ্বাস,
জীবনেতে ভরা রহে হা হুতাশ,
হৃদয়েতে রহে বেদনার রাশ,
পরাণে নিরাশা দিওগো ভরে॥

সম্মুখে জ্বালিও চিন্তার চিতায়,
কামনা বাসনা ফেলে দিও তায়,
এ জগতে যেন নাহি রহে হায়,
দুঃখিনীর কোন দুঃখের স্মৃতি।

দুঃখ তাপ জ্বালা দিও মোর সাথে,
এ দুঃখের ভার চাপাইও মাথে,
সাজাইয়া সেই দিও নিজ হাতে,
সমব্যথা যার হৃদয়ে নিতি॥

তাপদগ্ধ এই শুষ্ক হৃদি পরে,
শুষ্ক ফুলদল যেন পড়ে ঝরে,
মধুর গুঞ্জন না করে ভ্রমরে,
না ধরে কোকিল পঞ্চমে তান।

যেন সুস্বরেতে নাহি ডাকে পাখী,
নতমুখে যেন রহে সব শাখী,
বিষাদেতে যেন দুঃখ-রেণু মাখি,
মোর দুঃখে সবে রহে ম্রিয়মান॥

যেন গো সুধাংশু রহিয়া গগনে,
জোছনার ধারা না ঢালে ভুবনে,

তমসা আবৃত এ ছার জীবনে,
পড়েনা যেন সে চাঁদের কর।

ঘুমের আবেশ না আসে নয়নে,
সুখ স্মৃতি কিছু নাহি পড়ে মনে,
যেন হেরি আমি ভূতল-শয়নে,
কণ্টকের শয্যা বাসর ঘর॥

প্রিয় সম্বোধনে যেন কেহ মোরে,
দুঃখের বারতা জিজ্ঞাসা না করে,
সমব্যথা যদি থাকে মোর তরে,
বুঝিবে আমার হৃদয়-ব্যথা।

ফিরিবে মলয় হাহারব করি,
মম দুঃখ ভাগ হৃদয়েতে ধরি,
গাহিবে যে সে গো আজীবন ভরি,
অভাগীর এই দুঃখের গাথা॥

স্বশরীরে দুঃখ দাঁড়াবে নিকটে,
মরমের কথা কব অকপটে,
যে মূরতি আঁকা এ মানসপটে,
করিয়া গোপন দেখাব তারে।

কণ্টকের শয্যা হবে ফুলদল,
সুশীতল বারি নয়নের জল,
মরণের কোলে শান্তি নিরমল,
লভিয়া যাইব জীবন-পারে ॥

গাহিবে তটিনী কুলু কুলু স্বরে,
লয়ে সমব্যথা আকুল অন্তরে,
তাপিত এ চিত উঠিবে যে ভরে,
শুনি সেই মৃদু করুণ রাগিণী।

সজল জলদ মনোদুঃখে যেন,
বারিধারা অশ্রু করে বরিষণ,
শোকের আতঙ্কে করিব তখন,
মৃদু গরজন কাতর ধ্বনি ॥

মন-কথা।

জমাইব যতনেতে যত মম মন-কথা।
হৃদয় অর্গল রোধি রাখিব তাহারে তথা॥
হৃদয়ের ছিন্ন তারে গাঁথিব করিয়া হার।
পরাইব গলদেশে দরশন পেলে তার॥
কেমন হয়েছে গাঁথা দেখিবে ঈষৎ হাসি।
অথবা ব্যাকুল হয়ে আখি জলে যাবে ভাসি॥
বহিবে যখন তার নয়নেতে অশ্রুজল।
ঝরিবে তাহার সহ মম আঁখি অবিরল॥
তৃষিত করুণ আঁখি পড়িবে আমার পানে।
গলিবে হৃদয় তার সমব্যাথা লয়ে প্রাণে॥
অধীর হইয়া কিগো পড়িব ধরণী পরে।
চমকি উঠিয়া মন যাইবে কি ভেঙ্গে চূরে॥
সোহাগ সরম ভরে রহিব কি অধোমুখে।
প্রণয়ের প্রতিদান চাহিব না মনোদুঃখে॥
সলিলেতে ভরা আঁখি মুছায়ে দিব অঞ্চলে।
গুছাইব ধীরে ধীরে চিকণ চূর্ণ কুন্তলে॥

কহিব প্রাণের কথা গলদেশ ধরি তার।
দিইব সঞ্চিত মম রাশি রাশি দুঃখভার॥
প্রদানিব স্তরে স্তরে কামনা বাসনা গুলি।
হৃদয়ের যত আশা দেখাব পরাণ খুলি॥
দেখিলে পড়িবে মনে মধুর মিলন-গাথা।
অতীতের সেই স্মৃতি পুরাণ দিনের কথা॥
বুঝিবে হৃদয়-ব্যথা পরশিলে সে হৃদয়।
আকর্ষণী শক্তি টানি লইবে যে সমুদয়॥
দেখিলে হইবে মনে পরিত্যক্ত ধরাতল।
মৃদু হাসে মৃদু ভাসে শুধাইবে এ সকল॥
'কেন বা সয়েছ এই দারুণ যাতনা প্রাণে?
কেন বা আছিলে বাঁধা শত বাধা ব্যবধানে?
কেন বা ত্বরিতে নাহি গিয়াছিলে কাছে মোর?
কেন বা দুঃখের নিশি দুঃখেতে হইল ভোর?'
শুনিয়া কহিব আমি হৃদয়ে লভি আশ্বাস।
আসিয়াছি চিরতরে করিবারে বসবাস॥
শুনিয়া জাগিবে প্রাণে অতৃপ্ত মিলন-সাধ।
ছুটিবে প্রেমের ধারা ভাঙ্গিয়া সরম-বাঁধ॥
গত স্মৃতি ভাসিবেক জীবন জলধি-জলে।
ফুটিবেক সেই স্মৃতি হৃদয়ের অন্তস্তলে॥

কহিব তাহার কাছে হবে দুঃখ অবসান।
রহিব তাহার পাশে সুখী হবে দুটি প্রাণ॥

দুইটি হৃদয়।

তোমার সহিত দেখা হবে নাকি আর ?
কে জানে সে ভবিষ্যৎ কে পারে বলিতে॥
দুইটি হৃদয় গাঁথা দিয়ে এক তার।
ছিঁড়েছে কি সেই গাঁথা কালের অসিতে ?

সত্য কভু নহে তাহা অলীক স্বপন।
আবার মিলিব মোরা সে চিরমিলনে॥
কে বলে তোমার সহ নাহি দরশন ?
সতত নেহারি আমি মানস-নয়নে॥

দুইটি হৃদয় বদ্ধ যে ভালবাসায়।
যে আলোকে বিভাসিত দুইটি অন্তর॥
ছিল এক বৃন্তে ফুল ফুটিয়া ধরায়।
ফুটিবেক পুনঃ তাহা যুগযুগান্তর॥

জন্মজন্মান্তরে কোন কি জানি কোথায় ।
ছিলাম কি ছাড়া ছাড়ি নাহি পড়ে মনে ॥
আবার হইল দেখা আসি দুজনায় ।
ক্ষণস্থায়ী রঙ্গালয় এ বিশ্বভবনে ॥

কখন নিকটে রহি কখন বা দূরে ।
কভু বা বিরহে জ্বলি কভু বা মিলন ॥
সৌর জগতেতে যথা গ্রহগণ ঘুরে ।
তেমতি ঘূর্ণায়মান মম এ জীবন ॥

মিলেছিনু এ জগতে পবিত্র বাসরে ।
নশ্বর এ ধরাধামে কত পুণ্য ফলে ॥
আবার মিলিব মোর জন্মজন্মান্তরে ।
আবার রহিব ফুটি ফুল্ল ফুলদলে ॥

অনন্ত মিলন যথা চিরবাসস্থান ।
অনন্ত সুখের যথা অন্ত নাহি হয় ॥
পাব না কি এ বিচ্ছেদ হলে অবসান ।
অনন্ত সাগর পারে মিলিব নিশ্চয় ॥

দুটি প্রাণ ছিল হায় এক ভাবে গাঁথা ।
একই হৃদয় ছিল একই জীবন ॥

তুমি নাই স্মরিলে যে বাজে প্রাণে ব্যথা।
সতত রয়েছ হৃদে প্রিয়দরশন॥

তুমি নাই একি কথা—ইহা কি প্রত্যয়?
নয় নয় কভু তাহা মিথ্যা সে ঘটনা॥
সে ভালবাসার কভু আছে কি ব্যত্যয়?
অশুভ এ বারতার কেন বা রটনা?

যখন প্রবেশি তব শয়ন-মন্দিরে।
নিরখি যখন হায় সেই শয্যা পানে॥
যেন সে সুরভিশ্বাস বহে ধীরে ধীরে।
ঈষৎ হেলিয়া বসি যেন উপাধানে॥

যেন সে অমৃত বাণী করি গো শ্রবণ।
কোকিল-কাকলী জিনি কলকণ্ঠ তান॥
নীরবে যে চারিদিকে মম এ নয়ন।
মদির মধুর ভাবে ভরে যায় প্রাণ॥

মনে হয় শৈশবের নির্ম্মল প্রণয়।
অনাবিল সুবিমল সখ্যতা মধুর॥
শৈশবের সহচরী অভিন্নহৃদয়।
ছিল সেই হৃদয়েতে স্নেহ ভরপুর॥

পড়ে মনে কৈশোরের আবেগ লালসা।
পড়ে মনে যৌবনের সুখ-সম্মিলন॥
উন্মত্ত উদ্দাম হায় সেই ভালবাসা।
গৃহ ভিত্তি গাত্রে যেন রয়েছে অঙ্কন॥

তব স্মৃতি আচ্ছাদন যেন চারি ধারে।
রহিয়াছে এখনও গৌরব প্রকাশি॥
তব প্রীতি-প্রেম-কর উজলে আগারে।
ফুটে উঠে অলক্ষ্যেতে সুষমা বিকাশি॥

হৃদি শতদল মম ও কর পরশে।
অলক্ষ্য ইঙ্গিতে ফুটে তোমারি ঈক্ষণে॥
তোমারি প্রণয়ধারা মানস সরসে।
ঢালিছ অন্তর মাঝে হায় প্রতিক্ষণে॥

তোমার সে ভালবাসা অনন্ত অক্ষয়।
অসীম সে চিরদিন সীমা নাহি তার॥
অব্যক্ত অচিন্ত্য প্রেম অসীম অব্যয়।
তব প্রেম উথলিছে সম পারাবার॥

এ হৃদয়ে ভালবাসা রবে চিরদিন।
তোমারি প্রণয় রাগে উজ্জ্বল হইয়া॥

অযতনে তাহা কভু না হবে মলিন।
তোমার আশায় তাহা আছে যে ভরিয়া ॥

নিশ্চয় তোমারে আমি পাইব আবার।
জন্মজন্মান্তরে মম পূরাবে বাসনা ॥
এ জনমে ফুরাল কি সে সাধ আমার।
অতৃপ্ত যে রহিয়াছে মনের কামনা ॥

লভিয়া জনম কিম্বা সেই পরপারে।
আবার মিলিত হব সুদৃঢ় বন্ধনে ॥
যে বন্ধন বাঁধি রহে সতত আমারে।
বাঁধিবেক প্রিয়তম পবিত্র মিলনে ॥

প্রেমাকাঙ্ক্ষা।

এ জগতে কে না হয় প্রেমের ভিখারী ?
প্রাণপণে কে না করে প্রণয়-কামনা ?
অমূল্য প্রণয় রাখে হৃদিপূর্ণ করি।
নাহিক কাহার মনে প্রেমের বাসনা ?

লভিয়ে বিপুল পণ্য লয়ে বিনিময়।
লোলুপ নিয়ত রয় লাভের আশায়॥
কোনমতে প্রেমাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ নাহি হয়।
ক্রমশঃ বাড়ে যে আশা নাহি মিটে হায়॥

মিটে না জীবনে কভু প্রণয়-লালসা।
নিবৃত্তি না হয় মন প্রেমের ব্যাপারে॥
কেবল প্রবল হয় এ প্রেমে পিয়াসা।
আবদ্ধ রহিয়া এই প্রেম-পণ্যাগারে॥

প্রণয় রতন লভি বাড়ে প্রলোভন।
দুরাশা আশার বশে ক্রমে অগ্রসর॥
এ অমূল্য রত্ন লাগি করে প্রাণপণ।
জীবন দুরাশাপূর্ণ হয় নিরন্তর॥

দুষ্প্রাপ্য এ রত্ন লাগি হইয়া ব্যাকুল।
ঘুচায় প্রেমের দায়ে যত মূলধন॥
এই রত্ন আহরিতে সতত আকুল।
অকাতরে বিনিময় দেয় প্রাণ মন॥

নাহি মিটে মন-সাধ এ ধন লভিয়া।
দ্বিগুণ লাভের আশা হৃদয়ে সতত॥

উন্মত্ত অধীর হয়ে বেড়ায় ছুটিয়া।
হৃদয়েতে এই বোঝা বহি অবিরত ॥

গভীর সাগর হতে লইয়া মাণিক।
শিরোদেশ সুশোভিত করে ধনীজন ॥
নয়নের অন্তরাল না করে ক্ষণিক।
কভুবা যতনে করে কণ্ঠ-আভরণ ॥

প্রণয় রতন নিধি লভিবার আশে।
ঝাঁপ দেয় অতল সে প্রেমের সাগরে ॥
ভূজঙ্গ হইয়া মণি দংশে অনায়াসে।
বিরহ বিষেতে পূর্ণ করি দেয় তারে ॥

বিফলতা লাভ করে কে হয় সফল।
আজীবন এই আশা দগ্ধ করে প্রাণ ॥
অমৃত ভাবিয়া লয় হয় সে গরল।
হইয়া আপনাহারা হয় শূন্যজ্ঞান ॥

জগতের পরপারে সেই প্রেমময়ে।
লইয়া হইবে শেষ এ প্রেম-ব্যাপার ॥
নিরাশার ক্ষোভ আর না রবে হৃদয়ে।
চলিবে অনন্ত কাল প্রেমের পশার ॥

মিলন-আশা।

জগতে মিলিয়া আছে মিলনের আশা।
মনেতে মিশিয়া রয় মোহ ভালবাসা॥
চায় সদা মিলিবারে,
মনে প্রাণে পরস্পরে,
মিলন-মদিরা পানে হইয়া বিবশা।
হৃদয় উন্মত্ত করে মিলনের নেশা॥

জীবনে ভরিয়া রয় সুতীব্র বাসনা।
মিলনে রয়েছে ধরা ভুলিয়া আপনা॥
উদার প্রেমের ধারা,
ব্যাপিয়া রয়েছে ধরা,
সবে করে এ জগতে মিলন-কামনা।
মিলিতে প্রিয়র সহ সতত মগনা॥

মিলায় প্রবল ধারা ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া।
মিলনের অভিলাসে সতত চাহিয়া॥
আকুলিত অনুক্ষণ,
মিলনের আশে মন,

তরঙ্গ উচ্ছ্বাস কত উঠে উথলিয়া।
সাগর-মিলনে নদী যেতেছে ছুটিয়া॥

আকুল ব্যাকুল হয়ে ঝরে প্রস্রবণ।
হতেছে গিরির সহ মধুর মিলন॥
হৃদে লয়ে সেই ধারা,
হইয়া উন্মাদপারা,
নির্ঝরিণী প্রেমধারে করে তৃপ্ত মন।
হইতেছে পাষাণেতে অমৃত সিঞ্চন॥

পূর্ব্বাকাশে উঠে রবি জ্যোতি বিচ্ছুরিয়া।
মিলন-আশায় রহে নয়ন খুলিয়া॥
চাহি রহে অনিবার,
ছড়ায় কিরণ তার,
রবির মিলনে ধরা উঠে যে হাসিয়া।
প্রণয় মিলন রাগে সুরঞ্জিত হিয়া॥

উন্মাদিনী নিশীথিনী হেরিতে শশীরে।
আকুল হইয়া চাহে ঘন নীলাম্বরে॥
সুধাংশু রহি গগনে,
চাহিয়া প্রিয়ার পানে,

ঢালে প্রেম-জ্যোৎস্না ধারা চুমে ধরণীরে।
মধুর মিলনে রহে বিহ্বল অন্তরে॥

সমীরণ ফিরিতেছে মিলনের আশে।
হৃদয় ভরিয়া লয় কুসুম-সুবাসে॥
ফুল্ল কুসুমের দলে,
অধীর মলয় খেলে,
মদির মধুর প্রেমে প্রণয়িনী পাশে।
মৃদুল হিল্লোলে কত ফুলরাণী হাসে॥

ছুটে গ্রহ উপগ্রহ উদ্দেশে কাহার।
মিলনের আশে হায় ভ্রমে অনিবার॥
মধ্য পথে পড়ে খসি,
নিরাশ বায়ুতে মিশি,
অধীর পরাণে কত করে হাহাকার।
তথাপি মিলন-সাধ হৃদয়ে তাহার॥

কুসুম মিলিতে চায় কাহার চরণে।
করে আত্ম নিবেদন সদা কায়মনে॥
হারাইয়া আপনারে,
কাহার পূজার তরে,

সাজি

প্রস্ফুটিত হয় সদা কাননে গহনে।
অতৃপ্ত মিলন-সাধ কত জাগে মনে ॥

বসন্ত শরৎ ঋতু কত আসে যায়।
প্রকৃতির সম্মিলনে সৌন্দর্য্য শোভায় ॥
জগৎ মিলন-ডোরে,
বাঁধিয়াছে সকলেরে,
মিলন আকাঙ্ক্ষা সদা হৃদয়ে জাগায়।
মিলনের আশে মন ভ্রমিতেছে হায় ॥

মিটিবে মনের সাধ হায় কতদিনে।
মিলিব সে মনোময়ে মধুর মিলনে ॥
মদির মধুর ভাবে,
মানস ভরিয়া রবে,
মিলন বাসনা যত জাগিতেছে মনে।
মিশাইয়া দিব সেই বাঞ্ছিত চরণে ॥

জীবন-কানন।

জীবন-কানন মম করি আলোকিত।
ফুটেছিলে হৃদয়েতে সুললিত বেশে ॥
সুরভিতে এ পরাণ করি বিকসিত।
মাতাইয়াছিলে প্রাণ কিসের উদ্দেশে ॥

পরিমলভরা প্রাণ ফুল্ল ফুলসাজে।
কেন বিতরিলে মধু হৃদয়ে আমার ?
বাসনা-উদ্যানে হায় এ হৃদয় মাঝে।
করেছিলে প্রণয়ের সৌরভ বিস্তার ॥

মোহন মদির রূপ উজ্জ্বল বরণ।
শান্ত মূর্ত্তি সৌম্য কান্তি সজ্জিত আসনে ॥
প্রণয় হিল্লোল মধু মৃদুল পবন।
ছড়াইত পরিমল হৃদয়-উদ্যানে ॥

তরুণ জীবন যবে বিকচ কোরক।
দেবতাদুর্লভ সেই অনাঘ্রাত ফুল ॥
আধ বিকসিত সেই বরণ চম্পক।
করেছিল হায় মম হৃদয় আকুল ॥

সাজি

সারল্যের প্রতিমূর্ত্তি শান্তি করি দান।
বিতরিলে পরিমল মধুর মাধুরী ॥
সুস্নিগ্ধ সৌরভ মধুভরা ছিল প্রাণ।
সে সৌরভে মন ভৃঙ্গ উঠিল গুঞ্জরি ॥

ফুটেছিল হৃদয়েতে মধুর সৌরভে।
মনোরম মধুময় মাধুরী বিকাশে ॥
ছিল না উন্মত্ত মন সৌন্দর্য্য গৌরবে।
ভরেছিলে প্রাণমন সুরভিত শ্বাসে ॥

ঝরিয়াছে হেমন্তের তুহীন পরশে।
ফুটিয়াছে দেবতার নন্দন কাননে ॥
দেবতা-দুর্ল্লভ ফুল কেন মর্ত্ত্যবাসে।
কেন বা রহিবে এই হৃদয়-উদ্যানে ॥

দেবতা-পূজার সেই পবিত্র কুসুম;
পাইয়াছে দেবলোকে দেব-পদে স্থান ॥
এ হৃদয় মরুভূমি করি প্রিয়তম।
দেবতা পূজার লাগি নিয়োজিলে প্রাণ ॥

পূর্ণ শশী ।

শরতের পূর্ণশশী কে তুমি গোপনে ।
হৃদয় অম্বরে ঢালি প্রণয়-কিরণ ॥
শতধারে উজলিছ সুধা বরিষণে ।
ক্ষণিক অদৃশ্য হও ক্ষণে দরশন ॥

বিষাদের মেঘমাঝে লুকাও ক্ষণিক ।
উন্মনা করিয়া প্রাণ এ বা কি চাতুরী ?
একি রীতি প্রণয়ের হে ভ্রান্ত প্রেমিক !
লুকাইছ কেন বল ও রূপ মাধুরী ?

বিভোর করিয়া প্রাণ প্রীতি-জোছনায় ।
ঢালিয়াছ প্রাণে মম অমৃত-লহর ॥
মধুর প্রণয়-ভাতিপূর্ণ এ হিয়ায় ।
প্রতিভাত হইতেছে সদা স্তরে স্তর ॥

নিভৃত হৃদয় মাঝে তোমার আসন ।
তোমারি কিরণে তাহা রহে বিভাসিত ॥
তোমারি প্রণয়ে হৃদি হয়েছে গঠন ।
তব প্রেমধারে হয় সতত প্লাবিত ॥

সাজি

মধুর রাগিণী তব ঝঙ্কারিয়া প্রাণ।
সঙ্গীত লহরী বাজে হৃদয় বীণায়॥
ছুটিয়া দিগন্তে ভাসে নাহি হয় ম্লান।
হৃদয়ের স্তরে স্তরে উছলিয়া যায়॥

সজল জলদ-জাল বিরহ আসিয়া।
আবরিয়া রাখে তব প্রণয়ের জ্যোতি॥
ঘন ঘোর বিষাদেতে হৃদয় ব্যাপিয়া।
নিরাশার কুজ্ঝটিকা দেখা দেয় নিতি॥

প্রেমময় আমি তব প্রেমের বল্লরী।
ঢাল নাথ প্রেমধারা সম প্রস্রবণ॥
স্বর্গীয় প্রেমের ধারা শান্তি-সুখকরী।
বরষিয়ে প্রিয়তম জুড়াও জীবন॥

পূত সে পবিত্র ভাতি ঢালি শিরোপর।
ঘুচাও এ লালসার সুতীব্র কামনা॥
বাসনাবর্জ্জিত কর মম এ অন্তর।
বিদূরিত কর মোর নিরাশ কল্পনা॥

আলোকিত কর হৃদি সেই স্নিগ্ধ ভায়।
ক্ষণিকের অন্ধকারে পথ না হারাই॥

আবার মিলিবে জ্যোতি জ্যোতির্ম্ময়-পায়।
হবে জ্যোতি বিভাসিত অন্তরে সদাই ॥

আবার আবার সেই জীবনের পারে।
উজ্জ্বল নির্ম্মল প্রেমে হব উদ্ভাসিত ॥
প্রণয়-কৌমুদী ঝরিবেক শতধারে।
প্রাণেশের পদ প্রান্তে হইব মিলিত ॥

এ সুখ-স্বপন।

ছিলাম বালিকা যবে সুখ-দুঃখহীন।
কেন তুমি সঞ্চারিলে এ সুখ-স্বপন ?
মোহের স্বপনাবেশে হইনু বিলীন।
ভুলিলাম হারাইনু অস্তিত্ব আপন ॥

বিকসিলে হৃদি-সরে প্রস্ফুটিত হয়ে।
মন-মধুকর মুগ্ধ করিল গুঞ্জন ॥
মঞ্জুল মানসকুঞ্জ নানা রাগ লয়ে।
মুখরিত হইল যে হৃদয় তখন ॥

সাজি

বালিকা সরলমতি নাহি ছিল জ্বালা।
খেলিতাম মন-সুখে নাচিয়া হাসিয়া ॥
কেন বা পরালে মোরে প্রণয়ের মালা ?
সুদৃঢ় এ প্রেমডোরে রাখিলে বাঁধিয়া ॥

সহসা কাড়িয়া নিলে বল কোন প্রাণে ?
ছিন্ন ভিন্ন প্রেমমালা করি নির্দয় ॥
জ্বালাইলে এ জীবন অনল প্রদানে।
তোমার বিরহে সদা জ্বলিছে হৃদয় ॥

জীবনে সুখের স্বপ্ন করিলে রচনা।
আকাশ-কুসুম কত দিয়া সাজাইলে ॥
হৃদয়ে সৃজিয়ে নানা সুখের কল্পনা।
নিরাশা—দুঃখের নীরে হায় ডুবাইলে ॥

কেন সুললিতরূপে বিনয় বচনে।
কেন মজাইলে মন করিয়া চাতুরী ?
কেন ভুলাইলে মিষ্ট প্রেম আলাপনে ?
আঁকিলে হৃদয়ে তব মোহন মাধুরী ॥

প্রণয়-পীযূষ পানে করিলে বিহ্বল।
বিভোর হইল প্রাণ মজিনু লালসে ॥

সাজি

তব প্রেমে বিকসিল হৃদি শতদল।
বিকচ কোরক প্রায় হাসিল হরষে॥

সেই সুললিত রূপ হৃদয়ে আমার।
জাগিতেছে নিশিদিন অভিনব সাজে॥
কৈশোর, তরুণ, যুবা বেশে অনিবার।
মধ্যাহ্নের মধুরতা হৃদয়েতে রাজে॥

স্নেহভরা আঁখি দুটি অনিমিষে চায়।
অলক্ষিতে সদা মোর হৃদয়ের পানে॥
নীরবে হৃদয় মম মত্ত করি হায়।
অপার প্রণয়রাশি ঢালি দেয় প্রাণে॥

সে অপার প্রণয়ের নাহি অন্তঃসীমা।
অগাধ সে ভালবাসা প্রাণে মেশামিশি॥
নির্ম্মল পবিত্র সেই স্বরগ-সুষমা।
এখন ঢালিছে প্রাণে বিষাদের রাশি॥

দেবতাবাঞ্ছিত সেই পীযূষ-ধারায়।
ক্ষরিত হৃদয়ে মম পূর্ণ মধুরিমা॥
পূরিত হৃদয় তব দেব প্রতিভায়।
বিরাজিত স্বরগের অনন্ত গরিমা।

দেবতা-আরাধ্য যাহা অপার্থিব ধন।
লভিব বিমল সুখ সন্তোষ অপার॥
আবার হইবে নাথ মধুর মিলন।
জন্মজন্মান্তরব্যাপি তুমি যে আমার॥

বিকসিবে পারিজাত মলয় চন্দনে।
চাঁদের কৌমুদী রাশি মাখাইয়া গায়॥
আবার রহিব মোরা সে দিব্য মিলনে।
প্রিয়তম পাশে রব সদা অমরায়॥

জাগরিত হব, টুটি এ মোহ-স্বপন :
বাস্তব পদার্থে গিয়া হইব মিলিত॥
বিরহের দুঃখ তাপ হবে না কখন।
লালসা, নিরাশা প্রাণে না হবে স্ফুরিত॥

এ মোহ বিকার ঘুচি লভি দিব্যজ্ঞান।
কামনা বাসনা ত্যজি অনিত্য কল্পনা॥
আবার লভিব সেই স্বামী-পদে স্থান।
বিদূরিত হবে এই বিরহ-বেদনা॥

হারায়েছি হায় !

হারায়েছি হায় ! যা ছিল আমার,
জীবনসর্ব্বস্ব জগতের সার,
এ জীবনে মম কিছু নাহি আর,
কাড়িয়া লয়েছে দারুণ বিধি ।

ছিল পরিপূর্ণ সুখের ভাণ্ডার,
ছিল পূর্ণ মম হৃদয়-আগার,
হইয়াছে শূন্য পরাণ আমার,
হারাইয়া সেই অমূল্য নিধি ॥

হৃদয়-রতন ফেলেছি হারায়ে,
শিরোমণি হায় কে নিল কাড়িয়ে,
বাজুবন্ধ তাড় কঙ্কণ বলয়ে,
রাখিতে নারিনু যতনে তারে ।

সে যে গো আমার নয়নে কজ্জ্বল,
নাসার বেসর শ্রবণে কুণ্ডল,
গজমতি-মালা বরণ উজ্জ্বল,
গাঁথিয়াছিলাম হৃদয় হারে ॥

সাজি

সাগর সিঞ্চিয়া সেই রত্ন নিধি,
মিলায়েছিলেন আমারে যে বিধি,
খুঁজিতেছি আমি হায় নিরবধি,
আমার সর্ব্বস্ব বাঞ্ছিতধন।

ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য অতুল বৈভব,
অমরবাঞ্ছিত সে যে মোর সব,
তাহার বিহনে কেমনে বা রব,
খুঁজিতেছি আমি তারে অনুক্ষণ ॥

অঙ্গের দুকুল সে যে গো আমার,
সেই আচ্ছাদনে রহি অনিবার,
হৃদয়েতে তারে চাহি বারবার,
আবরিয়া সদা রাখিব গায়।

খসিয়া পড়িছে সাধের অঞ্চল,
আলু থালু হয়ে খুঁজি অবিরল,
গিয়াছে আমার গিয়াছে সকল.
কালের কঠিন কুঠার ঘায় ॥

সে যে গো আমার রম্য নিকেতন,
নানা শোভাময় সদা সুশোভন,

জীবনের সেই প্রিয় পরিজন,
হারায়ে হৃদয় শ্মশান সম।

প্রিয় কুঞ্জবন বিলাসের স্থান,
ফল-ফুলভরা শোভিত উদ্যান,
সাজায়েছিলেন হায় ভগবান,
নন্দন কানন কি মনোরম!

প্রভাকর-তেজ চাঁদের কৌমুদী,
প্রণয়-সরসী স্নেহের সে নদী,
হইয়াছে হায় সকল সমাধি,
গিয়াছে সকলি জনমমত।

বিহঙ্গ-সঙ্গীত গিয়াছে থামিয়ে,
কুসুম-সুরভি না বহে মলয়ে,
বসন্ত শরৎ আর না আসিয়ে,
না জাগায় প্রাণে পুলক শত ॥

অধরের হাসি গিয়াছে মিশায়ে,
হৃদয়ের মধু গিয়াছে শুকায়ে,
প্রণয়ের স্রোত না যায় বহিয়ে,
না আছে লালসা জীবনে আর।

সাজি

সুখ-সাধ মোর হল সমাপন,
আশারে দিয়েছি চিরবিসর্জ্জন,
প্রেমব্রত কবে হবে উদযাপন,
বহিতে না পারি জীবন-ভার ॥

প্রকৃতির ছবি না হেরি নয়নে,
পরিণত সে যে হয়েছে শ্মশানে,
বিষাদের ছায়া ঘন আবরণে,
ঢাকিয়া রেখেছে জীবন মোর।

রিক্ত নিঃস্ব মোরে করিয়াছে কাল,
হরিয়াছে মম জীবনের আলো,
এ জীবনে ছিল সকলি যে ভাল,
কাড়িয়া লয়েছে নিদয় চোর ॥

কামনা বাসনা কল্পনা যতেক,
গিয়াছে সকলি নাহি আর এক,
নিরাশার ছবি আসিয়া শতেক,
হৃদয় জুড়িয়া রয়েছে বসি।

এ জগতে যাহা ছিল গো আমার,
কালের চরণে দিছি উপহার,

শূন্য প্রাণে সদা করি হাহাকার,
ঘিরিয়াছে প্রাণে তামসী নিশি ॥

অভাগিনী আমি হারায়েছি হায়,
সে অমূল্য নিধি হৃদি-দেবতায়,
গিয়া পরপারে মিলিব তথায়,
পাইব আমার বাঞ্ছিতধনে।

যতদিন প্রাণ রহিবে আমার,
নীরবে করিব সাধনা তাহার,
হৃদয়েতে সদা স্মরি অনিবার,
জীবন যাপিব তাহারি ধ্যানে ॥

হৃদয়-মুকুরে।

আমি, দেখেছিনু তারে হৃদয়-মুকুরে
সরলতা মাখা মুখানি।
সদা, স্মৃতিপথে হায় জাগিতেছে তায়
মধুর সরল চাহনি ॥

সাজি

ওগো, দেখেছিনু যবে প্রণয়-সৌরভে
ভরিল আমার পরাণ।
আহা, সে রূপলাবণ্য প্রেমপরিপূর্ণ
কত সুধা ছিল মাখান॥
যবে, নবীন বসন্তে হেরি প্রাণকান্তে
হারাইনু ওগো আপনা।
হৃদে, নবীন মুকুল প্রেমে বিকসিল
না ছিল হৃদয়ে বেদনা॥
কত, ফুটিল কুসুম শোভা মনোরম
হৃদয়-নিকুঞ্জে বিকাশি।
কিবা, সুরূপ ললিত বিনয়পূরিত
সুধামাখা তার সে হাসি॥
ওগো, কত সুধাধার ক্ষরিত তাহার
সুধাময় সেই হাসিতে।
হায়, সে নয়নে ভরি কত যে মাধুরী
লুকাইয়াছিল আঁখিতে॥
বুঝি, হেরি শশধর ও রূপ সুন্দর
লুকাইত ওই গগনে।
যেন, কোটি পূর্ণ ইন্দু হয়ে বিন্দু বিন্দু
পড়িত তাহার চরণে॥

ওগো, পূর্ণিমা নিশীথে পূর্ণ সে রূপেতে
উদিলে সুধাংশু অম্বরে।
কত, রজত-ভাতিতে স্নাতি ধরণীতে
ভুলায় জগৎ-জনেরে॥
তবে, হেরি সে বয়ান হত শশী ম্লান
তাহার রূপের কিরণে।
কিবা, সেরূপ অতুল নাহি সমতুল
তুলনায় তিন ভুবনে॥
কত, বহিত মলয় সৌরভ প্রণয়
ছড়ায়ে আমার হৃদয়ে।
মোরে, উন্মনা করিত সুবাসে ভরিত
প্রীতি-পরিমল ছড়ায়ে॥
ওগো, বাজিত বাঁশরী বচনে তাহারি
পাগল করিত আমারে।
যেন, বীণার বাদন সে মধু বচন
চাহে যে হৃদয় তাহারে॥
আহা, সে রূপ-মাধুর্য্য কুসুম-সৌন্দর্য্য
সহ নাহি হয় তুলনা।
বুঝি, ধরায় অতুল, ছিল সেই ফুল
বিধাতার চারু রচনা॥

সাজি

ওগো, হৃদয় তাহার স্নেহের আধার
সমূরতি স্নেহ বিরাজে।
কিবা, স্নেহেতে বিকাশি, ফুটিত সে হাসি
সতত বদন সরোজে ॥
কত, সুধা-শান্তিমাখা, সে বদন রাকা
কলঙ্কের রেখা না ছিল।
সে যে, নিস্কলঙ্কময় প্রেমের নিলয়
পাগলিনী মোরে করিল ॥
ছিল, শৈশবে যৌবনে, জীবন-মধ্যাহ্নে
সমভাবে রূপ মাধুরী।
তার, সেরূপ নেহারি আপনা পাশরি
বিকাইনু পদে তাহারি ॥
ওগো, হৃদয় আমার বিরহে তাহার
আর যে প্রবোধ মানে না।
আর, মম এ জীবনে, তাহার বিহনে
কি কাজ রাখিয়ে বলনা ॥
সেই, সর্ব্বগুণাধার প্রণয়-আধার
আমার হৃদয়-আগারে।
সদা, সে রূপ প্রভায়, উজলিছে হায়
বিনাশি হৃদয়-আঁধারে ॥

তুমি।

প্রাণময় প্রেমময় গুণময় তুমি।
হৃদয়ের অধীশ্বর আরাধ্য দেবতা ॥
তব প্রেমে প্লাবিত যে এ হৃদয় ভূমি।
জীবন ভরিয়া রয় তব মধুরতা ॥

গুণের সাগর নাথ গুণের লহরী।
তব গুণে মুগ্ধ হায় মম এ জীবন ॥
ব্যাপৃত তোমার গুণ দিগন্তেতে ভরি।
করিতেছে সকলের হৃদয় হরণ ॥

তুমি ধর্ম্ম তুমি কর্ম্ম মোক্ষ মূলাধার।
তুমি ভক্তি তুমি মুক্তি শক্তি এ জীবনে ॥
ভজন পূজন তুমি সাধনা আমার।
করিব তোমারে পূজা জীবনে মরণে ॥

তুমি জ্ঞান তুমি ধ্যান তুমি আরাধনা।
তুমি প্রেম তুমি প্রীতি বিলাস লালসা ॥
কামনা বাসনা তুমি হৃদয়ে কল্পনা।
আশার উচ্ছ্বাস তুমি প্রাণে ভালবাসা ॥

সাজি

আবেগ উচ্ছ্বাস তুমি উৎসাহ উদ্যম।
ধৃতি, মেধা, সহিষ্ণুতা, দয়া, মায়া, ক্ষমা ॥
একাধারে পূর্ণ তুমি ওহে প্রিয়তম।
অব্যক্ত ভাষায় নাহি তোমার উপমা ॥

তুমি গুরু হে আরাধ্য পথপ্রদর্শক।
সুপথে ফিরাও গতি সতত আমার ॥
তুমি শিক্ষা-জ্ঞানদাতা সুবিজ্ঞ শিক্ষক।
করেছিলে এ হৃদয়ে মহিমা বিস্তার ॥

প্রণয়ের প্রতিমূর্ত্তি কন্দর্পলাঞ্ছিত।
প্রীতির নির্ঝর তুমি স্নেহ-প্রস্রবণ ॥
জীবনের চিরসখা হে মম বাঞ্ছিত।
বিলাসের সহচর প্রিয়দরশন ॥

দেহের জীবন তুমি উত্তাপ শরীরে।
আকর্ষণ তুমি নাথ সঞ্জীবনী সুধা ॥
স্বপন সুষুপ্তি হও চেতনা অন্তরে।
আহার বিহার তুমি তুমি তৃষ্ণা ক্ষুধা ॥

তুমি মম সুখ-সাধ তুমি গো বিনয়।
সুললিত রূপ তুমি মানসমোহন ॥

মধুর প্রকৃতি তব তুমি মধুময়।
তব সুসৌরভে ব্যাপ্ত আছে ত্রিভুবন ॥

তুমি শান্তি তুমি স্নিগ্ধ তুমি জ্যোতির্ম্ময়।
তুমি রুদ্র সম তেজে কর্ত্তব্যে ভাস্কর ॥
তুমি মৃদু জ্যোৎস্না-ধারা সুধার নিলয়।
ভাতিছে কিরণ তব দিক্ দিগন্তর ॥

কুসুমের সুসৌরভ তুমি যে আমার।
বসন্তের সমীরণ মৃদুল মলয় ॥
তটিনীর কলতান বিহগ-ঝঙ্কার।
বাসন্তী নিশীথে তুমি পূর্ণচন্দ্রোদয় ॥

হে সর্ব্বজ্ঞ হে মনোজ্ঞ হে অন্তর্যামী।
প্রাণের ঈশ্বর তুমি হৃদয়ের রাজা ॥
আরাধ্য অভীষ্ট তুমি প্রভু, ভর্ত্তা স্বামী।
জীবনে মরণে সদা করিব গো পূজা ॥

হৃদয়-বীণা।

দিবস রজনী গাহিব গো আমি তোমারই গুণগান।
এ হৃদয়-বীণা আকুল উচ্ছ্বাসে তুলিবে তরুণ তান॥
তব নাম শুনি ভরিবে শ্রবণ,
তব প্রেমে মুগ্ধ মম এ জীবন,
শুনিয়া সপ্তমে বীণার বাদন ব্যাকুল হইবে প্রাণ।
ফুকারি গাহিবে মরমের কথা গলিবে তব পরাণ॥

নিশি দিন ধরে গাহিব কাতরে এই গাথা হৃদয়ের।
করুণ রাগিণী সে সুখ-কাহিনী সেই স্মৃতি অতীতের॥
নীরবে বসিয়া প্রভাত-কিরণে,
মনোদুঃখ আমি গাহিব গোপনে,
ধ্বনিবে এ দুঃখ পরশি গগনে, মিশাইবে অম্বরের।
মৃদুল পবনে সুরভির শ্বাসে এ উচ্ছ্বাস জীবনের॥

বিরহের তপ্ত বক্ষে যে গো বাজিবেক এ রাগ মূর্চ্ছনা।
তব সাধনা সঙ্গীতে রব দিশাহারা ভুলিয়া আপনা॥
নিস্তব্ধ সে নিরাশার দ্বিপ্রহরে,
বাজিবেক মম হৃদি তন্ত্র তারে,

মিলাইয়া প্রাণ দিব সেই স্বরে আমি হইব মগনা।
আমি হৃদয়-উচ্ছ্বাসে ললিত বিভাসে করিব সে গান রচনা॥

ওগো তুমি যে বাসিতে ভাল সুমধুর বীণার বাদন।
আমি গাহিব যে নিরালয়ে বসি রুদ্র যবে রবির কিরণ॥
প্রাণভরা জীবনের কাতরতা,
বিদূরিবে মধ্যাহ্নের নীরবতা,
লয়ে হৃদয়ের তপ্ত শ্বাস ভ্রমিবে সে উত্তপ্ত পবন।
যেন তন্দ্রাবেশে বিভোর মানসে আত্মহারা অনুক্ষণ॥

আমি সান্ধ্য সমীরে অতি ধীরে ধীরে এ ছিন্ন বীণার তারে।
এ শোক-সঙ্গীত গাব অবিরত আকুল করি তোমারে॥
এই তপ্ত শ্বাস স্নিগ্ধ বায়ু সনে,
মিশাইয়া দিব সন্ধ্যা-সমীরণে,
করিব উত্তপ্ত সমদুঃখী জনে করুণ-সঙ্গীতে যাবে দিক্ ভরে।
মিলি দীর্ঘ শ্বাসে মৃদুল পবন ছড়াইয়া দিবে বিশ্বচরাচরে॥

এ ভগ্ন হৃদয় উঠিবে ঝঙ্কারি বীণায় পূরিয়া তান।
বসিয়া নিভৃতে নীরব নিশীথে খুলিব এ রুদ্ধ প্রাণ॥
অলক্ষ্যেতে তুমি বাজাও গো আসি,
বাজে সপ্তমেতে তব স্মৃতিরাশি,
সুধাময় তব অধরের হাসি মদিরতা করে প্রদান।
আকুল উচ্ছ্বাসে তব প্রেমাবেশে দিশাহারা শূন্যজ্ঞান॥

সাধের ঘর ।

আমি, তোমারি আশায়, এখন যে হায়,
বাঁধিয়া রেখেছি সাধের ঘর ।
আমি, তোমারি লাগিয়া, রাখি সাজাইয়া,
আশার আলয় আনন্দকর ॥
আমি, দিবানিশি ধরে, তোমারই তরে,
অনন্ত আশায় হৃদয় মাঝে ।
আমি, বেড়াই ঘুরিয়া, উন্মনা হইয়া,
তোমারই দেওয়া সংসার-কাজে ॥
এই, সাধের আগার, সজ্জিত সংসার,
আমারে লইয়া খেলিবে বলে ।
করি, অতি মনোরম, ওহে প্রিয়তম,
মনোমত করি পাতিয়াছিলে ॥
কত, দিয়া উপাদান, করিলে নির্ম্মাণ,
এ সাধের খেলা হল না হায় !
ওগো, রাখিয়া আমারে, এ শূন্য সংসারে,
বিষাদের রাশি ভরিলে তায় ॥

আমি, কত সাধ করে, লইয়া তোমারে,
লভেছিনু প্রাণে অপার সুখ।
দূরে, দিতাম ঠেলিয়া, বিষাদের ছায়া,
নাহি হেরিতাম দুঃখের মুখ ॥
আমি, এখনও হায়, তোমারি আজ্ঞায়,
রয়েছি এ ছার সংসার বাসে।
রাখি, যতনে গুছায়ে, তোমার বলিয়ে,
রহিয়াছি হায় বিফল আশে ॥
আমি, তোমারি কারণে, যুঝি নিশিদিনে,
ভীষণ প্রবল পবন সহ।
কত, অশান্তি-তরঙ্গে, মিশিতেছে সঙ্গে,
ক্ষণে ক্ষণে উঠিতেছে অহরহ ॥
শত, ঝঞ্ঝা বজ্রাঘাত, হেরি দিন রাত,
কুজ্ঝটিকা দুঃখ ভরা যে তায়।
রহি, ঘন ঘোর মেঘে, ভীষণ নিদাঘে,
তোমার লাগিয়া বসিয়া হায় ॥
সদা, রাখি আবরিয়া, এ বক্ষ পাতিয়া,
তোমারি আদেশে হে মম প্রভু!
সেই, শেষ আজ্ঞা বাণী, দিবস রজনী,
স্মরি যে সতত ভুলিনা কভু ॥

সাজি

এই, জীবন আমার, বিফল অসার,
মনেতে রহিল মনের সাধ।
হায়, বিমুখ বিধাতা, শুধু বিফলতা,
সাধিয়াছে বিধি দারুণ বাদ ॥
যবে, ত্যজিব পৃথিবী, ডুবে আয়ুরবি,
অস্তমিত হবে সে পরপারে।
মম, এ ব্যর্থ জীবনে, হবে সেই দিনে,
সফলতাপূর্ণ হেরি তোমারে ॥
গিয়া, সে শান্তি-আলয়, ওহে প্রেমময়,
আবার পাতিব সুখের ঘর।
কোটি, কোটি যুগান্তর, কল্পকল্পান্তর,
রহিব তোমার চরণোপর ॥

আজি কেন?

হায় হায় আজি কেন, কেঁদে কেঁদে উঠে মন,
বহিতেছে কি উষ্ণ নিশ্বাস।
থেকে থেকে কেঁপে উঠি, কাহার উদ্দেশে ছুটি,
হারাইয়া অচল বিশ্বাস ॥

সে আমার সে আমার, নহে যে গো অন্য কার,
আমা ছাড়া নহে সে কখন।
লয়ে এ দৃঢ়তা মনে, এই আশা প্রাণপণে,
হৃদয়েতে করেছি পোষণ ॥
চমকিয়া উঠে প্রাণ, যেন এই বিশ্বখান,
নামিতেছে ক্রমে রসাতলে।
হারায়ে বিশ্বাস যত, খুঁজিতেছি অবিরত,
কোথায় গো সে আমার বলে ॥
নয়নে বহিছে ধারা, উন্মাদিনী জ্ঞানহারা,
অন্ধ মনে ফিরি হাহাকারে।
সৃষ্টি ঘেরা তমোময়, দৃষ্টি নাহি চলে হায়,
লুপ্ত যেন বিশ্ব চরাচরে ॥
ধরামাঝে দেখিবারে, প্রাণ কাঁদে বারে বারে,
আকুলতা প্রাণে ভরা কেন ?
কারে যেন মনে রাখি, কোথা কোথা বলি ডাকি,
শান্তিহীন চারিদিক যেন ॥
কোথা সে বাঞ্ছিত জন, করিতেছি অন্বেষণ,
কেন হয় বিফল বাসনা।
অটল বিশ্বাস-ভরে, যাহার প্রেমের তরে,
ভুলেছিনু হারায়ে আপনা ॥

সাজি

কেন সে অটল আশা, আমারে করি নিরাশা,
সতত কে দেয় দরশন।
শঙ্কাপূর্ণ ভীত মনে, কেন আজি ক্ষণে ক্ষণে,
চমকিয়া উঠি প্রতিক্ষণ॥
কি যেন হারায়ে গেছে, ফিরি তার পাছে পাছে,
অন্বেষি এ সারা বিশ্বময়।
অব্যক্ত কি ব্যথা বাজে, আজি এ হৃদয় মাঝে,
শোকাচ্ছন্ন হেরি সমুদয়॥
চকিত চঞ্চল চিত, হৃদয় সতত ভীত,
আতঙ্কেতে শিহরি সদাই।
ইহা কি সম্ভব হয়, তাহা কভু নয় নয়,
সে আমার নিকটেতে নাই॥
ভেবেছিনু সদা তারে, বাঁধিয়া প্রণয়-হারে,
পাতিয়া এ হৃদিসিংহাসন।
ছাড়িব না আর কভু, সে যে গো প্রাণের প্রভু,
দাসী আমি সেবিব চরণ॥
কোথা সে হৃদয়-নিধি, খুঁজি আমি নিরবধি,
হারাল কি সে রতন মোর।
মিলেনা তুলনা তার, সে যে জগতের সার,
কোথা মম সেই চিত্তচোর॥

কোথা নাথ আছ কোথা.   কহি সে শুভ বারতা,

কাতরতা দূর কর মম।

চাহিনা অধিক আর,   কহ শুধু একবার,

কোথা আছ ওহে প্রিয়তম ॥

কোথা তুমি—কোথা তুমি, স্বর্গে, কি এ মর্ত্ত্যভূমি

কোথা নাথ কর বসবাস ?

নিকটে কি আছ দূরে,   রহিয়াছ কোন্ পুরে,

জানিবারে করি অভিলাষ ॥

কোথা তুমি প্রাণময়,   রয়েছ কি অমরায়,

নন্দন কাননে পারিজাতে।

অনলে অনীলে জলে,   শশীতে কি তারাদলে,

নিশাঘোরে কিম্বা সে প্রভাতে ॥

অতল পয়োধি-নীরে,   বেলা ভূমে কিম্বা তীরে,

ক্রীড়া কর লহরমালায়।

কিম্বা মৃদু সমীরণে,   ভ্রমিতেছ ত্রিভুবনে,

সুসৌরভ বিতরি সবায় ॥

কোথায় প্রাণের স্বামী,   সতত যে চাহি আমি,

দরশন পরশন তব।

তোমার বিহনে হায়,   চারিদিক্ শূন্যপ্রায়,

জীবনে মরণ অনুভব ॥

সাজি

নিশি দিন তপ্ত বুকে, পুষিতেছি কত দুঃখে,
তোমার মিলন অভিলাষ।
বুঝিনা কেন বা হায়, হায় উন্মাদিনীপ্রায়,
পরেছি তোমার প্রেমফাঁস॥
ভালবাস কি না মোরে, দেখিনি বিচার করে,
ভালবাসি উন্মত্তার প্রায়।
এমন উজ্জ্বল প্রেম, কষিত বিশুদ্ধ হেম,
হয়েছিল তোমায় আমায়॥
শঠ কি সরল তুমি, ভাবিয়া দেখিনি আমি,
প্রতিদিন কিছু চাহি নাই।
কেবল মিলন-আশা, প্রাণভরা ভালবাসা,
লয়ে পদে মিশাইতে চাই॥

বিধবা।

কে ওই রমণী বিষণ্ণ বদনে দাঁড়ায়ে রয়েছে একটি ধারে?
ভূষণবিহীন দেহেতে আহা হা ভাসিতেছে ওই নয়নাসারে!
হায়রে বিধবা আহা ওই রামা নতুবা কে আর আছে এমন?
জীবন-প্রদীপ নিবিয়া এসেছে প্রতীক্ষা করিয়া আছে মরণ॥

হতাশ নয়নে আকাশের পানে নিরাশ মনেতে চাহিয়া আছে।
আশাময় এই ধরার মাঝারে সব আশা ওর ঘুচি গিয়াছে॥
সকলি যে গেল কেন ও রহিল জীবন থাকিতে জীবনহীন।
সুখময় এই সুখের জগতে সুখ-সাধ তার হয়েছে লীন॥
কেনবা এমন জনম গ্রহণ পৃথিবীতে হায় বিধবা করে।
যার স্পর্শে ভীত সকলেই হয় ভাবেনা যে কেহ তাহার তরে॥
মিলাইয়া গেছে অধরের হাসি বিষাদের রাশি রেখেছে ঢাকি।
উন্মাদিনী মত রয়েছে সতত চিতাভস্ম ছাই শরীরে মাখি॥
উদাস জীবন বিফল জগতে অকারণে কেন করে ভ্রমণ।
সম্মুখে প্রশস্ত নিরাশার ক্ষেত্র করে যে বিধবা অভিবাহন॥
সংসার-সাগরে কর্ণধারহীন এই ক্ষুদ্র গৃহ ভেলার মাঝে।
খায় হাবুডুবু হায় অভাগিনী, জলমগ্না প্রায় বিহীন সাজে॥
শূন্য হৃদয়েতে তৃষিত পরাণে বিবসা হইয়া সদাই রহে।
জীবনব্যাপিনী পিপাসায় তার সততই যে গো হৃদয় দহে॥
ধূমকেতু মত অনির্দ্দিষ্ট পথে লক্ষ্যহারা হয়ে বেড়ায় ঘুরে।
স্বরগেতে আছে পতি দেব তার কেন বা সে থাকে মরত পুরে॥
উদভ্রান্ত হৃদয়ে বেড়ায় ছুটিয়ে বাণবিদ্ধা হায় হরিণী মত।
যথা বংশীধ্বনি শুনিয়া শ্রবণে ফুকারিয়া প্রাণ উঠে যে তত॥
বিজন অরণ্যে বিচরণ করে গভীরতা কত দেখিতে পায়।
শরবিদ্ধা হয়ে আকুল পরাণে দুঃখের কণ্টক বিধে যে হায়॥

সাজি

কি দুঃখ অসহ্য তীব্র কশাঘাত কি ক্ষত বিক্ষত হইয়া আহা।
যেন প্রাণহীন জড়ের আকার কি বিচিত্র জীব হয়েছে তাহা ॥
অন্ধের মতন জীবনের পথে করে বিচরণ বিধবা নারী।
বিধে পায় কত কুশাঙ্কুর শত ভীষণ অরণ্য সম্মুখে তারি ॥
কোথায় যাইবে দাঁড়াবে বা কোথা কিছুই তাহার স্থিরতা নাই।
কেমনে বা সে যে হবে অগ্রসর অন্ধ যে গো সেই আঁধার তাই ॥
বিশেষণহীন মানুষ বলিয়া নাম রূপ তার কিছু না আছে।
সময়ের স্রোতে পড়িয়াছে ভাঁটা ভাসিতেছে সুধু দুঃখের পাছে ॥
নিয়তির এই ভীষণ চক্রেতে নিষ্পীড়িত করে জীবন তার।
দলিত পিষিত হয় অবিরত হারায়েছে ওযে জীবন-সার ॥
কি বিষাদ নিশি কি ঘোর তামসী জীবন উহার ব্যাপিয়া রবে।
অনন্ত এ রাত্রি ও তাহার যাত্রী সে সুখের দিন আর না হবে ॥
হায় অভাগিনী যেন উন্মাদিনী উদাস নয়নে চাহিয়া রয়।
বিগত সে স্মৃতি স্মরিয়া মনেতে কত বা হৃদয় আকুল হয় ॥
প্রাণের নিভৃতে জাগে অনুক্ষণ সে শুভ বিবাহ-মিলন কথা।
প্রথম প্রণয় প্রাণ বিনিময় জাগাইয়া দেয় প্রাণের ব্যথা ॥
জীবনের যষ্টি গিয়াছে ভাঙ্গিয়া চলিবার শক্তি হয়েছে রোধ।
যেন অচেতন জড়ের মতন সুখ দুঃখ কিছু নাহিক বোধ ॥
সম্পদ-সোপান ভাঙ্গিয়াছে তার ভূলুন্ঠিত তাই হয়েছে হায়।
সুখসপ্ন যত জলবিম্বমত দুঃখের সাগরে মিলায়ে যায় ॥

অদৃষ্ট চক্রের ভীষণ পেষণে কি বিষম দশা ঘটেছে ওর।
জীবনের সাধ সে বৈভব সুখ কাড়িয়া লয়েছে নিদয় চোর ॥
দুঃখের আবর্ত্তে ঘুরিতেছে আহা ঘুর্ণ পাক খায় অতল জলে।
হায়রে বিধবা সহিতেছে কত পূর্ব্বজন্ম-কৃত কর্ম্মের ফলে ॥
নাহি অধিকার জগতের কিছু সকল সম্পদ ঘুচিয়া গেছে।
হয়েছে যোগিনী চির অভাগিনী দুঃখের বিভূতি মাখিয়া আছে ॥
স্বপনেও ওকি ভেবেছিল হায় আশা ভরসায় পড়িবে ছাই।
বিধাতা লয়েছে সকলি হরিয়া এ জগতে তার কিছুই নাই ॥
বদন মলিন হৃদয় মলিন মলিনতা হেরে জগৎময়।
মলিন বেশেতে রবে চিরদিন মরণ অবধি এ ভাব রয় ॥
একাদশী দিনে শুষ্ক কণ্ঠ তার হৃদয়ের তৃষা হয় প্রবল।
আহা বলি কেহ না শুধায় তারে জ্বলিছে হৃদয়ে বৈধব্যানল ॥
থাক্ সে বা যাক্ থাক্ বা না থাক্ কিবা প্রয়োজন তাহাতে কার।
হেয় সে ঘৃণিত সমাজবর্জ্জিত কি কাজ রাখিয়া জীবন তার ॥
মনের আগুনে জ্বলিয়া জ্বলিয়া সদা ভস্ম তার হতেছে প্রাণ।
ওহে ভগবান করুণানিদান করহে তাহারে এ দুঃখে ত্রাণ ॥

লোকান্তরে।

বরষ বরষ পরে, আবার সে লোকান্তরে,
প্রিয়তম মিলিব আবার।
সেই আশে রহে প্রাণ, নাহি কোন ব্যবধান,
প্রাণেশ্বর তুমি যে আমার ॥
তুমি হৃদয়ের রাজা, করি যে তোমার পূজা,
সেবিকার সার সেবাব্রত।
যাপিব তোমারি ধ্যানে, উৎসর্গ করেছি প্রাণে,
তব কাজে রহিব নিয়ত ॥
সদা রবে হৃদয়েশ, ধরিয়া মোহন বেশ,
রাজ্যেশ্বর প্রাণেশ্বর মম।
মম হৃদি-সিংহাসন, তথা তুমি হে রাজন,
অধিষ্ঠিত ওহে প্রিয়তম ॥
আমার এ প্রাণ মন, প্রজাভাবে অনুক্ষণ,
চলিতেছে তব অনুজ্ঞায়।
তব সুশাসন গুণে, তোমার নিয়মাধীনে,
রাজ-কর প্রদানে তোমায় ॥

সাজি

সাজাইয়া রাজ্য পাট,   তোমার সাধের হাট,
তব প্রতীক্ষায় রহে বসি।
প্রহরী নিরাশা দ্বারে,   প্রহারিছে বারে বারে,
বিরহের তীক্ষ্ণ-ধার অসি ॥
ক্ষুদ্র হৃদি ক্ষুদ্র আমি,   বৃহৎ মহৎ তুমি,
স্বামী প্রভু ভর্ত্তা হে আমার।
কিন্তু নাথ এ হৃদয়ে,   ছিলে যে অধীপ হয়ে,
নিজ রাজ্য ইহা যে তোমার ॥
আমার যা কিছু আছে,   দিয়াছি তোমার কাছে,
নিঃসহায় হয়েছি এখন।
দিয়াছি জনম তরে,   জীবন উৎসর্গ করে,
দুঃখিনীর দেহ প্রাণ মন ॥
বুকভরা ভালবাসা,   প্রাণভরা যত আশা,
হৃদয়ের যাহা আকিঞ্চন।
বাঁধিয়া সোহাগ-হারে,   তুষিনি কি সমাদরে,
করিনি কি প্রিয় সম্ভাষণ?
এক ফোঁটা আঁখি-জলে,   তোমার চরণ-তলে,
বিধৌত কি না হয়েছে কভু।
কখন কি এই দাসী,   লইয়া ভকতিরাশি,
পূজে নাই হে প্রাণের প্রভু ॥

তবে কেন প্রাণপতি, নিদয় দাসীর প্রতি,
ভুলে আছ অভাগী বলিয়া।
আমি এ বিরহবাসে, তোমার মিলন আশে,
রব তব করুণা চাহিয়া॥
বুঝেছি হে প্রাণময়, গিয়া যেই অমরায়,
পূর্ব্বভাব নাহি আর আজ।
তুমি স্বর্গে হে পবিত্র, নির্ম্মল পূতচরিত্র,
প্রণম্য হে ওহে রাজরাজ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য ব্যবধানে, রহিয়াছ পুণ্যস্থানে,
হে দেবতা দেবের বাঞ্ছিত।
ত্যজিয়াছ ধরাতল, পুণ্যময় সুশীতল,
দেবধামে রহ বিরাজিত॥
সদা তব অঙ্গদ্যুতি, প্রদানিছে কত জ্যোতি,
শত জ্যোতি ভাতে সে চরণে।
মম হৃদি রাজ:পরে, রবে যুগযুগান্তরে,
তুমি মোর জীবনে মরণে॥
চিরদাসী আমি তব, তোমারি সেবায় রব,
এ জীবন কাটাইব আশে।
পাব বলে পুনরায়, যাপি যে জীবন হায়,
জীবনান্তে রব তব পাশে॥

যথা তথা তুমি রও, তথাপি আমার হও,
এ জগতে কিম্বা লোকান্তরে।
আবার মিলিব আমি, তব পদ-অনুগামী,
গিয়া সেই জীবনের পারে ॥

যাইগো সেথায়।

যাই আমি যাই গো সেথায়।
চাবনা ফিরিয়া আর,
তুচ্ছ এ সংসার সার,
প্রাণের মমতা মম রাখিয়া হেথায় ॥
যাব চলি ধীরে ধীরে,
মরণ-সাগর-তীরে,
অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা শত রাখিয়া পিছনে।
বিষাদ আঁধার হতে,
আপনারে বিদূরিতে,
চেষ্টিত যে রব প্রাণপণে ॥

শান্তি

সন্তরিব এ সংসার,
অনন্ত তরঙ্গ পার,
ভুলিয়া রব না আর ভবের খেলায়।
আবার কাহার তরে,
রহিব জীবন ধরে,
জ্বলিছে হৃদয় খানি কত যাতনায়॥
দেখ দেখি ভেবে মনে,
ভুলেছ কি প্রলোভনে,
কি লভিলে এতদিনে কেবল দুরাশা।
আশারে বিদায় করে,
দিয়াছ জনমতরে,
প্রকাশিছে শতছবি শুধুই নিরাশা॥
যাব সে অমর-স্থানে,
নাহি সাধ আর মনে,
সহিবারে জগতের বিষম বেদনা।
সংসারের দুঃখ-ভার,
বহিতে হবে না আর,
বিষাদ-তরঙ্গাঘাতে ভাসিতে হবে না॥
বিচ্ছেদের কোন ভয়,
তথায় নাহিক রয়,
নিরমল পূত প্রেম উথলে যথায়।

মিলনের উপকূলে,
নীরব হিল্লোলে দুলে,
মৃদুল প্রণয়-ধার ধীরে বয়ে যায় ॥
পুনঃ কত ঢেউ উঠে,
লহরে লহরে ছুটে,
বিমল প্রেমের বন্যা বহিছে সতত।
প্রেমে রহে মগ্ন প্রাণ,
প্রেম-স্রোতে ভাসমান,
পবিত্র প্রণয়-ধারা বহে অবিরত ॥
আশার উদ্যানে ফুল,
ফুটিয়াছে কি অতুল,
হতাশের নিশ্বাসেতে না পড়ে ঝরিয়া।
হৃদয় অনলে তাহা,
না শুকায় কভু আহা,
শুধু হাহাকার ধ্বনি না রহে জাগিয়া ॥
তথায় জোছনা ভাসে,
দামিনী চমকে হাসে,
উজলিয়া দশদিক্ রূপের প্রভায়।
মৃদুকণ্ঠে গাহে পাখী,
ফলভরা সব শাখী,
কুলু কুলু কল তানে কল্লোলিনী গায় ॥

তথায় রবির কর,
বিভাসিছে নিরন্তর,
উজ্জ্বল মহিমা ভাতি অমর কিরণ।
প্রফুল্ল কুসুমদলে,
মধুকর দলে দলে,
করিতেছে ফুলে ফুলে প্রীতি আলিঙ্গন॥
মধুর মলয়া তথা,
শ্যাম স্নিগ্ধ তরুলতা,
মরমের তীব্র জ্বালা না জ্বলে তথায়।
যাই তথা ছুটে যাই,
হেথা কিছু কাজ নাই,
বিরহ-বিষাদভরা নিরাশ ধরায়॥
পড়ে নিয়তির করে,
এ ছার সংসার ঘোরে,
আর কতদিন হায় করিব যাপন।
কেন বা রহিব আর,
লয়ে শুধু হাহাকার,
কেন বা বহিব আর অসার জীবন॥
যুগযুগান্তর কত,
করিতেছি যাতায়াত,
অদৃষ্টচক্রের এই বিষম আবর্ত্তে।

সংসারের সুখ হায়,
নিমেষে ফুরায়ে যায়,
বায়ু স্তরে পায় লয় মরীচিকাবর্ত্তে ॥
কতবা সহিব বল,
এ দারুণ দুঃখানল,
কতকাল সাহারায় করিব ভ্রমণ।
জীবনের এ নিরাশা,
হৃদয়ের এই তৃষা,
বিষম বিরহ ভার করিয়া বহন ॥
শান্তিধামে যাব চলে,
রব সে চরণ তলে,
উপনীত হব গিয়ে শান্তি-নিকেতন ॥

কত দূরে?

কোথায় গিয়াছে চলে বল গো সে কত দূরে।
ভ্রমিতেছে কোন স্থলে বসতি বা কোন্ পুরে॥
আসিবে না বুঝি আর বারেক দেখিতে হায়।
তাহার আসার আশে সব দিন চলে যায়॥
না জানি গো কোন দুঃখে ফেলিত সে আঁখিজল।
চাহিত আমার মুখে করি আঁখি ছলছল॥
কি জানি সে কোন ব্যথা বিঁধেছিল হৃদি তার।
প্রণয়ের অভিযোগ শুধাইত শতবার॥
ভালবাসি আমি কত তুমি কি জান না মনে।
মম এ জীবন যাপি চাহি তব মুখ পানে॥
সরমেতে সঙ্কুচিত হইত নয়ন মোর।
হেরিয়া নীরব মোরে ফেলিত যে আঁখিলোর॥
আবেগ উচ্ছ্বাস ভরে কহিত বা কত কথা।
জানাইত হৃদয়ের অভিমান যত ব্যথা॥
আকুল হইয়ে যে গো হইয়া উদাস মন।
চাহিত যে মান ভিক্ষা মম কাছে অনুক্ষণ॥
রহিতাম অভিমানে নাহি জানিতাম হায়।
সে দারুণ মান-বহ্নি দহিবে জীবন তায়॥

প্রতিপদে ফেলি গেছে সুদীর্ঘ নিশ্বাস তার।
এ হৃদয় ভেঙ্গে দেছে আঁখি ঝরে শতধার॥
মনে পড়ে নিশিদিন অতীতের অভিনয়।
কালের করাল গর্ভে সে দিন হয়েছে লয়॥
শূন্য প্রাণে ভগ্ন মনে ভাবি তাই অনিবার।
বিশুষ্ক সে বদনের স্মৃতি করে হাহাকার॥
লাজ মান তেয়াগিয়া এখন যাইতে সাধ।
চলিব স্রোতের মত মানিব না কোন বাঁধ॥
লুটায়ে পড়িব গিয়া তাহার চরণতল।
ধোয়াব চরণ তার ঢালি মম আঁখি জল॥
চাহিব যে মান ভিক্ষা নতশিরে সকাতরে।
ভালবাস মোরে কত জেনেছি তাহা অন্তরে॥
কহিব যে নীরবেতে গলদেশে ধরি হায়।
ভালবাসে সে আমারে আমি ভালবাসি তায়॥
করিয়াছি ছিন্ন আমি সূক্ষ্ম সরমের ডোর।
অভিমান দৃঢ় ফাঁস না আছে জীবনে মোর॥
বিকাইব সে চরণে শুধিব প্রেমের ধার।
জীবনে মরণে যে গো চিরদাসী আমি তার॥

উদাসিনী।

উদাসিনী শিখিয়াছে ভালবাসিবারে।
বুঝিয়াছে গভীরতা কত বা তাহার॥
নিঃস্বার্থ প্রণয় রহে হৃদি ব্যাপ্ত করে।
প্রেমময় হইয়াছে এ জীবন তার॥

কতবা মহান্ এই পূত ভালবাসা।
অনুভব প্রতিক্ষণ হইতেছে হায়॥
নাহি আছে প্রতিদান কেবল নিরাশা।
তথাপি সে প্রেম-আশে সদা মন ধায়॥

উদাস নয়নে চাহে সে যে উদাসিনী।
উদ্‌ভ্রান্ত প্রণয়ে রহে মত্ত অনুক্ষণ॥
উত্তাল উচ্ছ্বাস বহে দিবস রজনী।
উপহার দিয়াছে সে নিজ প্রাণমন॥

উদাসিনী লভিয়াছে সরল প্রণয়।
নাহি তাহে জটিলতা মলিনতা ঘেরা॥
হৃদয়ের সব আশা স্বার্থ-গন্ধময়।
বিদূরিত হইয়াছে এ জীবন সারা॥

শিখিয়াছে অভাগিনী আত্মবিসর্জ্জন।
আপনার বলি কিছু না আছে ধরায় ॥
করিয়াছে ত্যাগ শিক্ষা সংযম সাধন।
সতত পরের দুঃখে রহে দুঃখী হায় ॥

কাঁদিতে পরের শোকে আজীবন ভরে।
অভ্যস্ত সে হইয়াছে উদাস হৃদয়ে ॥
নাহি আছে আত্ম-পর-ভেদাভেদ করে।
পরের দুঃখেতে প্রাণ দিয়াছে মিলায়ে ॥

প্রণয়সাগর ঘোরে ডুবি নিশিদিন।
করিতেছে একমনে সাধনা কাহার ॥
প্রতি পলে আশা ভাতি হইতেছে ক্ষীণ।
কাহার ধেয়ানে মগ্ন রহে অনিবার ॥

নাহি আছে সংসারের কিছুই কামনা।
সুখ দুঃখ কোন জ্ঞান নাহিক জীবনে ॥
নাহিক উদ্বেগ কোন না আছে সান্ত্বনা।
নিরাশার সহ যুঝি হায় প্রতিক্ষণে ॥

ডুবিয়াছে আশাতরী নিরাশা-তুফানে।
ভগ্ন প্রাণে শ্রান্ত আঁখি করি বিলোকন ॥

হইয়াছি উদাসিনী সে ছবি দর্শনে।
সেই দৃশ্যে রহে প্রাণ সদা নিমগন ॥

নিরিবিলি নির্জনেতে বসি একাকিনী।
উদাস উন্মত্ত মন রহে জড় প্রায় ॥
সহসা হৃদয়ে ছুটে উন্মাদ রাগিণী।
দিগদিগন্তর ব্যাপি সে গাথা ছড়ায় ॥

সহসা চমকি উঠে চারিদিকে চেয়ে।
করে যেন একমনে কিছু অন্বেষণ ॥
আকুল ব্যাকুল ভাঙ্গা হৃদিখানি লয়ে।
উন্মাদিনী সম হায় করে বিচরণ ॥

কোন স্মৃতি মাঝে হায় ডুবিয়া সদাই।
কাহার প্রণয় সুধা করে আকুলিত ॥
সেরূপ মদিরা পানে বিভোর যে তাই।
জগতের সব কাজে হয়েছে বিরত ॥

সকল কামনা ঢালি স্মৃতির সাগরে।
সেই সে অভীষ্ট দেবে পূজিছে হৃদয়ে ॥
পূজেছিল যাহা সেই বিবাহ-বাসরে।
সে মূরতি পূজিবেক আজীবন লয়ে ॥

আশার বাঁশরী আর না বাজে শ্রবণে।
কামনার শত ছবি প্রকাশ না হয়॥
বাসনাবর্জ্জিত এই নিরাশ জীবনে।
শুধু সে মিলন-আশা করি প্রাণ রয়॥

করিয়াছে সার ব্রত এ মহা সাধন।
হইয়াছে বিরাগিণী বিরহে কাহার॥
কাহার ধ্যানেতে মগ্ন রহে অনুক্ষণ।
কোন স্মৃতিমন্ত্র-বলে চলে অনিবার॥

দৃঢ় সে সংকল্প করি একমাত্র মনে।
মিলিবারে জীবনের যবনিকা পাশে॥
আরাধ্য দেবতা তাই পূজে প্রাণপণে।
রহিয়াছে পরপারে মিলনের আশে॥

সুধাইব।

এস হে হৃদয়-নাথ! সম্মুখে দাঁড়াও মম।
ও রূপ মাধুরী হেরি এস এস প্রিয়তম!
এস নাথ! এস এস,
হৃদিসিংহাসনে বস,
জুড়াই তৃষিত আঁখি হেরি রূপ অনুপম।
এ মনোমন্দিরে পূজা করিব হে মনোরম!

বহুদিন হল গত দিনে দিনে প্রাণেশ্বর!
আকুল আহ্বানে তাই ডাকি নাথ নিরন্তর॥
এস এস এস আজ,
এস হে হৃদয়রাজ!
ছুটুক প্রণয়স্রোত উথলি উঠি অন্তর।
ঝরুক এ শ্রান্ত আঁখি তব প্রেমে ঝর ঝর॥

কেমনেতে প্রাণময় দুঃখিনীরে আছ ভুলে।
দিনান্তে বারেক মনে পড়ে না অভাগী বলে?
কোন অভিমান-ভরে,
ভুলিয়াছ চিরতরে,

বল কি দোষেতে দোষী দাসী ও চরণতলে ?
পাইব তোমারে পুনঃ মিলনের উপকূলে ॥

এস এস চিরসাথী এস কাছে প্রাণাধার !
খুলে দিই মরমের অবরুদ্ধ শোকদ্বার ॥
এ নিভৃত হৃদিমাঝ,
এস হে নীরবে আজ,
এস এ তাপিত প্রাণে ভরা যাহে হাহাকার।
উঠিবে বাজিয়া তবে হৃদয় বীণার তার ॥

এস এস হৃদয়েতে জীবন-সর্ব্বস্বধন !
কহিব তোমার কাছে এ মম মনোবেদন ॥
জিজ্ঞাসিব ধীরে ধীরে,
তবু কি চাবে না ফিরে,
ভাসিয়া নয়ননীরে করিব গো নিবেদন।
ছিলে যে বিরহে মম কহ তার বিবরণ ॥

সুধাব তোমারে আমি ছিলেত হে ভাল সখা !
ছিল তো অধরে হাসি অনন্ত সুষমামাখা ॥
ছিল শান্তি ছিল সুখ,
হয়নিত কোন দুঃখ,

সাজি

ছিল কি মলিন হয়ে উজ্জ্বল বদন রাকা।
মাধুরীতে ছিল ভরা ও দুটি নয়ন বাঁকা॥

কোন দিন বিষাদেতে সুনীল ও আঁখিদ্বয়।
হয়নি তো বারেকও উছলিয়া জলময়॥
কভু কোন দিন ভুলে,
ডাকনি কি জ্যোতি বলে,
এত কি কঠিন তব হইয়াছে ও হৃদয়।
পাষাণ নির্দ্দয় কিবা আছ সেই প্রেমময়॥

না না তুমি স্নেহময় প্রেমময় গুণাধার।
উথলে তোমার হৃদে প্রীতি-প্রেম-পারাবার॥
ও মহান্ হৃদি তলে,
প্রণয়-লহরী খেলে,
প্রেমের সে স্নিগ্ধ বায়ু বহিতেছে অনিবার।
শত সে সহস্রধারে উৎস ঝরে করুণার॥

উথলি অনন্ত প্রেম ভাসাইছে মোরে হায়।
প্রথম মিলনে যাহা লভেছিনু এ হিয়ায়॥
কত শান্তি তাহে ভরা,
ছিল এ জীবন সারা,

আমার অমূল্য নিধি হরেনিল বিধাতায়।
শত সাধনার বলে মিলেছিল এ ধরায়॥

অজানা সে কোন স্থানে আমার হৃদয়নিধি।
আকুল আহ্বান মোরে করিতেছে নিরবধি॥
রহি রহি অন্তস্তলে,
কে যেন ডাকিছে বলে,
আসিছে আহ্বান-ধ্বনি ভেদিয়া দুঃখ-জলধি।
সে স্মৃতি-মন্দিরে মম হয়েছে চির সমাধি॥

হা ধিক নিঠুরা আমি কেন বা কিসের লাগি।
বিরহ-বাসরে রহি এ সারা জীবন জাগি॥
তাহার বিরহ লয়ে,
বহিতেছি স্থির হয়ে,
সহিতেছি কত দুঃখ হয়েছি চির অভাগী।
কেনবা সংসারে রই হয়েছে যে সে বিরাগী॥

এস নাথ নিকটেতে ভুলে যাই সব দুঃখ।
আদরে লইব ঘরে হেরিব ও চাঁদমুখ॥
হে বিধাতা দয়ানিধি,
কাঁদাও না নিরবধি,

মিলাও অমূল্য নিধি জীবনান্তে দিও সুখ।
মিলি সে চরণ-তলে ঘুচিবেক মম দুঃখ॥

অর্দ্ধপথে।

জীবনের অর্দ্ধপথে,
না হইতে অগ্রসর।
সুদিব্য বিমান রথে,
বিচরিলে নভোপর॥
স্বার্থের কুটীল দৃষ্টি,
দূরে রাখি হে মহান।
করিলে কি শান্তি সৃষ্টি,
বিরচিলে শান্তি-স্থান॥
কালের কটাক্ষ হায়,
ছুটে এল শিরোপর।
হইল ব্যাকুল তায়,
প্রেমপূর্ণ সে অন্তর॥

সংসার-রহস্য বুঝি,
ভাল না লাগিল আর।
একাকী সে ভাবে আজি,
চলি গেলে গুণাধার॥
দূরেতে ফেলিয়া রাখি,
জগতের অভিনয়।
ত্যাগের বিভূতি মাখি,
করিলে ইন্দ্রিয় জয়॥
মুছিয়ে ফেলিলে তাই,
জীবনের যত সুখ।
অসার বাসনা নাই,
প্রশস্ত প্রশান্ত বুক॥
অশান্তি-অনল-কণা,
করিল কি তাপময়।
হিংসা দ্বেষ ক্রূর ফণা,
দংশিল কি ও হৃদয়॥
নাহি পাপ তাপ যথা,
নাহি কোন কোলাহল।
আপনার ভাবে তথা,
আছ মুগ্ধ অবিচল॥

সাজি

অনন্ত উদার সবি,

অসীম অগাধ স্নেহ।

নিয়ত দিতেছে প্লাবি,

পরিশ্রান্ত ক্লান্ত দেহ॥

সেই আশে সন্তোষের,

সমর্পিয়া মনপ্রাণ।

করিলে কি জীবনের,

মহাদিবা অবসান॥

(আ) জীবন কাটাইনু কুহকে আশার।

(সি) মাবদ্ধ এ জীবন দুঃখের আগার॥

(য়া) সিয়া জগৎ মাঝে মরীচিকা হেরি।

(এ) ক্ষুদ্র হৃদয় ভ্রমে তাহাতে বিচরি॥

(ধ) রণীর যত আশা জীবনে লইয়া।

(রা) খিলাম হৃদয়েতে যতন করিয়া॥

(ত) খন না জানি মনে স্বপনেও হায়।

(লে) পিবে বিষাদ রাশি অভাগিনী-গায়॥

(প্র) ণয়ের প্রীতি-নীরে করিনু গাহন।

(ন) তুবা হইবে কেন এ দুঃখ এখন।

(য়) তিশয় অনভিজ্ঞা অভাগিনী আমি।
(জ) পি নাই ভক্তি নাই জগতের স্বামী॥
(ল) য়েছিনু একান্তেতে প্রেমব্রত মনে।
(ধি)ক্ ধিক্ শতধিক্ আমার জীবনে॥
(জ)গতের দুঃখ জ্বালা ভাবি নাই কভু।
(লে)খা ছিল এত দুঃখ মোর ভালে বিভু॥
(আ) জি এ জীবন হায় শ্মশান সমান।
(জি) বনের যাহা ছিল করেছি প্রদান॥
(ব) লিয়াছি হৃদয়ের ভাষা গলে ধরে।
(ন) মিয়াছি প্রীতিভরে চরণ উপরে॥
(ডু) বিয়াছি প্রেমে তার হারায়ে আপনা।
(বে) চিয়াছি এ হৃদয়, করিল ছলনা॥
(ছি) ছি একি কপটতা করিল নিঠুর।
(লে) পিল নয়নে ভ্রম-অঞ্জন প্রচুর॥
(কি) করিনু পিয়িলাম অজ্ঞান মদিরা।
(হ) য়ে প্রেমভিখারিণী হনু আত্মহারা॥
(বে) লা গেলে কি হইবে ভাবিনাই মনে
(এ) সেছিনু সুখ-আশে সংসার আপণে॥
(খ) সিয়াছে জীবনের মোহ আবরণ।
(ন) য়নেতে হেরি তাই অনিত্য ভুবন॥

(হা) য় কিবা এখনও মানসের গতি।
(য়) চিতে বিভূর পদ নাহি হয় মতি ॥
(বি) ষম ভ্রমের বশে হয়ে প্রতারিত।
(র) হিয়াছি সর্ব্বদাই ভুরাশা-বেষ্টিত ॥
(হ) ইয়াছি উন্মাদিনী উদ্দেশে যাহার।
(ত) বুও সে জন নাহি চাহে একবার ॥
(র)হিয়াছি অভিমগ্ন তাহারই ধ্যানে।
(জ্ঞা) নেতে তাহারে ভাবি অথবা অজ্ঞানে ॥
(ঘা) ত প্রতিঘাত হয় হৃদয়ে আমার।
(তে) মন প্রার্থিত মম কিছু নহে আর ॥
(দুঃ) খের সাগর মাঝে রয়েছি ডুবিয়া।
(খ) সিয়াছে আশা হাল গিয়াছে ভাঙ্গিয়া ॥
(ঘা) ত প্রতিঘাত লাগি বিরহ-তুফান ;
(ত) রঙ্গ প্রবল আসি নাশিতেছে প্রাণ ॥
(প্র) ণয়ের ব্রত যাহা করেছিনু সার।
(তি) লে তিলে প্রদানিছে আহুতি তাহার ॥
(ঘা) ত প্রতিঘাত করে হৃদয় অনলে।
(তে) কারণে এ জীবন সতত যে জ্বলে ॥
(প্র) জ্বলিত রহে অগ্নি জীবন শ্মশানে।
(ব) হিছে নিরাশা বায়ু উত্তপ্ত পরাণে ॥

(ল) ইয়াছে জীবনের সুখ সাধ হরি।
(নি)বিড় তমসাচ্ছন্ন রহে দুঃখে ভরি॥
(রা)খিয়াছি এ জীবন ভবিষ্য আশায়।
(শা)রদ প্রভাতে যথা কুসুমের ন্যায়॥
(স্রো)ত যথা বহি যায় অবিরাম গতি।
(তে) মতি সে পদ প্রান্তে ধায় মম মতি॥
(আ) জীবন পূজি তারে বাসনা কেবল।
(জি)বনে যে জন হয় ধ্রুব লক্ষ্যস্থল॥
(প্রা)ণপণে সে চরণে রাখি চিত্ত স্থির।
(ণ) মিব তাহারি পদে হয়ে নতশির॥
(যা)ইবারে সাধ মনে সে গন্তব্য স্থানে।
(য়) ধিক বাসনা আর নাহি মোর প্রাণে॥
(ম)তি গতি সে চরণে রহিবে আমার।
(ম)নের মন্দিরে নিত্য সেবি অনিবার॥

উথলিছে।

উথলিছে কেন দুঃখ-পারাবার,
যাতনাজড়িত তাপিত প্রাণে।
কেন বা সকলে করে হাহাকার,
কেন বা বসিয়া নতবয়ানে॥

কেন বা সহসা দেখি হেথা সেথা,
বিষাদের স্রোতে মগন সবে!
আপনার মনে গাহে কেহ কোথা,
বিলাপ রাগিণী করুণ রবে॥

যে দিকে নেহারি হেরি সব ঠাঁই,
বহিছে অতুল দুঃখ-লহরী।
কার প্রাণে যেন কোন সুখ নাই।
দুঃখেতে রয়েছে জীবন ভরি॥

ঘরে ঘরে সবে করে শোকধ্বনি,
বাল বৃদ্ধ যুবা যতেক নারী।
হাহাকার রবে পূরেছে ধরণী,
স্তব্ধ ধরাতল আরাবে তারি॥

কে বলিবে কেন সহসা এ ভাবে,
কাঁদিল সবার উৎফুল্ল প্রাণ।
ভাঙ্গিল কি আজি এ ভীষণ রবে,
প্রকৃতি রাণীর সুখের গান॥

নিরাশায় আজি দুঃখের দলনে,
বিদলিত হল সবার মন।
আশার আশ্বাসে সুখের পবনে,
নাচিবে না আর জগৎ-জন॥

তাই বুঝি আজি সবে সমস্বরে,
ফুকারি কহিছে দুঃখের কথা।
নয়নের ধারা বরিষণ করে,
প্রকাশিছে সবে হৃদয়-ব্যথা॥

হৃদয় সবার যাহার লাগিয়ে,
হল উচাটন যাতনা ঘোরে।
সে করুণ প্রাণ স্বরগে রহিয়ে,
অলক্ষ্যে সান্ত্বনা দেন সবারে॥

প্রথম দর্শন।

সেই মোর প্রথম দর্শন।
ঘোমটায় মুখ ঢাকি, সতত সরমে থাকি,
হৃদয়ের কথা রাখি হৃদয়ে গোপন ॥

সেই বুঝি মধুর মিলন।
আঁখি দুটি করি নত, লাজভরে অবনত,
হৃদয়ে বাসনা শত সরে না বচন ॥

সেই কিগো প্রেমের লক্ষণ।
কাঁপিতেছে দেহ লাজে, দুরু দুরু হিয়া মাঝে,
সদা নববধূ সাজে করি বিচরণ ॥

লুকাইয়া করি দরশন।
ঘন ঘন বহে শ্বাস, আলু থালু কেশপাশ,
শিথিল অঙ্গের বাস নিশ্চল চরণ ॥

হেরিলাম কি রূপ মোহন।
অনিমিষে হেরি সাধ, একি দায় পরমাদ,
থর থর কাঁপে পদ মহা বিড়ম্বন ॥

কত সাধ হৃদয়ে তখন।
লুকাইয়া দেখি তারে, জানিতে না দিই কারে,
ঘুরি ফিরি বারে বারে তাহারি কারণ ॥

লুকোচুরি কেন অকারণ।
কেন বা লুকায়ে থাকি, চমকি যে থাকি থাকি,
অতৃপ্ত বাসনা রাখি হৃদয়ে গোপন ॥

ছিল সেই সুখের জীবন।
সরলা বালিকা বধূ, হৃদে ভরা ছিল মধু,
জীবনেতে ছিল শুধু সরম তখন ॥

পড়িতাম সমুখে যখন।
আদরে ধরিয়া করে, কতই যে সমাদরে,
করিত সোহাগভরে শতেক চুম্বন ॥

কত ভাষা কহিল নয়ন।
বাসনা-ব্যাকুল প্রাণে, চাহি মম মুখ পানে,
হারাইয়া বাহ্য জ্ঞানে রহিল তখন ॥

বাহু পাশে হৃদয়ে বন্ধন।
'এস লো লুকায়ে রাখি, দিও না আমারে ফাঁকি,
সুধাদানে সুধামুখী তোষ লো এ জন ॥

পলাইতে না দিব এখন।
সতত রাখিব তোরে, বাঁধিয়া প্রণয়-ডোরে;
কভু না তিলেক তরে হব অদর্শন॥

কেন হেরি বিশুষ্ক বদন।
কেন আঁখি ছল ছল, বিবরিয়া মোরে বল,
কেন বা করিয়া ছল কর পলায়ন॥'

শুনি সেই মধুর বচন।
আঁখি আর ম্রিয়মাণ, আর কেঁপে উঠে প্রাণ,
হইলাম শূন্যজ্ঞান, আনত আনন॥

সঁপিয়াছি যারে প্রাণ মন;
কেন বা তাহার পাশে, এতেক সরম আসে,
কহিতে যে রোধে শ্বাসে না হয় স্ফুরণ॥

করেছিনু হৃদয়ে কল্পন।
কত যে শিখিনু ছাই, কিছুই যে মনে নাই,
সরমে পলাতে চাই লুকায়ে বদন॥

সরিল না একটি বচন।
শুধু রহিলাম চেয়ে, অতৃপ্ত বাসনা লয়ে,
হারায়েছি লাজ ভয়ে সেই শুভক্ষণ॥

কাঁপিলাম স্খলিত চরণ।
ঢলি পড়িলাম ধীরে, তাহার হৃদয়পরে,
পাতিয়া বিশাল বক্ষ করিল ধারণ ॥

রহিলাম যেন অচেতন।
কোমল পরশে তার, বাহ্য জ্ঞান নাহি আর,
যেন হয় অনিবার সুধার সিঞ্চন ॥

আবেগের দৃঢ় আলিঙ্গন।
পড়িনু তাহাতে বাঁধা, রহিতে বাসনা সদা,
নাহি যেন কোন বাধা সুখের স্বপন ॥

এ স্বপ্ন না ভাঙ্গিবে কখন।
ভাবিনু তখন মনে, রব চির এ বন্ধনে,
মিশাইয়া প্রাণে প্রাণে রব অনুক্ষণ ॥

কতক্ষণে পাইয়া চেতন।
উঠিলাম চমকিয়া, অঙ্গবাস সম্বরিয়া,
প্রতিদান প্রণয়ের করিয়া জ্ঞাপন ॥

নির্নিমিষে করি নিরীক্ষণ।
ক্ষরে সুধা বদনেতে, মাদকতা নয়নেতে,
কত কথা নীরবেতে কহিনু তখন ॥

পলাইতে করি আয়োজন।
আর বুঝি কোনমতে, চরণ চাহে না যেতে,
হাসিল পশ্চাৎ হতে সহচরিগণ ॥

গেঁথেছি যে করিয়া যতন।
একটি একটি করি, প্রতি দিবা বিভাবরী,
অতীত সে সুখ-স্মৃতি করি বিরচন ॥

হায় সেই সুখের মিলন।
সে সুখ প্রেমের স্মৃতি, পড়ে মনে দিবা রাতি,
সে লাজ-সরম-ভ্রাতি কোথায় এখন ॥

দিয়াছি সে মান বিসর্জ্জন।
সাধা কাঁদা এই কাজ, হয়েছে আমার আজ,
নাহি সে মানিনী সাজ অভাগী এ জন ॥

সেই দিন করি যে স্মরণ।
সে বাল্য প্রণয়-খেলা, ছিলাম চপলা বালা,
নাহি ছিল কোন জ্বালা হৃদয়ে তখন ॥

উত্তপ্ত এ তাপিতার মন।
সেই প্রেম সুশীতল, দেয় শান্তি অবিরল,
হৃদয়ের অন্তঃস্তল করিয়া প্লাবন ॥

সেই প্রেম চাহি অনুক্ষণ।
সেই নব অনুরাগে, সতত হৃদয় জাগে,
ভিখারিণী তাই মাগে বাঞ্ছিত সে ধন ॥

মৃত্যু কারে বলে ?

মৃত্যু কারে বলে বুঝি শব্দশূন্য উপকূলে।
যেই কূলে নাহি ঊর্ম্মির প্রপাত,
কিম্বা নাহি কোন ধরার আরাব,
কিম্বা নাহি তথা বহে ঝঞ্ঝাবাত,
নাহি দেখা যায় কিম্বা দেখে সব,
তাহারেই লোকে বুঝি মৃত্যু বলে ॥

বুঝি চিরতরে সর্ব্বোত্তম বিশ্রাম নিদ্রায়।
কেহ নাহি করে যে ব্যাঘাত,
শশঙ্কিত সরে যায় দূরে,
নাহি লাগে কোন প্রতিঘাত,
নিস্তব্ধ সে নিশ্চিন্ত সুদূরে,
তাই চঞ্চলিত না হয় সেথায় ॥

স্মাজি

স্বপ্ন উপাদানে ঘেরা এই মানব জীবন।
হইয়াছে তাহে অস্তিত্ব বিকাশ,
স্বপ্ন জাগরণ যথাক্রমে হয়,
করিতেছে দেহে জীবনী প্রকাশ,
যবে মহানিদ্রা-অভিভূত নয়,
কর্ম্মক্ষেত্রে রহে জাগ্রত তখন॥

হায় সবে এ জগতে তবে মৃত্যু বলে কারে।
যশের ছটায় নাহি যার,
উদ্ভাসিত দিগন্তর হয়,
প্রকৃতই মৃত্যু গণি তার,
চিরনিদ্রা চিরদিন রয়,
না জাগায় যশোগানে যারে॥

সদা মনের মন্দিরে যারে পূজে সর্ব্বলোক।
মৃত্যু বলে তারে নাহি গণি,
জীবিত সে রহে যুগান্তর,
দিগন্তেতে যার যশধ্বনি,
ধ্বনিত যে হয় নিরন্তর,
রহে জাগরিত যশের আলোক॥

নিবিড় সে নিরিবিলি স্থানে ক্লান্ত নিদ্রা ঘোরে।
মহানিদ্রাবশে নাহি জাগরণ,
শ্রবণে না পশে বিশ্বের কল্লোল,
সুপ্তিমগ্ন সদা না রহে স্বপন,
স্থির শ্রান্ত চিত্ত রহে অবিচল,
তমসা রজনী কিম্বা রবি-করে॥

বহে তথা ধীরে ধীরে স্নিগ্ধ পুণ্যের বাতাস।
সুপ্তিমগ্ন করে সর্ব্বলোকে,
শব্দশূন্য সেই উপকূলে,
অভিভূত নহে দুঃখ শোকে,
এ জগৎ নিদ্রাবশে ভুলে,
এই ভ্রান্তি ত্যজি সেই দিগাকাশে॥

মৃত্যু কারে বুলে মাত্র হয় এই দেহান্তর।
জীর্ণ বাস যথা দূরে দিয়া ফেলি,
নব বস্ত্রে করে দেহ আচ্ছাদন,
সেইরূপ যায় দিব্যধামে চলি,
জাগ্রত অথবা ত্যজিয়া স্বপন,
মৃত্যু নহে সেই মাত্র লোকান্তর॥

অবিনাশি কীর্ত্তি যার জাগি রহে ধরাতলে।
চিরনিদ্রা তার নাহি কভু হয়,
অমর সে সদা যুগযুগান্তরে,
মানবের হৃদে জাগরিত রয়,
বিস্মরণ নিদ্রা না স্পর্শে তাহারে,
রহে স্মৃতি জাগি সে বিস্মৃতি স্থলে॥

অন্তিমে।

যেন সে শেষের দিনে
হে মম হৃদয়-স্বামী!
দিবে দেখা সে অন্তিমে
আমার অন্তর্যামী॥

বরষিবে স্নেহবারি
কৃপাকণা করি দান।
যাতনা সহিতে নারি
করো দুঃখ অবসান॥

প্লাবিত করিবে মম
জ্বালাময় এ হৃদয়।
পাশরিব প্রিয়তম
গত দুঃখ সমুদয়॥

বহিবে না আর তবে
বিরহের তপ্ত শ্বাস।
করিতে নাহিক হবে
নীরবেতে হা হুতাশ॥

উথলি তোমার স্নেহ
ভাসিবেক চারিধার।
সে স্নিগ্ধ পরশে দেহ
জুড়াইবে তাপিতার॥

অনন্ত তরঙ্গ-মালা
উঠিবেক উচ্ছ্বসিয়া।
নির্ব্বাণ করিবে জ্বালা
সেই স্রোতে ডুবাইয়া॥

রহিয়াছি সেই আশে
সীমাহীন এ সংসারে।

তুচ্ছ এই ছার বাসে
তব স্মৃতি হৃদে ধরে ॥

ভুলে যেও প্রাণময়
যত মান অভিমান।
ভুলে যেও সমুদয়
প্রণয়ের বৃথা ভাণ ॥

কখন্ কি করিয়াছি
রেখনাক কিছু মনে।
ভ্রমবশে কি বলেছি
রাখ তাহা বিস্মরণে ॥

দেখা হলে মোর সনে
তুল না সে সব কথা।
দিও না আঘাত মনে
পরাণে দিও না ব্যথা ॥

এই শুধু মনে করো
কভু করি নাই দোষ।
তোমারি ভাবিয়া স্মরো
রেখ না মনেতে রোষ ॥

অলক্ষ্যেতে কাছে আসি
মুখখানি রাখি মুখে।
অধরে বিমল হাসি
মলিনতা দিবে ঢেকে ॥

মম শীর্ণ দেহ'পরে
তব পূর্ণ আলিঙ্গন।
করিবে সোহাগ-ভরে
দুঃখশূন্য হবে মন ॥

উজলি উঠিবে মম
হীনপ্রভ আঁখিদ্বয়।
ধন্য হব প্রিয়তম
তোমাতে হইব লয় ॥

মিশাইবে পদে তব
নশ্বর মম জীবন।
দূরে দূরে নাহি রব
হবে চিরসম্মিলন ॥

ভিন্ন দেহ একপ্রাণ
ছিল আমা দোঁহাকার।

অনন্তের ক্রোড়ে স্থান
পাব আমি পুনর্ব্বার ॥

পতি-পত্নী যে অভেদ
জানি হিন্দুশাস্ত্রে কয় ।
পবিত্র তুমি মহাত্মা
তব আত্মা পুণ্যময় ॥

শত সাধনার বলে
মিশাইব তব পায় ।
পূর্ব্বজন্ম-কর্ম্মফলে
তোমারে পাইব হায় ॥

যেন সেই শেষ দিনে
হে প্রেমিক গুণাধার ।
স্বর্গ মর্ত্ত্য ব্যবধানে
রেখ না প্রভেদ আর ॥

সম্মুখে অনন্ত সিন্ধু
মাঝে গতি রোধে হায় ।
চিরসখা তুমি বন্ধু
কর্ণধার দরিয়ায় ॥

আগমনে।

নিরিবিলি গৃহ নীরব রজনী,
বিনিদ্র নয়ন স্তব্ধ এ ধরণী,
প্রাণে বাজে কার মধুর রাগিণী,
আকুল পরাণ করিয়া মোর।
সচকিতে চাহি চারিদিক পানে,
যেন সেই স্বর শুনি আমি কাণে,
ব্যাকুলিত এই তৃষিত পরাণে,
কি মোহ মদিরা ঢালিল ঘোর॥
অনুভব হয় সে যেন গো আসে,
বিরহ-মলিন এ ব্যাকুল বাসে,
কুসুমিত সেই সুরভির শ্বাসে,
ভরিয়া যে উঠে দিক্ সমুদয়।
কার স্মৃতি প্রাণে করে বিচরণ,
কার প্রতিকৃতি মানসে অঙ্কন,
কার অঙ্গ-দ্যুতি উজ্জ্বল বরণ,
আলোকিত করে আঁধার হৃদয়॥

তারি আগমনে যেন প্রতি স্থান,
আনন্দে উৎফুল্ল সুখে ভাসমান,
আকাঙ্ক্ষিত তারে করিতে আহ্বান,
সাদরে লইতে তাহারে ডাকি।
ভগ্ন হৃদি বীণা ছিন্ন সব তার,
তাহারি সঙ্কেতে করিল ঝঙ্কার,
যতনে বাজায় যেন অনিবার,
অলক্ষিত কোন স্থানেতে থাকি ॥
হেরি চারি দিক্ হয়ে আন্‌মন,
প্রতি পলে ভাবি তারি আগমন,
বহে যবে ধীরে মৃদু সমীরণ,
আসিতেছে ফিরে বলিয়া চাই।
উছলিয়া পড়ে সুধাকর-দ্যুতি,
মনে হয় বুঝি সেই অঙ্গ-জ্যোতি,
সেই স্নিগ্ধরূপ তাহার মুরতি,
একমনে আমি হেরি গো তাই ॥
অদূরে শুনিলে পাতার মর্ম্মর,
মনে করি বুঝি আসে প্রাণেশ্বর,
পুলকে উথলি উঠে যে অন্তর,
রহি যে তাহারি আসার আশে ;

কার আশা মোর সদা প্রাণে জাগে,
সুরঞ্জিত প্রাণ কার দীপ্ত রাগে,
ভরা এ হৃদয় সে প্রেম-সোহাগে,
বসবাস তার এ হৃদি-বাসে ॥

সহসা চমকি ত্যজি মোহাবেশ,
কোথা হায় কোথা কোথায় প্রাণেশ,
ধরেছে প্রকৃতি কুহকিনী-বেশ,
ভুলায় আমারে একি ছলনে।

শত আশা-ছবি করিয়া অঙ্কিত,
করিল আমার হৃদয় মোহিত,
মরীচিকা পাশে ধাই অবিরত,
উন্মাদিনী মত উদ্‌ভ্রান্ত মনে ॥

কোথা প্রাণাধিক কোথা নাথ তুমি,
রয়েছ ত্রিদিবে আমি মর্ত্ত্যভূমি,
কিম্বা এ অন্তরে হে অন্তর্যামী,
আছ মম স্বামী মানসে মোর।

অলক্ষ্যে আমারে কি ছল কৌশলে,
প্রতারণা কর অভাগিনী বলে,
কি দোষ করেছি ও চরণতলে,
কেন বা কাঁদাও হৃদয়চোর ॥

সাজি

করিও না ছল মম প্রতি আর,
পদাশ্রিতা নাথ আমি যে তোমার,
তব প্রেমে মুগ্ধ হৃদয় আমার,
হে আরাধ্য দেব বাঞ্ছিত মম।
নিকটেতে কিম্বা রহ নাথ দূরে,
হেরি অনুক্ষণ এ চিত্ত-মুকুরে,
দেখা দাও আসি এ হৃদয়পুরে,
অলক্ষিত হয়ে হে প্রিয়তম॥
ছড়াও হৃদয়ে মধুর কিরণ,
উজলিয়া তবে উঠে প্রাণ মন,
গাঢ় তমোরাশি বিনাশে তখন,
নাথ তোমার প্রণয়ধারা।
প্রেম-উদ্‌ভাসিত সে কর চুমিয়া,
উদ্দেশে আবেশে বিভোরা হইয়া,
এ হৃদয় যায় সোহাগে গলিয়া,
আমি হইয়ে আপনাহারা॥
ভাবি ভ্রান্ত হয়ে সেরূপ ললিত,
বিনয় প্রণয়ে বিমোহিত চিত,
অলক্ষ্যে অন্তরে হইয়া উদিত,
আশা-রজ্জু দিয়া বাঁধ আমারে।

কহ কাণে কাণে চুপে চুপে আসি,
আমি যে তোমার প্রণয়পিয়াসী,
লব মম পাশে কত ভালবাসি,
মিলিবে আবার সে পরপারে ॥

কোন খানে।

কি জানি সে কোন খানে,
রহি কোন দিব্যস্থানে,
প্রণয়-প্রবাহ প্রাণে ঢালে অনিবার।
ক্ষুদ্র হৃদে সে হিল্লোল,
বহিতেছে অবিরল,
অনন্ত লহরী তাহে বহিছে অপার ॥
শুষ্ক হৃদি শতদলে,
সিক্ত তব স্নেহ-জলে,
করিতেছ কি কৌশলে অলক্ষ্যেতে হায়।

সাজি

উথলি অনন্ত স্নেহ,
ভাসায়ে দিতেছে দেহ,
তাপিত হৃদয় সিক্ত তব করুণায় ॥
অনন্ত সে প্রেম-ডোরে,
বাঁধিয়া রেখেছ মোরে,
সদা তব প্রেম তরে উন্মাদিনী হই।
ভরা আছে কত শান্তি,
সুপবিত্র নাহি ভ্রান্তি,
মনশ্চক্ষে দিব্যকান্তি হেরি সুখে রই ॥
কি জানি কি মন্ত্রে মন,
বশীভূত অনুক্ষণ,
ভুলেছে যে এ জীবন পাইয়া তোমারে।
অন্ধ বিশ্বাসের ঘোর,
আবরিত প্রাণ মোর,
নাম-মন্ত্র-শক্তি-জোর দুর্ব্বল সংসারে ॥
কাঁদাইছ কাঁদি তাই,
নিজ জ্ঞানে কিছু নাই,
সদা শুনিবারে পাই তোমার বচন।
তব শেষ আজ্ঞাবাণী,
সেই সে উদ্দেশ্য জানি,
করিতেছে অভাগিনী কর্ত্তব্য পালন ॥

নাহি আছে দ্বিধাদ্বন্দ,
বিবেচনা ভালমন্দ,
দৃঢ়তা বিশ্বাস-অন্ধ জীবনেতে রয় ।
তোমাতে সঁপিয়া সব,
নিশ্চিন্ততা অনুভব,
করিয়াছে প্রাণবধ আমার হৃদয় ॥
তোমার সখ্যতা-গুণে,
বশ্যতা মানিয়া মনে,
দাসী হয়ে শ্রীচরণে সঁপি প্রাণ মন ।
তব আজ্ঞা পাপ পুণ্য,
জীবনে মেনেছি ধন্য,
না আছে বাসনা অন্য না জানি সাধন ॥
তোমার আদর্শ ছবি,
যেন দীপ্ত শত রবি,
তোমারি করুণা সবি স্নিগ্ধ তেজোময় ।
তোমারি সঙ্কেতে মন,
সঞ্চালিত সর্ব্বক্ষণ,
মম এ ইন্দ্রিয়গণ তবাধীন রয় ॥
তোমারি ইঙ্গিতে নাথ,
সহি দুঃখ-ঝঞ্ঝাবাত,
ও বিরহ-শেলাঘাত ভেদিয়াছে প্রাণ ।

তুমি গুরু পূজ্য তুমি,
দাসী যে সেবিকা আমি,
হে মম অন্তর্যামী দেহ পদে স্থান ॥

বিগত।

বিগত সে সুখ-স্মৃতি মম সুখের স্বপন,
দুঃখে দিন যায়।
বিরহ-কণ্টক-বীজ আজি হয়েছে বপন,
এ হৃদয়ে হায় ॥
শৈশবের সেই সুখকর প্রীতিভরা দিন,
গেছে ফুরাইয়া।
বিস্মৃতি অতল গর্ভে তাহা হইয়াছে লীন,
রহে মিশাইয়া ॥
অদম্য উচ্ছ্বাস অধীরতা সে যৌবনে,
কোথায় এখন।
অস্তমিত হইয়াছে হায় মধ্যাহ্ন গগনে,
উজ্জ্বল তপন ॥

মুঞ্জরিত ছিল যবে মম এ জীবন ফুল,
ভরা পরিমল।
গুঞ্জরিয়া আসি তবে আশা অলিকুল,
গুঞ্জে অবিরল ॥
জীবন কুসুমে মত্ত ছিল মানস ভ্রমর,
সুখ-মধু পানে।
মদিরতা বশে হয়ে সদা উদ্‌ভ্রান্ত অন্তর,
অলস অজ্ঞানে ॥
ভাবে নাই কভু সে সুখের দিন হবে গত,
বিষাদ-আঁধারে।
নিরাশার বিভীষিকাময় হেরিব যে শত,
ছবি এ সংসারে ॥
ভাঙ্গল যে হায় অকস্মাৎ সে সুখের মেলা,
সন্ধ্যা এল ধীরে।
ফুরাইয়া গেল যেগো ওই জীবনের বেলা,
দুঃখ-অস্ত-তীরে ॥
কভু ভাবি নাই মনে সে উজ্জ্বল দিন যাবে,
আঁধারে মিশিয়া।
সুখের জীবন হবে দুঃখময় এই ভাবে,
ভ্রমিব কাঁদিয়া ॥

সাজি

এল ঘনাইয়া বিভীষিকাময়ী চুপে চুপে,
তমসা সে রাত্রি।
ডুবাইতে মোরে চিরতরে দুখঃতম কূপে,
এ দুঃখের যাত্রী॥
নিমিষেতে গেল যেগো মোর ফুরায়ে সকলি,
কালের আবর্ত্তে।
যাপি এ জীবন হতাশেতে শূন্য নিরিবিলি,
তাপময় মর্ত্ত্যে॥
সাহারার মরুক্ষেত্রপ্রায় হইয়াছে প্রাণ,
আমার এখন।
আশাবারি বিন্দু মাত্র নাহি পায় স্থান,
উত্তপ্ত জীবন॥
শ্মশানের জলন্ত অঙ্গার সম হইয়াছে,
মম এ হৃদয়।
বিক্ষিপ্ত সে চিতাভস্ম ছাই যেগো ভরিয়াছে,
দিক্ সমুদয়॥
অন্ধ মম এ নয়নযুগ কার অদর্শনে.
কোথা বা সে হায়।
আকুল পরাণে উন্মত্ত হইয়া সে চরণে,
মিশিবারে চায়॥

সন্ধ্যা এল।

ধীরে ধীরে ওই বুঝি সন্ধ্যা এল,
অনন্ত আঁধারে, মিশাইতে মোরে,
হায় বসুন্ধরা ম্লান হয়ে গেল ॥

একি বিভীষিকাময়ী রজনী।
এ আঁধার চিত্তে, কি ভীষণ চিত্রে,
করিল অঙ্কিত নিষ্ঠুরা ধরণী ॥

মধ্যাহ্নেতে ছিল দীপ্তি জ্যোতিষ্মান্।
নিশার তিমিরে, মিলাইল ধীরে,
উজ্জ্বল মিহিরে কে করিল ম্লান ॥

প্রভাতের সেই সুস্নিগ্ধ কিরণ।
ক্রমে জ্যোতির্ম্ময়, দিক্ সমুদয়,
ধরণীতে হয় জ্যোতি বিকিরণ ॥

দিবা অবসান হল চিরতরে।
চির অন্ধকারে, ঢাকি চরাচরে,
মিলাইল ধীরে সে অস্ত-শিখরে ॥

সাজি

এল সন্ধ্যা মম জীবন–বেলায়।
তামসী নিশীথ, হল অকস্মাৎ,
ছিলাম নিশ্চিন্ত সুখের খেলায়॥

এই বুঝি রীতি হয় প্রকৃতির।
পর্য্যায়েতে হয়, কাল বিনিময়,
সুখ পায় লয় দুঃখ রয় স্থির॥

সবে মাত্র রহে স্মৃতির আলোক।
দুঃখ-অন্ধকারে, এ আলোক হেরে,
হয় ক্ষণ তরে বিদূরিত শোক॥

জীবনের গতি হয় সীমাহীন।
এ অজানা পথে, দুঃখ-মনোরথে,
ভ্রমিব জগতে আর কতদিন॥

সম্মুখে বিস্তৃত প্রশস্ত সাহারা।
নাহি আশা তৃণ, সুখ-ছায়াহীন,
নাহি আছে কোন বাসনায় ঘেরা॥

উত্তরিব কবে এ মরু প্রান্তর।
বিষাদ-যামিনী, ভ্রমি একাকিনী,
ত্যজি এ ধরণী হব অগ্রসর॥

জীবন-প্রভাতে হইবে সুদিন।

সে চির আলোকে, মিলন পুলকে,

রব সে দ্যুলোকে সে চরণে লীন॥

ভালবাসা।

গেছ কিগো ত্যজি মোরে স্থির ভালবাসা।

বেঁধেছিলে চিরতরে হৃদয়েতে বাসা॥

এ ক্ষীণ হৃদয় মম দিলে কি দলিয়া।

বিশুদ্ধ কুসুম সম পড়িল ঝরিয়া॥

কাঁপায়ে আঘাতে তব এ জীবন সারা।

কোথা বা লুকাল সব তব সঙ্গিনীরা॥

পাগলিনী করি মোরে গিয়াছ কি চলি।

চপলা না জানি তোরে দৃঢ়চিত্ত বলি॥

সুশীলা সুধীরা ভাবি সমাদর করি।

দিয়েছিনু স্থান হৃদে আজীবন ভরি॥

শূন্য করি সেই স্থান যাইতে কি সাধ।

বাসনা কি হয় মনে সাধিবারে বাদ॥

সাজি

ডুবাইতে স্মৃতি যত কর কি প্রয়াস।
মুছাইতে চিহ্ন শত বাসনার রাশ॥
তুমি কিগো প্রতারণাময়ী মায়াবিনী।
প্রেমের ছলনা কর অয়ি কুহকিনী॥
যে যাতনা সহে প্রাণ পরশে তোমার।
আবার হারায়ে জ্ঞান চাহি অনিবার॥
কভু আশা-রজ্জু দিয়া বাঁধ দৃঢ়রূপে।
কখন ডুবাও পুনঃ নিরাশার কূপে॥
এই কি গো রীতি তব মুগ্ধা প্রণয়িনী।
সংশয় দোলায় ভ্রম দিবস রজনী॥
গিয়াছ কি চলি তুমি সেই লোকান্তরে।
বুঝিতে তাহার মন নানা ছল করে॥
পাইবারে স্থান সেই কোমল হিয়ায়।
গিয়াছ কি ভালবাসা তুমি অমরায়॥
সন্দিগ্ধ হৃদয় তব অভিমানভরা।
সংশয়-কণ্টকে ক্ষত ও জীবন সারা॥
সম্পুর্ণ না হয় তব হৃদয়ের আশ।
সতত তৃষিতা রহ না মিটে তিয়াস॥
তাই কিগো ভ্রমিতেছ খুঁজিয়া তাহারে।
যাহার কারণে ছিলে মম হৃদাগারে॥

উন্মত্ত হইয়া বুঝি খুঁজিতেছ হায় ।
সাগরে ভূধরে ওই নভঃ নীলিমায় ॥
না, না, তুমি রহিয়াছ হৃদয়ে নিয়ত ।
তাহারি প্রণয়ে রহ সতত নিরত ॥
নাহি চাহ ভালবাসা কোন প্রতিদান ।
নীরবে বাসিয়া ভাল সুখী হয় প্রাণ ॥
উন্মত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে তাহারি কারণে ।
করিয়াছ আত্মদান জীবনে মরণে ॥
চিরদিন রবে তুমি হৃদয়ে আমার ।
শৈশবে এ হৃদে ভিত্তি হয়েছে তোমার ॥
পূজিয়াছ যেই দেবে আজীবন ভরে ।
একান্তে যাহার প্রেমে মত্ত চিরতরে ॥
এ মনোমন্দিরে সেই অভীষ্ট দেবতা ।
একান্তে স্মরিয়া তারে ত্যজ ব্যাকুলতা ॥
প্রতিদান আশা কিছু করিও না মনে ।
নিঃস্বার্থ এ আত্মদান রাখিও স্মরণে ॥
সরলা বালিকা যবে সুকুমারমতি ।
করিয়াছ এ হৃদয়ে নীরবে বসতি ॥
বসিয়াছি ভাল আমি প্রাণ ভরি তায় ।
করেছি তাহার পূজা তোমারি সহায় ॥

সাজি

এখনও তুমি মম আকাঙ্ক্ষিত হও।
সাধনার প্রিয়বস্তু প্রাণে মিশে রও ॥
ভালবাসি দিবানিশি তাহারি স্মরণ।
ভালবাসি সেই হাসি চিত্তবিনোদন ॥
ভালবাসি রূপরাশি তাহার সুন্দর।
ভালবাসি গুণ তার মনোমুগ্ধকর ॥
ভালবাসি তারি পদে উৎসর্গ জীবন।
ভালবাসি করিতেছি সাধনা এখন ॥
ভালবাসা পূর্ণ মম হেরি এ হৃদয়।
ভালবাসা করিয়াছে তাহাতে তন্ময় ॥
ভালবাসা হয়ে মোর সাথী জীবনের।
ভালবাসা সংযোজক হবে মিলনের ॥
জীবনের পর পারে সেই দিব্য স্থানে।
ভালবাসা বাঁধিবে যে পুনঃ প্রাণে প্রাণে ॥
মিশিবে এ ভালবাসা হৃদয়ে তাহার।
অভেদাত্মা পুনঃ এক হবে দোঁহাকার ॥

সঙ্গিনী আমার।

এস এস এস প্রিয় সঙ্গিনী আমার।
সমদুঃখ সমব্যথা হৃদয়ে তোমার ॥
অদৃষ্টচক্রেতে মোরে টানিয়া এখন।
করিয়াছে বৈধব্যের নিগড়ে বন্ধন ॥
অশ্রু-স্রোতে গেছে ভাসি জীবনের আশা।
দারুণ নৈরাশ্য প্রাণে বাঁধিয়াছে বাসা ॥
এস সখি দুইজনে বসিয়া বিরলে।
উন্মুক্ত করিয়া নিজ হৃদয় অর্গলে ॥
অতীতের সেই স্মৃতি বিগত সে গাথা।
জানিব গোপনে মোরা সে হৃদয়-ব্যথা ॥
কহিব গো প্রাণভরে অতৃপ্ত আশায়।
সহানুভূতির লাগি সম-বেদনায় ॥
প্রাণ খুলে অন্তরের কথা প্রকাশিব।
আমিও যে অভাগিনী কাতরে কহিব ॥
করি নাই তোমা সনে সম ব্যবহার।
পৃথক যে ছিল পূর্ব্বে প্রকৃতি দোঁহার ॥

নিয়ম পদ্ধতি ছিল বিভিন্নতা রূপে।
উৎফুল্ল ছিলাম আমি তুমি ছিলে চুপে॥
আনন্দ-উচ্ছ্বাসে সদা ছিলাম মিশিয়া।
জানি নাই বিধবার এ দুঃখ বলিয়া॥
চিরসুখী জন ভবে কভু কিগো হায়।
ব্যথিত হইতে জানে পরের ব্যথায়?
যতদিন নাহি হয় তাহার সমান।
সে যাতনা কভু নাহি হয় অনুমান॥
সুখী না জানিতে পারে দুঃখীর বেদন।
হাসিতে অধর ভরা না জানে রোদন॥
এখন হয়েছে মম এ জীবনে সার।
আজীবন করিব যে শুধু হাহাকার॥
জীবনের মহাব্রত ব্রহ্মচর্য্য হয়।
নির্জ্জনেতে বাস বিধি ত্যজি লোকালয়॥
আনন্দ-উৎসবে যোগ বিধবা না করে।
হইয়া জীবন্মৃত রবে চিরতরে॥
মন-দুঃখ জানিবার নাহি কোন জন।
কেবল বিধবা বুঝে বিধবার মন॥
তাই বলি এস সখি বসি দুইজনে।
বিরহ-বিষাদ-গীতি গাহিলো গোপনে॥

অতৃপ্ত সে প্রণয়ের নিরাশার তান।
ছুটিবে দিগন্ত মাঝে উছলিয়া প্রাণ॥
ভবিষ্যৎ মিলনের আশা করি মনে।
সাধিব বৈধব্য ব্রত সদা প্রাণপণে॥
প্রতিষ্ঠিত সেই মূর্ত্তি হৃদয়ে লইয়া।
নীরবে করিব পূজা জীবন ভরিয়া॥
উপাস্য সে দেবতারে মানস-মন্দিরে।
অভিষিক্ত করিব যে নয়নের নীরে॥
দারুণ বৈধব্যানল দহিছে জীবন।
প্রজ্বলিত রহে হৃদে মম হুতাশন॥
ঢালিয়া ঢালিয়া তাহে সদা আঁখি-বারি।
নয়ন সলিল হবে আহুতি তাহারি॥
এস সখি দুইজনে নীরবে বসিয়া।
সংকল্প করিব প্রেমব্রত আচরিয়া॥
কামনা, বাসনা, প্রেম করি স্তূপাকার।
ভালবাসা যত আশা দিব উপহার॥
প্রকৃতির যাহা কিছু আছে আয়োজন।
করিব একান্ত মনে তারে সমর্পণ॥
আপনার বলি কিছু না রহিবে আর।
হইবে পূজার দ্রব্য সকলি যে তার॥

সাজি

নিঃস্বার্থ এ শুভ্র পুষ্প করি আহরণ।
স্বার্থ-গন্ধ বিদূরিব করিয়া যতন ॥
জীবনান্ত কালে দিব দক্ষিণা তাহার।
শুধিব জীবনব্যাপী প্রণয়ের ধার ॥

সাধনায়।

সাধনায় যদি সাধ হয় মনে
সাধ সেই কাজ।
কৃতার্থ সে অভীষ্ট সাধনে
নাহি ভীতি লাজ ॥
সাধিকার উজ্জ্বল গৌরব
করে দীপ্ত কায়।
আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গীয় সৌরভ
প্রাণে বহি যায় ॥
আত্মায় বিরাজে আত্মা তার
ঢাকি সব ত্রুটি।
নাহি মানে চাহি কিগো আর
লোকের ভ্রুকুটি ॥

সাজি

সাধনায় রহে সংমিলিত
আত্মায় আত্মায়।
বাহ্য দৃশ্যে নহে বিচলিত
সে পুণ্য-প্রভায় ॥

মহিমা বিরাজে তার প্রাণে
প্রতি অঙ্গ মাঝে।
পরিপূর্ণ বিবেকের জ্ঞানে
রহে সাধনা যে ॥

প্রবেশিয়া তাপক্লিষ্ট দেহে
আনন্দ বিলায়।
সাধনার শান্তিময় গেহে
রহি শান্তি পায় ॥

সম্বরিয়া অশ্রু বিষাদের
অভাগিনী নারী।
বিভীষিকা ঘুচে হতাশের
সাধনায় তারি ॥

আপনায় করে নিয়োজিত
সঁপি মন প্রাণ।
রিক্ত নিঃস্ব অস্তিত্ববর্জ্জিত
নিঃস্বার্থ সে দান ॥

হৃদি-সর রহে অনাবিল
নহে ভরা পঙ্কে।
স্বচ্ছ পূত সদা সে সলিল
সাধনার অঙ্কে ॥
জানি চিরদিন সাধনায়
মনের বাসনা!
সংসাধিত হয় এ ধরায়
করিলে সাধনা ॥

তুমি কি সুদূর-প্রবাসী?

কোথা নাথ তুমি কোথায় এখন,
তুমি কি সুদূর-প্রবাসী?
কেন বা আমারে হলে বিস্মরণ,
কেন বা হইলে উদাসী?
বল প্রিয়তম বল কিবা লাগি,
রয়েছ আমারে ভুলিয়া।
হয়েছ কি ত্যাগী কেন হে বিরাগী,
গিয়াছ সুদূরে চলিয়া ॥

রয়েছ নিশ্চিন্ত কোন দিব্যস্থানে,
শান্তির আবাস নগরে।
কোন স্মৃতি তব জাগে না কি প্রাণে,
ব্যথা কি বাজে না অন্তরে ॥
সে মিলন-গাথা সে প্রেমের কথা,
ভুলাল কোন্ সে কুহকী।
স্তরে স্তরে মম আছে প্রাণে গাঁথা,
তোমার মনেতে নাহি কি ॥
বৈরাগ্যের ব্রত করেছ ধারণ,
অনিত্য ভুবন ত্যজিলে।
নিত্যধামে বুঝি কর বিচরণ,
রহিলে না তাই নিখিলে ॥
রয়েছ কি নাথ নিকটে বা দূরে,
ভূলোক-দ্যুলোকনিবাসী।
আমি হেরি তোমা এ মানসপুরে,
তুমি যে হৃদয়বিলাসী ॥
সুদূর প্রবাসে করিলে গমন,
তোমার বিরহে সতত।
হইত যে কত আকুলিত মন,
তব আসা আশে তৃষিত ॥

সাজি

রহিতাম আমি পাগলিনীপ্রায়,
সদাই তোমার ধেয়ানে।
কুসুমের রাশি না শোভিত কায়,
সুখ না রহিত পরাণে॥
ভূমি শয্যা হত সার অভাগীর,
তোমার বিরহ-আতপে।
রহিত না কোন সাধ পৃথিবীর,
কাটিত বিরলে বিলাপে॥
স্মরিতাম আমি নিশিদিন ধরে,
অধরের মৃদু সুহাসি।
রহিত যে মধু এ হৃদয় ভরে,
ললিত লাবণ্য বিকাশি॥
লইয়ে লেখনী বসি নিরিবিলি,
হৃদয়ের ভরা আবেগে।
লিখিতাম কত এ হৃদয় খুলি,
মিশায়ে প্রণয় সোহাগে॥
কখন করিয়া বহু তিরস্কার,
নিরদয় শঠ বলিয়া।
দিতাম যে হায় প্রাণে ব্যথা তার,
অভিমান ভরে মজিয়া॥

পাইলে লেখনী ধরিতাম হৃদে,
সম যে তৃষিতা চাতকী ॥
কভু অনিমিষ কভু আঁখি মুদে,
ভাবিতাম যেগো কত কি ॥
প্রতি ছত্রে যেন ঝরে সুধা তায়,
তিরপিত করি আমারে।
বিরহ অনলে কখন জ্বালায়,
ভাসায় নয়ন-আসারে ॥
এই ভাবে মম কাটিত যে দিন,
প্রাণেশ রহিলে প্রবাসে।
নিরাশার গর্ভে হইয়াছে লীন,
আজি কাটে দিন হুতাসে ॥
গগনে উদিলে রজনীরঞ্জন,
জ্বলিতাম তারে নিরখি।
মনেতে হইত সে রূপ মোহন,
প্রেমভরা হায় সে আঁখি ॥
অদূরে শুনিলে পদধ্বনি যার,
উঠিতাম চাহি চমকি।
প্রতি পলে রহি আশায় আসার,
ভাঙ্গি গড়ি মনে কত কি ॥

নিকটে কি দূরে এ কোন প্রবাসে,
কোথা বা তাহার সীমানা।
পরিচিত সবে সে সুখ-আবাসে,
অথবা সকল অজানা॥
নাহি জানি হায় কবে সেই পথে,
ত্বরিত গতিতে যাইব।
কামনার অশ্বে চাপি মনোরথে,
পর জীবনেতে পাইব॥

স্মৃতিটুকু।

জাগরণে যদি নাহি আস মোর,
তবে ঘুমের আড়ালে আসিও।
বিষাদ-তিমির এ বিরহ ঘোর,
নাথ তব রূপ ছায়ে নাশিও॥
ক্ষণ দেখা দিও নিদ্রার পরশে,
ওহো সুসুপ্তি শয়নে জাগিও।
অচেতন যবে রব গো আলসে,
মোরে দৃঢ় আলিঙ্গনে বাঁধিও॥

নীরব নিশীথে চুপে চুপে আসি,
মম এ শুষ্ক অধর চুমিও।
বদনেতে তব ভরা রবে হাসি,
আহা তব প্রেমে প্রাণ ভরিও ॥
উঁকি মারি তুমি পলাইও দূরে,
আর কথাটিও নাহি কহিও।
নীরবতায় শব্দশূন্য সুরে,
সদা শ্রবণেতে মোর পশিও ॥
তব সুসৌরভ পরিমল দানে,
তুমি সতত আমারে তুষিও।
নিরিবিলি আসি নিশীথ শয়ানে,
প্রতি রজনীতে পাশে রহিও।
যত টুকু তব মনের বাসনা,
সখা ততটুকু ভালবাসিও।
তার বেশি আমি কভু চাহিব না,
মোর স্মৃতিটুকু প্রাণে রাখিও ॥

কাঁদে যে গো সবে।

একি অকস্মাৎ ঘনাল তিমির,
বিষাদ-জালেতে সে সুখ-মিহির,
ঢাকিল রে হায় বুঝি অভাগীর,
আঁধার রজনী আসিল জগতে।
কাঁদিতেছি আমি হায় যার তরে,
কাঁদে যে গো সবে সেই গুণ স্মরে,
স্বর্গে হুলুধ্বনি তারে হেরি করে,
বিষাদিত সবে রহে এ মরতে॥
প্রবল শোকের উথলে উচ্ছ্বাস,
কিবা মর্ম্মভেদী শুনি লাগে ত্রাস,
শত শত হৃদি হইয়া নিরাশ,
গাহিছে সে গান হইয়া আকুল।
শত কণ্ঠে গাহে সেই গুণ গান,
ব্যাকুলিত আজি শত শত প্রাণ,
বিষাদেতে সবে রহে ম্রিয়মান,
নয়ন ধারায় ভিতিছে দুকুল॥

সাজি

মহা শোকার্ণবে ডুবেছে ধরণী,
কি দুঃখেতে আজি কাঁদিছে রজনী,
হারাইল হায় কি অমূল্য মণি,
দেখা দিল আজি কি দুঃখের দিন।

কে ঘুচাবে আর আর্ত্তের বেদন,
কে শুনিবে হায় দুঃখীর রোদন,
পর দুঃখে দুঃখী হবে কোন জন,
হইল যে সবে আজি ভাগ্যহীন ॥

আনন্দ উৎসবে কাহার হৃদয়,
হবে উল্লসিত প্রফুল্লিতময়,
প্রীতি-হিল্লোলে দিক্ সমুদয়,
আর কি গো কভু নাচিবে কখন।

সবে মুক্ত প্রাণে কভু কিগো আর,
খুলিবে তাদের হৃদয়-দুয়ার,
সৌম্য শান্তমূর্ত্তি হেরি পুনর্ব্বার,
আর কি জগৎ হাসিবে এখন ॥

বিষাদ তমসা এ রজনী হায়,
আলোকিত নাহি হবে সুখ-ভায়,
হাহাকার রব ভরিল ধরায়,
শোকাচ্ছন্ন আজি হেরি যে সবে !

হায় বিধি আমি পুনঃ কতদিনে,
মিলিব গো সেই উজ্জ্বল রতনে,
রব চিরসুখে মধুর মিলনে,
এ যাতনা আর নাহিক রবে ॥

হতাম যদি আমি অশ্রুবারি।

হায়রে হতাম যদি আমি অশ্রুবারি,
বিরহীর জীবন সম্বল।
উছলিয়া আকুল উচ্ছ্বাসে সদা তারি,
করিতাম হৃদয় শীতল ॥

নিশিদিন জ্বলন্ত সে তপ্ত শ্বাস সহ,
পড়িতাম অবিরল ঝরে।
সমব্যথা যে গো প্রাণে লয়ে অহরহঃ,
রহিতাম সে নয়ন ভরে ॥

প্রবল বেগেতে সদা যাইতাম বহি,
নীরবেতে অভাগী-কপোলে।

মিশিতাম দুঃখভরে তার হৃদে রহি,
প্রদানি সে উত্তপ্ত সলিলে ॥

দুঃখ জ্বালা কিছু তবে হইত লাঘব,
ক্ষণতরে মম পরশনে।
যবে অভিষিক্ত অশ্রুনীরে অনুভব,
নাহি হয় কোন জ্বালা মনে ॥

সতত যে রহিতাম আপনা ভুলিয়ে,
পর প্রাণে মিশাইয়া প্রাণ।
দ্রব হয়ে পর দুঃখে যেতেম গলিয়ে,
করিতাম সদা আত্মদান ॥

জীবন মরণ হত সকলি সমান,
অবিচল অনুভূতিহীন।
করিতাম দুঃখে সদা অন্তরঙ্গ জ্ঞান,
দুঃখ সহ কাটাতাম দিন ॥

সুদীর্ঘ সে বিরহের হলে অবসান,
কত সুখে নয়নের কোনে।
সুখে উছলিয়া হয়ে বহমান,
পড়িতাম মধুর মিলনে ॥

তিরপিত করিতাম তারে উচ্ছ্বাসেতে,
মিলনের সুখের ধারায়।
দহিত না নিরাশার দগ্ধ বাসনাতে,
সতত গো এ জীবন হায়॥

নাহি কি আসিবে আর?

হায় নাথ নাহি কি আসিবে আর।
শ্মশানের সম দগ্ধ হৃদিভূমি,
সুশীতল করি আসিবে না তুমি,
কোথায়—কোথায় হে প্রাণের স্বামী,
কাতরেতে আমি ডাকি অনিবার॥

বহিবে হৃদয়ে তব প্রেমধারা।
তপ্ত বক্ষে যে গো প্রস্রবণ সম,
শান্তির সলিল ঢালি প্রিয়তম,
তিরপিত করি এ জীবন মম,
তব প্রেমামৃতে হব মাতোয়ারা॥

আনন্দের স্রোতে নির্ব্বাপিত হবে।
সতত হৃদয়ে জ্বলে যে অনল,
নাহি রবে বিষাদের কোলাহল,
সদা উচ্ছ্বসিত তপ্ত অশ্রুজল,
মিলন-বারিতে মিশাইয়া রবে॥

অভাগিনী অনাথিনী হায় আমি।
মুছিবে দুঃখিনী এই অশ্রুধার,
দুর্ব্বহ দুঃসহ জীবনের ভার,
লঘু হবে গুরু এ যাতনা তার,
তব পরশনে হে অন্তর্যামী॥

মঙ্গল আশীষ তব স্নেহকণা।
বরিষণ নাথ কর শিরোপরে,
ফুটিবে যে হাসি শুষ্ক ওষ্ঠাধরে,
তব প্রেমামৃত পিব প্রাণ ভরে,
তিরপিবে নাথ তাপিত এ জনা॥

অন্ধকার হৃদি করি আলোকিত।
আসিবে না কি গো ওহে প্রেমময়,
অমল উজ্জ্বলকান্তি হাস্যময়,
উজলিবে প্রাণ সেরূপ ছটায়,
প্রেমচন্দ্র প্রাণে হইবে উদিত॥

কেন এ হৃদয় কেন এত ম্লান।
কর আশা মনে সে সুখ-বসন্ত,
সে চির মিলন নাহি যার অন্ত,
যাবে দূরে তবে দারুণ হেমন্ত,
তমসা আবৃত নাহি রবে প্রাণ ॥

——

বনফুল।

হায়, হইতাম আমি যদি বনফুল।
নীরবেতে বনমাঝে, ফুটিতাম প্রতি সাঁজে,
উচ্ছ্বাসে ভরিয়া হৃদি হতাম আকুল ॥

আর নাহি চাহিতাম কিছু ভালবাসা।
কাহার পরশ তরে, হৃদয় না যাচিত রে,
হত না যাতনা প্রাণে হইয়ে নিরাশা ॥

তবে সাধ না হইত কার দরশন।
এ নয়ন সচকিত, না হইত অবিরত,
বিজন গহনে হত নীরবে পতন ॥

সদা আশার হিল্লোলে না নাচিত প্রাণ।
কাহার প্রেমের লাগি, নিশিদিন নাহি জাগি,
করিত না এ অভাগী দিন অবসান॥

কভু অদূরেতে শুনি পাতার মর্ম্মর।
উৎকর্ণ শ্রবণে হায়, শুনিত না সদা তায়,
দহিত না নিরাশাতে সতত অন্তর॥

বনেই ফুটিত বনেই ঝরিত তবে।
সুশোভিত কাননেতে, না ফুটিয়া হরষেতে,
শুকায়ে নিরাশা-তাপে যেত না নীরবে॥

প্রকৃতির বুকে যে গো হইয়া বিলীন।
কুসুম-জনম সার, করিতাম বার বার,
ঝরিতাম ফুটিতাম সুখে প্রতিদিন॥

অনাবিল স্বার্থশূন্য হত এ হৃদয়।
প্রণয়-পরাগমাখা, তাহে না যাইত দেখা,
পরতে পরতে লেখা সর্ব্বস্থানময়॥

দেবতা উদ্দেশে হত নিয়োজিত মন।
রহিয়া কুমারী বালা, জীবনের সারাবেলা,
ভজিতাম অন্তরেতে বিভুর চরণ॥

বেসেছিলে।

বেসেছিলে কত ভাল
অভাগীরে প্রেমময়।
মম এ হৃদয় আলো
করেছিলে প্রেমভায়॥

এ ক্ষুদ্র হৃদয়টিতে
দিয়েছিলে আশা কত।
ও অনন্ত মাধুরীতে
ভরেছিলে অবিরত॥

কেন দেব রেখেছিলে
তোমার হৃদয়-দ্বারে।
কেন নাথ বেঁধেছিলে
সুদৃঢ় প্রণয়-হারে॥

ক্ষুদ্র এ হৃদয় ছিল
বেদনায় ম্রিয়মান।
তোমার করুণা দিল
ব্যথিতারে শান্তিদান॥

লয়েছিলে তারে প্রভু
আপন বাহুর পাশে।
অনাদর নাহি কভু
করেছিলে ভ্রমবশে॥
সোহাগ স্নেহের ভাষা
নিতি নব আলাপন।
নয়নে প্রেমের নেশা
করেছিলে উদ্দীপন॥
কোন দিন অযতন
করনিত ক্ষুদ্র বলে।
শত দোষে যে কখন
দাওনি চরণে ঠেলে॥
এত যে অসীম স্নেহ
অনন্ত করুণাভরা।
বুঝিবা বোঝেনি কেহ
মুহূর্ত্তে হইনু হারা॥
তুমি যেগো প্রেমময়
প্রেম-উৎস প্রেমাধার।
প্লাবিতেছ এ হৃদয়
শতধারে অনিবার॥

আজি কেন প্রাণসখা
পাশরি রয়েছ তায় ।
পরপারে দিও দেখা
তব প্রিয় সেবিকায় ॥

মন-মিলন ।

এস নাথ এস মম হৃদয় মাঝারে ।
অন্তরের অন্তস্তলে স্তব্ধ এই প্রাণে ॥
অশরীরী হয়ে এস এ মন-আগারে ।
নিশ্চিন্ত এ নিরিবিলি নিষ্কণ্টক স্থানে ॥

মানবের অগোচরে এস সূক্ষ্মতনু ।
বৃহৎ মহৎ তুমি উচ্চ যে মহান ॥
তোমার নিকটে নহি অণু পরমাণু ।
তথাপি তোমারে করি আকুল আহ্বান ॥

গুপ্ত মম মনোরাজ্যে এস প্রাণেশ্বর ।
সংগোপনে রাখিব যে মানসে তোমারে ॥
মানবের চক্ষু রবে হয়ে অগোচর ।
মানস-মিলনে রব মিশি একাধারে ॥

সাজি

এস প্রিয়তম বস হৃদি সিংহাসনে।
ত্রিদিব ত্যজিয়া এস তিষ্ঠ তদুপরে ॥
নাহি হেথা বাধা কোন বিঘ্ন অকারণে।
সুসজ্জিত এ আসন রহে তব তরে ॥

এস রাজ-রাজেশ্বর সে উজ্জ্বল রূপে।
আমি তুচ্ছ তুমি যে গো মম অধীশ্বর ॥
কিম্বা হৃদি-কুঞ্জবনে এস চুপে চুপে।
লোকচক্ষু-অন্তরালে রবে নিরন্তর ॥

সম্মিলিত রব দোঁহে হইয়া তন্ময়।
উচ্ছসিত হবে প্রাণ প্রেমের প্লাবনে ॥
দূরে যাবে ব্যবধান মিশিবে হৃদয়।
বিভোর রহিব মোরা প্রেম-আলাপনে ॥

তৃণবৎ হবে জ্ঞান এ মর ভুবন।
ঐহিক লালসা আশা না রহিবে আর ॥
জগতের যাহা কিছু করি বিসর্জ্জন।
অপার্থিব প্রেমে রত রব অনিবার ॥

হেরিবে তোমারে আঁখি হয়ে অপলক।
অতৃপ্ত বাসনা তৃপ্ত হবে অভাগীর ॥

সাজি

উজ্জ্বল প্রেমের দীপ্তি করিবে আলোক।
বিদূরিবে দুঃখ তাপ এই ধরণীর॥

ঝলকি প্রণয়-ছটা মম এ হিয়ায়।
চিত্রিত করিবে তব স্নিগ্ধ প্রতিকৃতি॥
প্রেম পারিজাত ফুলে সাজায়ে তোমায়।
নিরাশায় সফলতা হবে অনুভূতি॥

এ মানস সরোবরে তুমি শতদল।
সুসৌরভপরিপূর্ণ এ মম হৃদয়ে॥
ডুবিয়া প্রেমের নীরে রব অবিচল।
মৃণাল সদৃশ রব সম্মিলিত হয়ে॥

সুখের সমীরে কভু মানস গগনে।
ভাসি বেড়াইব দোঁহে কল্পনার স্তরে॥
কভু বা দাঁড়ায়ে রবে হৃদয় প্রাঙ্গণে।
ছুটিবে প্রেমের ধারা লহরে লহরে॥

হৃদিকুঞ্জবনে এস মত্ত পিকবর।
প্রেমালাপ করিবে যে কাকলি কুজন॥
কলভাষে মুখরিত সদা এ অন্তর।
তৃপ্ত যে শ্রবণযুগ হবে অনুক্ষণ॥

পূত প্রেমাশ্রমে এস প্রেমের ভিখারী।
যাচিতে যা অবিরত দিব সে সকলি ॥
এখন যাচিকা হয়ে প্রেম ভিক্ষা করি।
রাশি রাশি দিব প্রেম ভরিয়া অঞ্জলি ॥

অতৃপ্ত বাসনা তৃপ্ত করিব তখন।
নাহি রবে কোন বাধা কোন বা সরম ॥
ঝরিবে না শতধারে তৃষিত নয়ন।
সে চির মিলনে রব ওহে প্রিয়তম ॥

নাহি রবে কোন জ্বালা এ জীবনে আর।
বিরহের কোন ভয় না রহিবে কভু ॥
প্রীতিভাষে পূর্ণ হবে দুঃখ হাহাকার।
এস এ মানস রাজ্যে হে প্রাণের প্রভু ॥

মিলনে বিরহ যেগো চলি যাবে দূরে।
রহিব নির্ভয়চিত্তে মানস মিলনে ॥
অন্তর্যামী হে অনন্ত এ অন্তরপুরে।
অধিষ্ঠান হয়ে দেব এ তব আসনে ॥

বিনশ্বর নহে যেগো এ পূর্ণ মিলন।
অধরে অধর রবে হৃদয়ে হৃদয় ॥

আত্মায় আত্মায় দিবে গাঢ় আলিঙ্গন।
নয়নে নয়নে হবে প্রেম বিনিময়॥

কত দিবা কত রাত্রি কত বা বরষ।
কালের আবর্ত্তে যাবে চলি অবিরত॥
তব প্রেম-সম্মিলনে এ অঙ্গ অলস।
রহিবেক চিরদিন হয়ে দ্রবীভূত॥

ঐহিক পার্থিব সাধ দূরে গেছে চলি।
উন্মেষিয়া দিয়াছ যে জ্ঞানের নয়ন॥
কল্পনায় মনোরাজ্যে রব নিরিবিলি।
অপার্থিব হবে এই মধুর মিলন॥

বিজয়া।

মধুর মিলন আজি বিজয়া-উৎসব।
অনন্ত বিরহে নহে শোকাচ্ছন্ন সব॥
বহিতেছে প্রাণে প্রাণে সুখের লহর।
ভাসিতেছে আনন্দের স্রোতে নারী নর॥

সাজি

বিসর্জ্জিয়া আসিয়াছে প্রতিমা সোণার।
কিন্তু আশা বৎসরান্তে পাবে পুনর্ব্বার ॥
অতল জাহ্নবী নীরে করি বিসর্জ্জন।
হয়নিত নিরাশায় হতাশ জীবন ॥
চির অদর্শন-ভয় জাগেনিত মনে।
আবার আসিবে দেবী কল্প আরাধনে ॥
আবার শরৎ এলে মহামায়া পাশে।
দাঁড়াইবে সকলেতে প্রাণভরা আশে ॥
বিজয়ার বিসর্জ্জন বিরহ বাসরে।
কেহ না ব্যথিত হয় বিষাদ অন্তরে ॥
শোকমগ্ন হয়ে কেহ না যাপে শর্ব্বরী।
দশমীতে দশভূজা বির্জ্জন করি ॥
দশ দিক্ শূন্য নাহি দেখে সর্ব্বজন।
দরবিগলিত ধারে না ঝরে নয়ন ॥
অনন্ত বিদায় বাদ্য না বাজে শ্রবণে।
নাহি ভরে হাহাকারে গৃহ কি প্রাঙ্গণে ॥
আবার বৎসর পরে আশা পুষ্প তুলি।
উৎসাহে দেবীর পদে দিবে যে অঞ্জলি ॥
নিরঞ্জন বিসর্জ্জন করি সমাহিত।
আশা দীপ হৃদে নাহি হয় নির্ব্বাপিত ॥

সাক্তি

নির্ম্মল রজনী আজি হাসিতেছে ইন্দু।
নগর প্রাসাদ হাসে হাসে মত্ত সিন্ধু॥
হাসিছে সকলে মিলি বিধর্ম্মী কি হিন্দু।
লভিয়াছে পাষাণীর সবে কৃপা বিন্দু॥
সবে জানে বৎসরের আজি শুভক্ষণ।
প্রীতি-আলিঙ্গনে হয় সুখ সম্মিলন॥
সুমধুর সম্ভাষণ প্রতি জনে হয়।
বিপুল পুলকভরা সবার হৃদয়॥
বদনে আনন্দ-ছবি উঠিছে ফুটিয়া।
অধরেতে হাসি রাশি উঠে উথলিয়া॥
বিরহ-ব্যথিত এই বিষাদ-যামিনী।
দংশিতেছে প্রতিক্ষণে যেন শত ফণি॥
কোথায় সে উৎসাহের জন-কোলাহল।
অমৃতসাগরে আজি উঠে হলাহল॥
কোথায় সে আনন্দের বাদ্যভাণ্ড রব।
ঘিরি রহে শোক-ছায়া হয়েছে নীরব॥
কোথায় সে প্রীতিভরা প্রেম-আলিঙ্গন।
নয়নে নয়নে কোথা সোহাগ চুম্বন॥
হৃদয়ের সে আবেগ উচ্ছ্বাস কোথায়।
বিসর্জ্জন করিয়াছি নাহি আর হায়॥

হৃদয়-দেবতা মম বিসর্জ্জন ছলে।
বিশ্রাম করিছে বুঝি জাহ্নবী-সলিলে॥
বিসর্জ্জন করিয়াছি সে দেবতা-পায়।
কামনা কল্পনা কত কোটি বাসনায়॥

প্রাণের দেবতা।

কোথা প্রাণেশ্বর প্রাণের দেবতা,
প্রশান্ত উদার সৌম্যমূর্ত্তি ধীর।
কোথা অভাগীর অদৃষ্ট-বিধাতা,
দেখে যাও নাথ দুঃখ দুঃখিনীর॥

কি শুভ মুহূর্ত্তে করেছিলে হায়,
জীবন-রাজ্যেতে শুভ আগমন।
কর্ম্মী তুমি কর্ম্ম সাধিলে ধরায়,
করিলে কি মহা মন্ত্রের সাধন॥

হাসিমাখা মুখে বুকভরা প্রেমে।
দিয়াছিলে নাথ শান্তি-ঝরি ঢালি।

করিছ কি স্নিগ্ধ বৈজয়ন্ত ধামে,
সে পুণ্য-প্রবাহ উঠিয়া উথলি ॥

আলোকিত তুমি করেছিলে প্রাণ,
বিমল উজ্জ্বল তব প্রেম-ভায় ।
তোমা বিনা হৃদি হয়েছে শ্মশান,
দুঃখ বিভীষিকা ঘিরি রহে তায় ॥

নিবীড় বিরহ বিষাদের ছায়া,
অনুক্ষণ মোরে রয়েছে জড়ায়ে ।
করিয়া আবৃত ক্ষীণ'ভগ্ন কায়া,
নিরাশার ছাই দিতেছে ছড়ায়ে ॥

মহা ঝটিকার ভীষণ গর্জ্জনে,
থরথরি হৃদি উঠে যে কাঁপি ।
ঘন ঘোর মেঘ হৃদয়-গগনে,
আঁখি-বারি-স্রোত কেমনে চাপি ॥

প্রতিক্ষণে মনে হয় যে ধারণা,
জীবলীলা বুঝি হবে সমাধান ।
এ দুঃখ তুফানে জীবন রবে না,
ঘোর ঝঞ্ঝাবাতে রহে কি প্রাণ ॥

সাজি

ছিল সুনির্ম্মল মানস আকাশ,
প্রেম-রশ্মিভরা হৃদয় গগন।
দিবাকর-জ্যোতি কৌমুদীর শ্বাস,
বহিত সুখদ শান্তির পবন॥

ছিল প্রাণভরা কত সুখ-আশে,
সৌভাগ্যের মালা পরিয়া গলায়।
কাটিত যে দিন আনন্দ-উল্লাসে,
বহিত সুখের সঙ্গীত-ধারায়॥

কতদিন হল এ দেশ ছাড়িয়া,
গিয়াছ চলিয়া পুণ্যময় দেশে।
রহিয়াছ বুঝি সকলি ভুলিয়া,
কি মোহ-মদিরা স্বপনের বশে॥

দেখে যাও আজি আসি একবার,
দুঃখিনীর প্রাণ কি দুঃখেতে জ্বলে।
দূর কর তার এ যাতনা-ভার,
স্থান দিয়া তব চরণের তলে॥

রঙ্গমঞ্চ।

হায় বিধি এই যদি ললাট-লিখন,
ছিল মম জন্মান্তের কর্ম্মান্তের ফল।
সুখ-উপাদানে কেন করিয়া সৃজন,
পাঠাইলে রঙ্গমঞ্চ এই ধরাতল ॥

নানারূপ অভিনয় দেখায় মানব,
সুখ-দুঃখ-আবর্ত্তনে ভ্রমিছে ধরায়।
আজি যথা হাস্য-রোল কালি যে নীরব,
অমৃতের পারাবারে হলাহল তায় ॥

বুঝিতে না পারি তব এ কেমন লীলা,
কখন হাসাও কভু কাঁদাও কাহারে।
সলিলেতে জ্বলে বহ্নি জলে ভাসে শীলা,
কেহ হর্ম্ম্য নিকেতনে কেহ বা কান্তারে ॥

সুখের নীরেতে রহে কেহ অবগাহি,
দুঃখ তাপ কভু কিছু না পরশে তায়।
কোন বা দুঃখীর দুঃখ সমতুল নাহি,
একি লীলা লীলাময় বুঝা নাহি যায় ॥

কখন কাহারে তুমি কর রাজরাণী,
ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরী অনাবিল সুখ।
আবার যে হয় সেই চির অভাগিনী,
আজীবন প্রাণে তার ভরি দাও দুঃখ॥

নিদারুণ বিধি একি কঠিন বিচার,
কর বল পরমেশ রমণীর প্রতি।
অকূল এ ভবার্ণবে স্বামী কর্ণধার,
তাহারে কাঁড়িয়া লও এ কেমন মতি॥

বুঝাইয়া দাও প্রভু রহস্য মহিমা,
কর মম উন্মিলিত জ্ঞানের নয়ন।
অসীম অনন্ত নাই ইহার যে সীমা,
দাও শক্তি শক্তিময় করিতে বহন॥

অভিনব বেশে।

তুমি, অভিনব বেশে দেখা দাও আসি,
আমার মানস মাঝে।
আমি, তব আশা-পথ-দরশ-প্রয়াসী,
ব্যাপৃত যে তব কাজে ॥
তুমি, চুপে চুপে আসি চুপে চুপে যাও,
একি খেলা প্রেমময়!
আমি, পাছু পাছু ছুটি দাঁড়াও দাঁড়াও,
খুঁজি সারা বিশ্বময় ॥
তুমি, চাও কিগো আমি কিছু যে বুঝি না,
তোমার খেলার ধারা।
আমি, চাহিলে ধরিতে ধরাতো দিলে না,
করিবে আপনাহারা ॥
তুমি, করেছ আমারে খেলার পুতুল,
যে খেলা খেলিবে খেল।
আমি, যোগাইব যাহা তব অনুকূল,
তুমি রাখ বা ভাঙ্গিয়া ফেল ॥

তুমি, আবরি নয়ন রেখেছ সদাই,
তোমার বাসনা মত।
আমি, পরশি হৃদয়ে দেখিতে না পাই,
অন্ধ সম ভ্রমি কত ॥

মুছে নাই।

মুছে নাই আজো হায় সে চুম্বন-রেখা,
তৃষিত হৃদয় তাই চাহে আস্বাদন।
নয়নে নয়নে হয় অলক্ষ্যেতে দেখা,
আকর্ষণী শক্তি সদা করে সচেতন ॥
বাঁধা রহি দোঁহে দোঁহা আলিঙ্গন-পাশে,
উদ্দাম বাসনা বেগ সংযমন করি।
নাহি রহে বাহু বক্ষ চির হতাশ্বাসে,
সে মধু মিলনে রহে এ জীবন ভরি ॥
হৃদয় চাতক নহে পিপাসা-কাতর,
নাহি চাহে মুহূর্ত্তেক একবিন্দু জল।

সেই পূর্ণ প্রেমে যেগো পূরিত অন্তর,
গভীর অনন্ত তাহা অসীম অতল ॥
সে মিলনে হ'ত ক্ষয় এ পূর্ণ ভাণ্ডার,
দিনে দিনে ফুরাইত হইত নিঃশেষ।
নাহি হ'ত এ লালসা তৃপ্ত বাসনার,
এ অনন্ত মিলনের নাহি হবে শেষ ॥
এই পূর্ণ মিলনের নাহি অবসান,
মুহূর্ত্ত বিচ্ছেদ নাই আত্মায় আত্মায়।
বাহ্যিক বিরহ এ যে সংমিলিত প্রাণ,
চির সাধনার ধন বিরাজে হিয়ায় ॥

তুমি প্রভু।

যুগে যুগে তুমি প্রভু,
ধরিতে না পারি কভু,
আমার হৃদয়ে তবু তোমার আসন।
আস যাও নিতি নিতি,
আবদ্ধ না রহ স্থিতি,
রাখিয়ে মানসে স্মৃতি করি যে সাধন ॥

প্রীতিফুলে গাঁথি মালা,
সাজাই সাধের ডালা,
নিবারি মনের জ্বালা করি আরাধন।
বসি চিত্ত কুশাসনে,
তব রূপ ভাবি মনে,
লয়ে ভকতি চন্দনে পূজি ও চরণ ॥
শত দীপ মন-বাতি,
জ্বলিতেছে দিবারাতি,
প্রেমধূপ গন্ধে মাতি রহি অনুক্ষণ।
. মনে ভাবি প্রেমময়,
একি প্রেম-পরিচয়,
সর্ব্বস্ব লইয়ে হয় একি আচরণ ॥
আমি ক্ষুদ্র তুচ্ছ ধূলি,
তাই কি রয়েছ ভুলি,
বুঝি অভাগিনী বলি না হয় স্মরণ।
বিরাট মহান্ তুমি,
আব্রহ্ম ব্যাপৃত ভূমি,
ওহে মম অন্তর্যামী চিন্তনীয় ধন ॥
তাইত তোমার দ্বারে,
যাচিতেছি বারে বারে,
অচ্ছেদ্য সংস্পর্শ তব সে চির মিলন।

রহিয়াছি এ আশায়,
তুষ্ট হয়ে এ পূজায়,
চিরদাসী সেবিকায় করিবে গ্রহণ ॥

কোন্ প্রসঙ্গে।

কবে তোমার সঙ্গে কোন্ প্রসঙ্গে হল প্রথম পরিচয়।
কখন কোন্ মুহূর্ত্তে কোন্ বা সর্ত্তে এত বাঁধাবাঁধি কিসের হয় ॥
গেছি ভুলে নাইক মনে,
কেমন সোহাগ আলাপনে,
ছিলে কোথায় কেইবা জানে চিরদিনের মনে হয়।
কোন্ বা স্মৃতি কিসের গীতি প্রাণে নিতি জাগি রয় ॥
কবে কোথায় পথে যেতে,
কিম্বা রম্য প্রাসাদেতে,
বিমল ঊষায় উজল নিশায় চাঁদের মৃদু জোছনায়।
কিবা ঘরের মাঝে মিলন সাজে রুদ্র যখন রবির ভায় ॥
কোন্ বা ধ্যানে কোন্ বা জ্ঞানে,
মিশেছিলাম প্রাণে প্রাণে,

অজানা কোন্ প্রাণের টানে সে কি গভীর সাধনায়।
সে কি দুঃখে ফুল্ল বুকে কিম্বা শান্তি যাতনায়॥
জনসঙ্ঘ নগরেতে,
অথবা কোন্ পল্লীপথে,
গিরি গুহা কন্দরেতে গহনেতে তরুর ছায়।
শিশিরে কি সিন্ধুনীরে মরু কি নদী-বেলায়॥
নিশি দিন এ হিয়ায় জেগে,
ছিলে তুমি যুগে যুগে,
চেয়েছিলে আপন বলে কোন ভুল নাই সে কথায়।
বাহুর পাশে স্নেহের বশে বেঁধেছিলে এজনায়॥
অজানা তো নওগো তুমি,
আমার হৃদয় আবাস-ভূমি,
তোমার দুটি চরণ চুমি দিয়াছি প্রাণ তোমার পায়।
তুমি যুগে যুগে আমার যেগো আবার হবে পুনরায়॥
বুঝি বা কোন কাজের তরে,
গিয়াছ কোন লোকান্তরে,
আমার খোঁজে আসবে ফিরে কর্ম্মক্ষেত্র এ ধরায়।
কিম্বা আমি তোমার খোঁজে যাব গো সেই অমরায়॥

———

আকুল আহ্বান।

এস, হৃদয়েতে ওহে হৃদয়েশ এসহে দেহের জীবন।
এসগো চেতন এস অচেতন এসগো জীবন মরণ॥
এস মম প্রাণে নব অনুরাগ,
এস জীবনেতে হে চিরবিরাগ,
এস গীতরাগ এস গো সোহাগ এস হে তাচ্ছল্য যতন॥
এস মান মম এস অভিমান,
এস অজ্ঞানতা এস মম জ্ঞান,
এস পূর্ণতম এস অবসান এস গো চিত্তপাবন।
এস প্রাণে মোর সেই সুখস্মৃতি,
এস এস ধীরে সে চির বিস্মৃতি,
এস অবসাদ এস অনুভূতি এস এ হৃদয়রঞ্জন॥
পরিপূর্ণ তুমি এসহে রিক্ত,
এস কটু এস বিরস তিক্ত,
এস সুধাময় অমৃত-সিক্ত এস হে মধুর মোহন।
এস অমানিশা পূর্ণিমার শশী,
মায়া-মরীচিকা এস বারিরাশি,
এসগো বিষাদ হরষের হাসি এস দুঃখ সৃজন॥

এস সুসজ্জিত এস সজ্জাহীন,
চিরবিকসিত এসগো মলিন,
হৃদয়ের রাজা এসহে স্বামীন্ ভূষণবিহান শোভন।
এস মম প্রাণে আশা ও নিরাশা,
এস বীতরাগ এস ভালবাসা,
এস সর্ব্বত্যাগ উদ্দম লালসা এস গো বিরহ মিলন॥

. . .

তোমারে।

ছাড়িব না নাথ তোমারে হে কভু তুমি ত আমারে ছেড়েছ।
ভুলিব না কভু জীবনের প্রভু তুমি ত আমারে ভুলেছ॥
স্নেহেভরা প্রাণ তব প্রেমময়,
কেন নাথ তবে হয়েছ নিদয়,
এ যাতনা আর প্রাণে নাহি সয় কেন এ যাতনা দিতেছ?
ডুবায়েছ মোরে দুঃখের পাথারে,
ঢাকিয়া রেখেছ বিষাদ-আঁধারে,
বিরহ-অনলে জ্বালায়ে আমারে চির সুশীতল হয়েছ।

সাজি

অশান্তির স্রোত বহায়েছ প্রাণে,
অশান্ত হৃদয় ছুটে তোমাপানে,
ত্যজিয়া আমারে নিশ্চিন্ত পরাণে শান্তিধামে গিয়া রয়েছ ॥
হৃদয়েতে আমি তোমার মূরতি,
মানস দর্পণে হেরি দিবারাতি,
তব প্রেমে মম মন রহে মাতি তাকি নাহি তুমি জানিছ ।
ভুলিয়াছ মোরে এ জনম তরে,
মম স্মৃতি আর না রাখ অন্তরে,
তব স্মৃতি ভরা রহে স্তরে স্তরে হৃদয় ভরিয়া রয়েছ ॥
ভুলিয়াছ মোরে ক্ষতি নাহি তায়,
জ্বলিব নীরবে এই যাতনায়,
শেষ দিনে নাথ ডাকিও আমায় ভুলিব যে দুঃখ দিয়েছ ।
মিশাইয়া রব পরাণে পরাণে,
কোন বাধা নাহি রবে ব্যবধানে,
দিবানিশি যেন বাজিতেছে কাণে অলক্ষ্যেতে মোরে ডাকিছ ॥

নীরব মিলন।

যতন করিয়া দিবানিশি হৃদয়েতে পেতেছি আসন।
প্রিয়তম কৃপা বরিষণে কর নাথ হেথা আগমন ॥
নিরিবিলি নীরব এ ঠাঁই,
বাহিরের কোলাহল নাই,
নিশি দিন তোমারে হে চাই এস এস হৃদয়রাজন ॥
হৃদয়ের নিভৃত নিলয়,
রহে শুধু নীরবতা তায়,
মুখরিত হবে প্রাণময় পাইলে হে তব দরশন।
নাহি তথা রবি শশী তারা,
নাহি আলো জ্যোৎস্না-সুধাধারা,
তব প্রেমে হয়ে মাতোয়ারা চাহি নাথ তোমার কিরণ ॥
দূরে গেছে চপল বাসনা,
দূরে গেছে সকল কামনা,
হৃদয়ের যতেক কল্পনা করিয়াছে দূরে পলায়ন।
মান অভিমান গেছে দূরে,
নীরবতা আছে তথা ভরে,
নীরবেতে এ হৃদয়পুরে করি শুধু তব আরাধন ॥

অশ্রুজল দিব পদে ঢালি,
চুপে চুপে ভরিয়া অঞ্জলি,
গোপনেতে কব নিরিবিলি যত মম প্রাণের বেদন।
তুমি আমি মিলিব নীরবে,
দূরে দূরে আর নাহি রবে,
এ দূরতা দূরে যাবে তবে পরপারে মিলিব যখন ॥

নিভৃত কুটিরে।

হে প্রাণেশ! দাও দেখা।
হৃদয়মন্দিরে নিভৃত কুটিরে,
এস ধীরে ধীরে ওহে প্রাণসখা।
তাপদগ্ধ এই ব্যথিত পরাণে,
তব স্নিগ্ধ রূপ দরশন দানে,
এস ওহে দেব মন্থরগমনে,
কি অমিয়রাশি ও চরণে মাখা ॥

ঘন ঘোর এই বিরহ-আঁধারে,
নিরাশার রাশি ভরা চারি ধারে,
শূন্য প্রাণে সদা ফিরি হাহা করে,
বিষাদের ছবি শুধু যায় দেখা।
অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যপূর্ণ মাধুরিমা,
সুললিত রূপ নাহি যার সীমা,
হেরিলে ঘুচিবে এ দুঃখ কালিমা,
প্রকাশিত হও হে উজ্জ্বল রাকা॥
ফুটিবে জীবন নব অনুরাগে,
ভরিবে জীবন মিলন-সোহাগে,
বিদূরিবে তমঃ তব দীপ্তি রাগে,
উজলিলে সেই প্রেমরশ্মি-রেখা।
এস এস নাথ এস প্রিয়তম
তোমা বিনা প্রাণ নাহি যায় রাখা॥

প্রাণের ডাক।

আসিতেছে ডাক ওই কার,

বায়ুস্তরে হইয়া নিঃস্বন।

পশেনি কি শ্রবণে আত্মার,

হইবারে চির সংমিলন।

চল চল সুসজ্জিত হয়ে,

চল সেই আকাঙ্ক্ষিত স্থানে।

ও সঙ্কেত সঙ্গী করি লয়ে,

আশা-যষ্টি ধরি সাবধানে।

কণ্ঠে কণ্ঠে বাজিতেছে ওই,

মাঙ্গলিক প্রীতি-আবাহন।

কেন তবে কেন স্থির রই,

করিবারে সে শুভ গমন।

ভিজাইবে শুষ্ক জিহ্বা মম,

যেন কত নিঙাড়ি আঙুর।

পরিশ্রান্ত হয়ে পান্থ সম,

অনুভব নাহি হবে দূর।

স্নেহধারে হইয়া প্লাবিত,
ছায়াতলে পড়িব লুটিয়া।
সারা বিশ্ব হয়ে মুখরিত,
সেই স্বর আসিবে ভাসিয়া।
কেন বল শোকাচ্ছন্ন আর,
কেন সুপ্তি মোহ তমসায়।
হৃদি তন্ত্রী করুক ঝঙ্কার,
প্রত্যুত্তরে মানস-বীণায়॥
এখন কি নাহি হয় জ্ঞান,
কেন আর নিশ্চেষ্ট নীরব।
হল এই দুঃখ অবসান,
হেরি ওই প্রস্তুত সে সব॥
দেখ দেখ অলক্ষ্যেতে যে গো,
দুই বাহু রহে প্রসারিয়া।
কত স্নেহ সোহাগেতে ওগো,
লইবে যে নিকটে ডাকিয়া॥
মরুর ভীষণ দাহে প্রাণ,
দহে কি দারুণ পিপাসায়।
সে অনল হইবে নির্ব্বাণ,
স্নেহ-ছায়ে রহিবে তথায়॥

মুছে ফেল দুঃখ জ্বালা যত,
পিছে ফেল প্রবল অনল।
অতিক্রমি এই দীর্ঘ পথ,
পাবে সেই শান্তি-ছায়াতল॥
কেন হয় জড়িত চরণ,
বিশ্ব ঘেরা এ কণ্টক-বনে।
বিঁধিতেছে হৃদে অনুক্ষণ,
শতবলে যুঝি প্রাণপণে॥
দূরে ফেলি জন-কোলাহল,
অতিক্রমি সংসার জ্বালায়।
উত্তরিব সেই লক্ষ্যস্থল,
জীবনের চিরসীমানায়॥

পূর্ণসাজি।

হৃদয়ের যত ব্যথা পূর্ণ করি সাজিটিরে,
বসিয়াছি হায়।
জীবন-মধ্যাহ্নে মম শুকায়েছে ক্ষণতরে,
যে ফুল শাখায়॥

সাজি

সকলি যে হইয়াছে ম্লান এই সাজিভরা,
কুসুমনিচয়।
আহরিতে বুঝি সরমে জড়িত হয়ে ঝরা ঝরা,
সুষমা না রয়॥

যবে হৃদি বৃন্তে ছিল ফুটিয়া গোপনে মম,
শোভায় অতুল।
বিকসিত হইত নীরবে শোভা অনুপম,
পূজার এ ফুল॥

রেখেছি কত যে হায় হৃদয়ের ভালবাসা,
ভরি সাজি মনে।
কত ব্যগ্র ব্যাকুলতা নিরাশায় কত আশা,
জানে কোন্ জনে॥

কত কণ্টকের ক্ষত কত হর্ষ কত ভীতি,
কত আয়োজন।
বিনিদ্র রজনী কত হৃদয়ের কত প্রীতি,
কত প্রাণপণ॥

এ বিশাল ধরণীতে কে জানিবে বল দেখি,
বাসনা আমার।
জানাইয়া সেই দেবতারে হব বুঝি সুখী,
পূজায় যাহার॥

সাজি

করের পরশ সনে মোর প্রাণের পরশ,
পর্শিবে সে পায়।
বিশুষ্ক কুসুম এই যেগো হইবে সরস,
ফুল্ল পূর্ণতায় ॥
অপূর্ণ এ মরমের মাঝে পূর্ণ সাজিটিরে,
সাজায়েছি আজি।
মম অভীষ্ট দেবতা-পদে দিব ধীরে ধীরে,
সাধনার সাজি ॥
হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ উপাদানে পূজিব তাহায়,
সার্থক জীবন।
চির প্রস্ফুটিত রবে যেগো সেই স্নেহ-ছায়,
এ সাজি এখন ॥

স্তোত্র।

(অ) নাদি অনন্ত অন্তর্যামী দয়াময়।
(আ) শা করি আছি মোরে দিবে পদাশ্রয়॥
(ই) চ্ছা হয় পরমেশ ডাকিতে তোমারে।
(ঈ) শ্বর করিয়া কৃপা স্থান দাও মোরে॥
(উ) পায় না দেখি হায় আমার এ ভবে।
(ঊ) র্দ্ধ মুখে ভাবি তাই বসিয়া নীরবে॥
(ঋ) ত! * রিপুগণ করে সদা প্রপীড়ন।
(ৠ) মূর্ত্তি † ধরেছে তারা কে করে শাসন॥
(ঌ) তে ‡ আর থাকিবার কিবা প্রয়োজন।
(ৡ) গণ § জানেন আমি সহি কি বেদন॥
(এ) স এই দুঃখিনীর দুঃখময় প্রাণে।
(ঐ) হিক সুখের স্মৃতি নিবার হে জ্ঞানে॥
(ও) হে বিভু কর মোর এই ভ্রান্তি চূর।
(ঔ) ষধি এ ভ্রম ব্যাধি করিবেক দূর॥

---

* পরব্রহ্ম। † দৈত্য। ‡ পৃথিবী। § দেবীগণ।

ভজনা।

(ক) রুণা-আকর তুমি ওহে কৃপাধার।

(খ) সাও এ নিয়তির নিগড় আমার॥

(গ) তি নাই তোমা বিনা অগতির গতি।

(ঘ) ন ঘোর অন্ধকারে রহিয়াছে জ্যোতি॥

(ঙ) * সদা দিতেছে জ্বালা আমার এ মনে।

(চ) মকিয়া উঠে মন তোমার স্মরণে॥

(ছ) লিতেছ সংসারের নানা প্রলোভনে।

(জ) গবন্ধু কৃপাকর মিনতি চরণে॥

(ঝ) রাও তাপিত প্রাণে স্নেহ প্রস্রবণে।

(ঞ) † রূপে করাল কাল দলিছে সঘনে॥

(ট) লিতেছে দিবানিশি ভ্রমবশে মন।

(ঠ) কাওনা জ্ঞানৌষধি কর বিতরণ॥

(ড) রি মনে বাজে ডঙ্কা জীবনের পারে।

(ঢ) ক্কা রবে জাগাতেছ নিদ্রিত জনারে॥

(ণ) ‡ দিয়ে হে জ্ঞানময় জুড়াও এ প্রাণ।

(ত) রঙ্গ তুফান হতে কর পরিত্রাণ॥

---

* বিষয়-লালসা। † বলীবর্দ্দ। ‡ জ্ঞান।

(থ) র থর কাঁপে মন ভাবি দিবানিশি।
(দ) য়াময় বিদূরিত কর ভ্রমরাশি ॥
(ধ) রম করম মম কিছু জ্ঞান নাই।
(ন) য়ন-নীরেতে ভাসি নিশিদিন তাই ॥
(প) রমেশ তব পদে স্থান দাও মোরে।
(ফ) ন্দি ফেরে ফেলিও না অধমা কন্যারে ॥
(ব) ল দাও তব নাম করিতে স্মরণ।
(ভ) রসা ভকতি প্রাণে কর উদ্দীপন ॥
(ম) নের এ মলিনতা দাও দূর করি।
(য) তনে মুছায়ে দাও নয়নের বারি ॥
(র) সনারে শিখাইয়া দাও তব নাম।
(ল) ইয়া ও নাম যেন পূরে মনস্কাম ॥
(ব) হিছে শোকের ঝড় প্রাণে অনিবার।
(শ) রণ লভিতে চাই চরণে তোমার ॥
(ষ) ড় রিপু যেন মম কিবা নিশি দিন।
(স) কল সময়ে হয় তব পদে লীন ॥
(হ) ইয়া সদয় মোরে শেষে দিও দেখা।
(ক্ষ) মা করি অভাগীরে পাতকীর সখা ॥

শেষ সঙ্গীত।

এস তুমি হৃদয়ের অন্তিম সঙ্গীত।
ফুকার এ অশান্তির অনন্ত আভাষ॥
জীবনের যাত্রাপথে তুমিই সুহৃৎ।
পাইবে কি কার কাছে আশার আশ্বাস?
জানি না কি গাহিয়াছ আজি মোর প্রাণে।
আকুল উচ্ছ্বাসভরা বিষাদের গীতি॥
কি বাঁশরী বাজায়েছ কোন লয় তানে।
কাঁদিবে কি তব সহ হায় এ প্রকৃতি?
ডুবায়েছ সাজিটিরে কি নব আশায়!
ছিন্ন হৃদি-তার লয়ে কি গাহিবে গান॥
শুনিবে না কেহ বুঝি এই বসুধায়।
অনন্তে বিলীন হয়ে হোক্ অবসান॥
মিশেছিলে মোর প্রাণে আনন্দ বিষাদে।
গেয়েছিলে সমস্বরে হে সৌম্য সুন্দর॥
আকুল করুণ গীতি বিষাদের খেদে।
মোর সহ দিবানিশি হয়ে অকাতর॥

সমাপ্ত।